উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

তরুণ আয়ুর্বেদিক প্রডাক্টস্
হাই পাওয়ার
স্ক্যাবিগন®
SCABIGON
স্ক্যাবিগন
HIGH POWER
দাদ, হাজা, চুলকানি, গোড়ালি ফাটার মলম
Wanted Dealers & Distributors
For Trade Enquiry: 9438045440
সব ঔষধের দোকানে পাওয়া যায়

সেনসেক্স : ৭৭,৫০০.৫৭ (+৭৪০.৭৬)

নিফটি : ২৩,৫০৮.৪০ (+২৫৮.৯০)

নিষিদ্ধ ফার্মা ইমপেক্সের স্যালাইন, ১৭ ওষুধ

গুণমান নিয়ে অভিযোগ ওঠার পর ফার্মা ইমপেক্স ল্যাবরেটরির স্যালাইন উৎপাদন বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এবার ওই সংস্থার ১৭টি ওষুধ নিষিদ্ধ ঘোষণা করল স্বাস্থ্য ভবন। » ৭

আখড়া থেকে বহিষ্কৃত মমতা

উত্তরপ্রদেশের কিন্নর আখড়া থেকে মহামণ্ডলেশ্বর পদে অধিষ্ঠিত মমতা কুলকার্নিকে বহিষ্কৃত করা হল। » ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৬°	১৩°	২৬°	১২°	২৬°	১৪°	২৬°	১৪°

ইডেনে শূন্য ঋদ্ধিমানের

শেষ রনজি ম্যাচ খেলতে নেমে পঞ্জাবের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে শূন্য রান করলেন ঋদ্ধিমান সাহা। দ্বিতীয় ইনিংসে কত রান করেন সেদিকেই সবার নজর। » ১৪

১৮ মাঘ ১৪৩১ শনিবার ৫.০০ টাকা 1 February 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 253

সোনিয়া বনাম দ্রৌপদী নিয়ে জলঘোলা

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি : সংসদে বাজেট অধিবেশনের শুরুতেই বিতর্ক। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সম্পর্কে কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধির মন্তব্য ঘিরে তোলপাড় দেশের রাজনীতি। সমালোচনার ঝড় বইছে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির বক্তব্য নিয়েও। শুক্রবার সংসদের উভয়কক্ষের যৌথ অধিবেশনের সূচনা করেন রাষ্ট্রপতি। তিনি প্রায় এক ঘণ্টা ভাষণ দেন।

শেষের দিকে রাষ্ট্রপতি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। উনি কথা বলতে পারছিলেন না।

সোনিয়া গান্ধি

সোনিয়ার মন্তব্য শুধু রাষ্ট্রপতির নয়, দেশের সব গরিব ও আদিবাসীর অপমান।

নরেন্দ্র মোদি

পরে সংসদের বাইরে রাহুলের সঙ্গে কথোপকথনের সময় সোনিয়াকে বলতে শোনা যায়, 'শেষের দিকে রাষ্ট্রপতি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। উনি কথা বলতে পারছিলেন না।' মায়ের কথায় সম্মতি জানিয়ে রাষ্ট্রপতির ভাষণকে 'বোরিং' বলেন রাহুল। যদিও মা বা ছেলে কেউই সাংবাদিকদের সরাসরি কিছু বলেননি। কিন্তু সোনিয়া-রাহুলের কথোপকথন ভাইরাল হয়ে যাওয়ায় সমালোচনার সুযোগ পেয়ে যায় শাসক শিবির।

দ্বারকায় এক নির্বাচনি জনসভায় খোদ প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আজ সবাই কংগ্রেসের রাজপরিবারের ঔদ্ধত্যের পূর্ণ রূপ দেখেছেন। শহুরে নকশালদের কথাবার্তা এখন ওই রাজপরিবারের আকর্ষণীয় লাগে।' প্রধানমন্ত্রীর মতে, 'সোনিয়ার মন্তব্য শুধু রাষ্ট্রপতির নয়, দেশের সব গরিব ও আদিবাসীর অপমান।' আরও একধাপ এগিয়ে বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা ওই মন্তব্যের জন্য কংগ্রেসকে ক্ষমা চাইতে বলেন।

তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'ইচ্ছাকৃতভাবে এই ধরনের শব্দের ব্যবহারে কংগ্রেসের অভিজাত, গরিববিরোধী এবং দলিতবিরোধী মানসিকতা ফুটে উঠেছে।' রাষ্ট্রপতি ভবন পৃথক বিবৃতিতে সোনিয়া-রাহুলের বক্তব্যের নিন্দা করে। বিবৃতিতে বলা হয়, 'রাষ্ট্রপতি মোটেও ক্লান্ত ছিলেন না। প্রান্তিক শ্রেণি, মহিলা এবং কৃষকদের নিয়ে কথা বলা কখনও ক্লান্তিকর হতে পারে না।'

এরপর দশের পাতায়

চাপে বাতিল বোর্ড মিটিং

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৩১ জানুয়ারি : তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলে পুরসভা চালাতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছেন চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। কোরাম হবে না বুঝতে পেরে বোর্ড মিটিং ডেকেও শেষপর্যন্ত তা বাতিল করতে হয়েছে। শনিবার বেলা ২টার সময় পুরসভায় বোর্ড মিটিং হওয়ার কথা ছিল। বোর্ড মিটিংয়ের অ্যাজেন্ডার কাগজপত্রও পুরসভার সমস্ত কাউন্সিলারকে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দলের গোষ্ঠীকোন্দলে নাজেহাল অবস্থা চেয়াম্যানের। বোর্ড মিটিংয়ে যে কোরাম হবে না সেটা বুঝতে পেরেছেন রবীন্দ্রনাথ। সেই কারণে শুক্রবার একেবারে শেষবেলায় তিনি বাতিল করেছেন বোর্ড মিটিং। বিষয়টি জানাজানি হতে তৃণমূলের অন্দরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। যদিও বিষয়টি নিয়ে কোনও কথা বলতে চাননি রবীন্দ্রনাথ।

কোচবিহার পুরসভায় মোট ২০টি ওয়ার্ড রয়েছে। এর মধ্যে ১৮টি ওয়ার্ডে তৃণমূলের কাউন্সিলার রয়েছেন। দুজন রয়েছেন বাম কাউন্সিলার। এই অবস্থায় জেলা তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলের আঁচ এসে পড়েছে পুরসভাতেও। গত ২৭ জানুয়ারি পুরসভায় চেয়ারম্যানের নতুন চেম্বারের উদ্বোধন হয়। ওই উদ্বোধনীতে সেদিন জনা চার কাউন্সিলার উপস্থিত ছিলেন। যা নিয়ে পুরসভায় জোর গুঞ্জন শুরু হয়। পুরসভায় প্রথমবারের মতো বিধানসভার অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তরের স্ট্যান্ডিং কমিটির প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। সেদিন পুরসভায় সমস্ত কাউন্সিলারকে উপস্থিত থাকার জন্য চিঠি দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু তারপরেও দেখা যায় চার কাউন্সিলার ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। দলের ১৩ জন কাউন্সিলারই অনুপস্থিত ছিলেন। এখানেই শেষ নয়, ২৯ জানুয়ারি পুরসভা লাগোয়া শহিদবাগ মঞ্চে অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে পুরসভা স্তরের ভাওয়াইয়া সংগীত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেও চেয়ারম্যান ছাড়া মাত্র একজন ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার উপস্থিত ছিলেন। দলের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে ক্রমেই কোণঠাসা হচ্ছেন তা সাম্প্রতিক ঘটনাবলিতেই বোঝা যাচ্ছে।

এদিন ঘুঘুমারির কদমতলার মাঠে তৃণমূলের দক্ষিণ বিধানসভার যে জনসভা হয়, সেখানে দলের জেলা সভপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক ছাড়াও পুরসভার একগুচ্ছ কাউন্সিলারকে দেখা যায়। জেলা সভাপতির সভায় সিংহভাগ কাউন্সিলার থাকার বিষয়টি রবীন্দ্রনাথের চোখ এড়ায়নি। ফলে বোর্ড মিটিং হলে যে তাতে কোরাম হবে না, সেই দেওয়াল লিখনটা আগে থেকেই পড়তে পেরেছেন তিনি। রাজনৈতিক মহলের মতে, সেই

কোচবিহার পুরসভা। -ফাইল চিত্র

নিজের পরিবার সম্পূর্ণ করুন...
IVF • IUI • ICSI
নিউলাইফ
ফার্টিলিটি সেন্টার
740 740 0333 / 0444
শিলিগুড়ি
মালদা
কোচবিহার

কারণেই তিনি শনিবারের বোর্ড মিটিং বাতিল করেছেন।

এদিনের দক্ষিণ বিধানসভার জনসভার পর তৃণমূলের পার্টি অফিসে জরুরি বৈঠক হয়। জেলা সভাপতি সমস্ত কাউন্সিলারকে নিয়ে বৈঠক করেন। ওই বৈঠকে চেয়ারম্যানের কাজকর্ম নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সেখানে চেয়ারম্যান যে কাজ করতে পারছেন না তার একটি অভিযোগপত্র লেখা হয়। সূত্রের খবর, ওই অভিযোগপত্রে সকল কাউন্সিলার সই করেছেন। ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার ভূষণ সিং বলেন, 'আমি ওই বৈঠকে গিয়েছিলাম। ওঁরা আমাকে সই করতে বলেছিলেন। আমি সই করেছি।'

সাদা চোখে সাদা কথায়

ডলোমাইটে লোভাতুর চোখ খুঁজে পেল ফিকির

গৌতম সরকার

বক্সা জঙ্গলে কিছু নিষেধাজ্ঞা শিথিল হবে, আগাম জানা ছিল অনেকের। চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি, তাঁদের একজন আলিপুরদুয়ার ১ নম্বর ব্লকের এক তৃণমূল নেতা। তবে প্রবেশমূল্য উঠে যাবে এবং শুধু বক্সা নয়, এক ধাক্কায় পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত বনে অবাধ প্রবেশাধিকার জুটে যাবে- এটা জানতেন না তিনি। নেতাটি ব্যবসায়ী। জনপ্রতিনিধিও। আরেক জনপ্রতিনিধি তাঁকে জানিয়েছিলেন, জয়ন্তী পাহাড়ে সঞ্চিত ডলোমাইটের বিশাল ভাণ্ডার খননের সুযোগ মিলে যেতে পারে।

তাঁকে বলা হয়েছিল, দেখে নিও। আশায় বুক বেঁধেছিলেন সেই ব্যবসায়ী নেতা এবং আরও কেউ কেউ। যাঁরা ডলোমাইট ভাণ্ডারের দরজা চিচিং ফাঁক করাতে কলকাঠি নাড়ছিলেন অনেকদিন ধরে। সেই সুযোগ পাওয়া মানে যে হাতের মুঠোয় কোটি কোটি টাকার কারবার। তবে আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল প্রবেশমূল্য নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে নালিশ করলেন বলেই সেই সুযোগ এল, বিষয়টা এমনও নয়।

আসল তাগিদটা ছিল স্বার্থান্বেষী মহলের। কিছুদিন আগে নবান্নে এক প্রশাসনিক সভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জয়ন্তীতে সঞ্চিত ডলোমাইট বিক্রি করে রাজ্য সরকারের রাজস্ব বাড়ানোর ইচ্ছাপ্রকাশ করায় সেই মহল ফিকির খুঁজতে থাকে। কোন পথে হবে উদ্দেশ্যসাধন! অথচ কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশমন্ত্রক এবং জাতীয় গ্রিন ট্রাইবিউনালের নিষেধাজ্ঞায় জয়ন্তীতে কোনওরকম খনন বন্ধ আছে দীর্ঘদিন। বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের কোর এলাকায় পড়ে জয়ন্তী।

দেশের বন্যপ্রাণ আইনে কোর এলাকায় মানুষের (সরকারি ও বেসরকারি) সবরকম তৎপরতা, বিচরণ নিষিদ্ধ। অথচ ডলোমাইট খনন হোক বা বালি-পাথর উত্তোলন মানেই তো হইচই কাণ্ড। তাতে মুনাফা (সরকারি বা বেসরকারি) হতে পারে। কিন্তু সর্বনাশ হয় জীববৈচিত্র্যের, বাস্তুতন্ত্রের। বন ও বন্যপ্রাণ রক্ষায় যা একান্ত অপরিহার্য। আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল এসব জানেন। ডুয়ার্সের প্রকৃতির কোলে তাঁর আশৈশব বেড়ে ওঠা। একসময় সংবাদমাধ্যমে জড়িত থাকার সুবাদে জঙ্গলের আইনকানুন তাঁর নখদর্পণে।

এরপর দশের পাতায়

জিডিপি নিম্নমুখী, নিয়ন্ত্রণে মুদ্রাস্ফীতি

আজ কেন্দ্রীয় বাজেটে সবার নজর

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি : আগামী অর্থবর্ষে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (জিডিপি) হার নিম্নমুখী হওয়ার জোরালো ইঙ্গিত। শনিবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট ভাষণের একদিন আগে প্রথামাফিক শুক্রবার লোকসভায় যে আর্থিক সমীক্ষা রিপোর্ট পেশ হয়েছে, তাতে এই পূর্বাভাস স্পষ্ট। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর পেশ করা সেই রিপোর্টে আগামী অর্থবর্ষে দেশের জিডিপি'র হার ৬.৩ থেকে ৬.৮ শতাংশের মধ্যে থাকতে পারে বলা হয়েছে।

রিপোর্টে বাণিজ্যে মৃদু ভাটার টানের আভাসও আছে। খুচরো বাজারে মুদ্রাস্ফীতির হার ঊর্ধ্বমুখী হওয়ারও সম্ভাবনা থাকলেও অর্থনীতি মোটের ওপর স্থিতিশীল থাকবে বলে আশ্বস্ত করা হয়েছে। জানানো হয়েছে, বিদেশি মুদ্রাভাণ্ডার নিয়ে উদ্বেগের কারণ নেই। প্রধানমন্ত্রীর মতে অবশ্য, আসন্ন বাজেট 'বিকশিত ভারত'কে আরও শক্তিশালী করবে।

সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের আগে সম্পদের দেবী লক্ষ্মীর স্তব পাঠ করে নরেন্দ্র মোদি জানান, 'দেশের সার্বিক বিকাশের দিকে লক্ষ্য থাকবে বাজেটে। যা দেশবাসীর মনে নতুন আশার সঞ্চার করবে'। জিডিপি বৃদ্ধি নিয়ে আশাবাদী কেন্দ্রের মুখ্য আর্থিক উপদেষ্টা ভি অনন্তনাথ নাগেশ্বরণও। তাঁর মতে, ৬ শতাংশের বেশি হারে আর্থিক বৃদ্ধি যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক।

সীতারামনের পেশ করা আর্থিক সমীক্ষা রিপোর্ট অনুযায়ী, অভ্যন্তরীণ চাহিদা কার্যত একই থেকে গিয়েছে গত অর্থবর্ষে। কিন্তু বাজারে বেসরকারি বিনিয়োগ তেমন বাড়েনি। আন্তর্জাতিক বাজারেও মন্দার ছায়া লক্ষ করা গিয়েছে। মুদ্রাস্ফীতির জন্য খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধিকে দায়ী করেছে ওই সমীক্ষা। তবে কেন্দ্র আশা করছে, খরিফ শস্য বাজারে চলে এলে

মূল আভাস

- জিডিপির হার ৬.৩ থেকে ৬.৮ শতাংশের মধ্যে
- খুচরো বাজারে মুদ্রাস্ফীতির হার ঊর্ধ্বমুখী
- অকৃষি খাতে বছরে গড়ে ৭৮.৫ লক্ষ কর্মসংস্থান তৈরির পরামর্শ
- খরিফ শস্য বাজারে এলে খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধিতে লাগাম
- চলতি অর্থবর্ষের শেষ ত্রৈমাসিকে মুদ্রাস্ফীতি কমার সম্ভাবনা

খাদ্যপণ্যের দামে রাশ টানা যাবে।

চলতি অর্থবর্ষের শেষ ত্রৈমাসিক থেকে মুদ্রাস্ফীতি কমতে শুরু করবে বলেও আভাস দেওয়া হয়েছে সমীক্ষায়। রিপোর্টটি অবশ্য রাজস্ব আদায়ে আশার আলো দেখিয়েছে। জিএসটি সহ বিভিন্ন খাতে কর আদায়ের পরিমাণ ধারাবাহিকভাবে বাড়ার ইঙ্গিত তাতে স্পষ্ট। তবে শিল্পে উৎপাদন হ্রাস, বাণিজ্যিক স্থবিরতার জন্য রিপোর্টটি আন্তর্জাতিক সংকটকে দায়ী করেছে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধির উল্লেখ করে আর্থিক সমীক্ষায় কবুল করা হয়েছে যে, আমদানিকারক দেশ হিসাবে ভারতের ওপর এর প্রভাব পড়েছে। বিশ্বব্যাপী শিল্পপণ্যের চাহিদা কমে যাওয়ায় এদেশের শিল্পসংস্থাগুলি কিছু ক্ষেত্রে উৎপাদন কমাতে বাধ্য হয়েছে।

অর্থনীতিকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করাতে বাজারে টাকার জোগান বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানে জোর দিয়েছে সমীক্ষাটি। রিপোর্ট অনুযায়ী, 'ক্রমবর্ধমান মানবসম্পদের চাহিদা মেটাতে ২০৩০-এর মধ্যে ভারতকে অকৃষি খাতে বছরে গড়ে ৭৮.৫ লক্ষ কর্মসংস্থান তৈরি করতে হবে। পরিষেবা নির্ভর ভারতীয় অর্থনীতিতে তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণের উল্লেখ করা হয়েছে। এই ধরনের চাকরি সবচেয়ে সংবেদনশীল। কারণ, খরচ কমানোর দরকার পড়লে এই সংস্থাগুলি কর্মী ছাঁটাইয়ের পথ নেয়।'

২০২৪-এ ডলারের অনুপাতে টাকার দামের নজিরবিহীন পতনের জন্য ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা ওআমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে দায়ী করেছে আর্থিক সমীক্ষাটি। সব মিলিয়ে আসন্ন অর্থবর্ষে ভারতীয় অর্থনীতিতে ভারসাম্য বজায় থাকার পূর্বাভাস রয়েছে সমীক্ষা রিপোর্টে।

একসুর অভিষেক ও অখিলেশ

মৃত্যু গোপনের অভিযোগ মহাকুম্ভে

মর্মান্তিক।। *ভেঙে পড়েছেন প্রয়াগরাজে পদপিষ্ট হয়ে মৃতের স্বজন।*

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি : মহাকুম্ভে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুতে ক্রমশ সুর চড়াচ্ছে বিরোধীরা। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কটাক্ষ করছেন, ওইরকম ঘটনা পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ুর মতো অবিজেপি শাসিত রাজ্যে হলে তো এতদিনে রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি উঠে যেত। যোগী সরকারের বিরুদ্ধে পদপিষ্ট হয়ে মৃতের প্রকৃত সংখ্যা চেপে রাখার অভিযোগও উঠেছে।

সংসদের বাজেট অধিবেশনে মহাকুম্ভে ওই বিপর্যয় নিয়ে ইতিমধ্যে আলোচনার দাবি তুলেছে 'ইন্ডিয়া' জোট। যদিও তাতে নারাজ বিজেপি। সমাজবাদী পার্টির সভাপতি অখিলেশ যাদব দাবি করেছেন, মহাকুম্ভে পদপিষ্ট হয়ে মৃতের সংখ্যা লুকোচ্ছে উত্তরপ্রদেশ সরকার। শুক্রবার তিনি নয়াদিল্লিতে বলেন, সব মৃতর পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া এড়াতে নিহতের প্রকৃত সংখ্যা লুকোচ্ছে যোগীর সরকার।

বাজেট অধিবেশনে যোগ দিতে এদিন নয়াদিল্লি যাওয়ার পথে দমদম বিমানবন্দরে মৃতের সংখ্যা লুকোনোর অভিযোগ করেন অভিষেকও। তাঁর দাবি, পদপিষ্ট হয়ে নিহতের সংখ্যা ১০০ পেরিয়ে যাওয়াও অস্বাভাবিক নয়। তাঁর কথায়, 'এত মানুষ যেখানে যাবেন সেখানে ন্যূনতম ব্যবস্থা দরকার। পরিকল্পনা ঠিক না করে বিজেপি সরকার শুধু ঢাকঢোল পিটিয়ে খালি মার্কেটিং করেছে।'

তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যে গঙ্গাসাগরমেলার আয়োজনের তুলনা টেনেছিলেন। একই সুরে অভিষেক বলেন, '১৪ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে আমাদের সরকার রয়েছে। আমরা গঙ্গাসাগরমেলা করছি। এখানে শুরু থেকেই মানুষের নিরাপত্তায় জোর দেওয়া হয়।'

উত্তরে উদ্বেগ

- নিখোঁজ মালদায় ২, উত্তর দিনাজপুরে ২, দক্ষিণ দিনাজপুরে ১, কোচবিহারে ১, শিলিগুড়িতে ১
- প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু জয়গাঁর তরুণ মিঠুন শর্মার
- মহাকুম্ভে শ্বাসকষ্টজনিত কারণে মৃত্যু শিলিগুড়ি লাগোয়া মাদানিবাজারের বাসিন্দা অমল পোদ্দারের
- সংগমে গিয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত মালদার কালিয়াচকের অমিয় সাহা

এরপর দশের পাতায়

ঘাসফুলের কোন্দলে ভোগান্তি তুফানগঞ্জে

বাবাই দাস ও সায়নদীপ ভট্টাচার্য

তুফানগঞ্জ, ৩১ জানুয়ারি : তুফানগঞ্জে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলের জেরে ভোগান্তি বাড়ছে পুরবাসীর। তুফানগঞ্জ পুরসভায় ডামাডোল শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে চেয়ারপার্সনের বিরুদ্ধে অনাস্থা এনেছেন দলেরই ১০ কাউন্সিলার। বর্তমানে দু'পক্ষেরই যেন মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কাউন্সিলাররা অনাস্থা আনার পর থেকে কেউই পুরসভায় যাচ্ছেন না। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই নাগরিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বাসিন্দারা।

পুরসভায় না এলেও সকালসকাল ওই ১০ কাউন্সিলার জনসংযোগে বেরিয়ে পড়ছেন। শহর ব্লক সভাপতির উদ্যোগে বিভিন্ন ওয়ার্ডে চলছে সেই কর্মসূচি। সেখানে আবার চেয়ারপার্সন ও ভাইস চেয়ারম্যানের দেখা মিলছে না। সবমিলিয়ে চেয়ারপার্সনের বিরুদ্ধে অনাস্থার পর যতই দিন গড়াচ্ছে ততই রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হচ্ছে নীচুতলার কর্মীদের মধ্যে। শহর ব্লক সভাপতি ইন্দ্রজিৎ ধরের বক্তব্য, 'এটা পুরোপুরি সাংগঠনিক কর্মসূচি। বিগত বিধানসভা নির্বাচনে তুফানগঞ্জ শহরে আমরা ৩৬৭৫ ভোটে পিছিয়ে রয়েছি। সেই ঘাটতি মেটাতেই কাউন্সিলার ও ওয়ার্ড সভাপতিদের সঙ্গে বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনসংযোগ শুরু করেছি।'

এদিকে, অনাস্থা প্রস্তাবের দু'সপ্তাহের মাথায় সামাজিক মাধ্যমে প্রথম প্রতিক্রিয়া জানান ভাইস চেয়ারম্যান তনু সেন। শুক্রবার রাতে ফেসবুকের একটি পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'সময় এলে সব বলব, প্রসঙ্গ তুফানগঞ্জ পুরসভা'। দলের এই অস্বস্তির মধ্যে আগুনে ঘি ঢালায় হইচই পড়ে গিয়েছে। চেয়ারপার্সনের সঙ্গে বিক্ষুব্ধ কাউন্সিলারদের দূরত্ব বাড়তে থাকায় নাগরিক পরিষেবা ব্যাহত হতে পারে বলে অনুমান অনেকেরই।

এ ব্যাপারে ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অম্লান বর্মার কথায়, 'ওয়ার্ডের উত্তর পাশে দীর্ঘদিনের পানীয় জলসমস্যা এপর্যন্ত কাটেনি। পাশাপাশি দোলমেলা ময়দান সংলগ্ন এলাকার লাইটগুলো বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে। *এরপর দশের পাতায়*

সরস্বতীর সঙ্গে পুজো শীত-বসন্ত'র

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ৩১ জানুয়ারি : প্রাচীন ভারতে প্রকৃতিপুজোর কথা সকলেরই জানা। কিন্তু মূর্তি তৈরি করে ঋতুপুজোর কথা সচরাচর শোনা যায় না। তবে রাজ আমল থেকেই সরস্বতীপুজোর দিন কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী মদনমোহনবাড়িতে শীত এবং বসন্ত ঋতুর পুজো হয়ে আসছে। এবারেও এর অন্যথা হবে না। মন্দিরের রাজপুরোহিত হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন, 'শীত চলে যাচ্ছে, বসন্ত আসছে। সেকারণে মন্দিরে মহাসরস্বতীর পাশাপাশি দুই ঋতুরও পুজো করা হবে। শনিবার থেকে মদনমোহন এবং অন্যান্য ঠাকুরেরও শীতবস্ত্র সরিয়ে দেওয়া হবে। শীতবস্ত্রের বিদায় এবং বসন্তের আগমনের জন্যই এই পুজো হয়। রাজ আমল থেকেই একইভাবে এই পুজো হয়ে আসছে।'

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে, রবিবার সকাল ১০টা নাগাদ কোচবিহারের বৈরাগীদিঘি সংলগ্ন মূল মদনমোহনবাড়ির কাঠামিয়া মন্দিরে মহাসরস্বতীপুজো হবে। এরপর সেখানে মূর্তি দিয়ে পুজো হবে শীত এবং বসন্ত ঋতুর। এবছর এই পুজো করবেন মন্দিরের পুরোহিত খগপতি মিশ্র। মূর্তিপুজোর প্রসঙ্গে কোচবিহার রয়্যাল ফ্যামিলি সাকসেসর্স ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের মুখপাত্র কুমার মৃদুলনারায়ণ বলেন, 'এখানকার পূজার্চনা এবং ঐতিহ্য বহু প্রাচীন। এই পুজোগুলির মধ্যে কোচবিহারের নিজস্ব স্বতন্ত্রতা আছে। তারই স্বরূপ এই ঋতুপুজো। রাজ আমল থেকেই এই পুজো হয়ে আসছে।'

বাগদেবীর পাশে বসন্ত ও শীতের মূর্তি। ছবিটি তুলেছেন জয়দেব দাস।

আর মাত্র কয়েকঘণ্টার অপেক্ষা। এখন মহাসরস্বতীর মূর্তির পাশাপাশি দুই ঋতু এবং তাঁদের সহচরীদের মূর্তি তৈরির কাজ চলছে জোরকদমে। শুক্রবার মন্দিরে গিয়ে দেখা গেল, মহাসরস্বতীর মূর্তির পাশেই আরেকটি পাটাতনের ওপরে পাঁচটি ছোট ছোট মূর্তি তৈরি করা হয়েছে। প্রতিমায় রং করার পাশাপাশি কাঠামিয়া মন্দির সাজিয়ে তোলার কাজও চলছে জোরকদমে। অন্যান্য বছর শিল্পী প্রভাত চিত্রকর প্রতিমা তৈরির কাজ করলেও এবার তাঁর ছেলে বাবলা চিত্রকর প্রতিমা তৈরির কাজ করছেন। কোচবিহার হেরিটেজ সোসাইটির সম্পাদক অরূপজ্যোতি মজুমদার বলেন, 'দেবত্র ট্রাস্টের অধীনস্থ মন্দিরগুলোতে যে প্রথাগুলো

এরপর দশের পাতায়

সংশোধনী নং. ০১

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এম-টিএসকে-২০২৫-৩৫, তারিখ : ২১-০১-২০২৫। টেন্ডার জমা করার অন্তিম তারিখ ও সময়, টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় এখন নীচের বিবরণ হিসেবে পড়তে হবে :
১। টেন্ডার জমা করার অন্তিম তারিখ ও সময়: ২১-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা।
২। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়: ২১-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টার পরে।
এই সংশোধনী www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
সিনি. ডিএমই, তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

CORRIGENDUM
Ref. NOTICE INVITING e-TENDER No :- 25(e)/BDO/K-I OF 2024-2025, Date-24/01/2025

Due to unavoidable Circumstances the above mentioned NIeT has been cancelled. New tender will be floated as per instruction.

Sd/- B.D.O
Kaliachak-I Dev. Block, Malda

রেলওয়ে স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির জন্যে ই-নিলাম কার্যসূচী

লামডিং মণ্ডল অধিক্ষেত্রের অধীনে ফেব্রুয়ারি/২০২৫ মাসের জন্যে রেলওয়ে স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির হেতু ই-নিলাম কার্যসূচি নিম্নঅনুসারে নির্ধারিত করা হয়েছে

ক্রমিক সংখ্যা.	মাস	নির্ধারিত তারিখ
১	ফেব্রুয়ারি/২০২৫	০৫-০২-২০২৫, ১২-০২-২০২৫, ১৯-০২-২০২৫, ২৬-০২-২০২৫

ইচ্ছুক ডাককর্তাগণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এর যোগে ই-নিলাম কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

জ্যেষ্ঠ মণ্ডল সামগ্রী প্রবন্ধক, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA SUKNA
Website: https://sukna.kvs.ac.in/, Phone: 0353-2573375

WALK-IN-INTERVIEW

A walk-in-interview will be conducted at PM SHRI Kendriya Vidyalaya Sukna to prepare a panel of contractual teachers for the session 2025-26 as per the following schedule.

S.No.	Date of Reporting and Interview Time	Subjects
1	10.02.2025 (8:00AM)	PGTs:- Physics, Chemistry, Biology, Math, Hindi, English, History, Economics, Geography, Comp. Sc. TGTs:- Math, Hindi, Sanskrit, Science, Soc. Sc, English.
2	11.02.2025 (8:00AM)	Primary Teacher Misc:- Comp. Instructor, Counsellor, Nurse, Special Educator, Games Coach, Dance Coach, Yoga Instructor, Balvatika Teachers, Art Edu

Candidates are requested to be present at the venue as per the above schedule with all original documents of their eligibility along with one set of self-attested photocopies

Interested candidates may visit the announcement section of the Vidyalaya website (mentioned above) to check their eligibility.

Principal
PM SHRI Kendriya Vidyalaya, Sukna

কুম্ভে গিয়ে নিখোঁজ মহিলা

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৩১ জানুয়ারি : কুম্ভমেলায় গিয়ে নিখোঁজ হলেন বছর সাতান্নর জয়া হরিজন নামে এক মহিলা। কোচবিহার শহরের ২০ নম্বর ওয়ার্ডের কোতোয়ালি থানা সংলগ্ন ডাবরি মহল্লার বাসিন্দা তিনি। পেশায় স্বাস্থ্য দপ্তরের সাফাইকর্মী।

পরিবারের সদস্যরা জানান, ২৭ জানুয়ারি ডাবরি মহল্লা এলাকা থেকে ২৩ জনের একটি দল কুম্ভমেলার উদ্দেশে রওনা হয়। দলটিতে ছিলেন ওই মহিলা। সঙ্গে ছিলেন নাতি বিট্টু হরিজন ও এক আত্মীয়। ২৮ জানুয়ারি তাঁরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছান। পরের দিন ভোরবেলা নাতিকে নিয়ে জয়া সহ আরও ছয়জন ঘাটে স্নান করতে যান। সেখানে জলে নামার পর থেকে নিখোঁজ জয়া। নর্থবেঙ্গল বাসফোর অ্যান্ড হরিজন ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের কোচবিহার জেলা সম্পাদক তথা এলাকার বাসিন্দা অভিনব হরিজন বলেন, 'কয়েকদিন আগে এখান থেকে সকলে মিলে কুম্ভমেলাতে গেল। এখন এমন খবর শুনে খারাপ লাগছে। আশা করছি তাড়াতাড়ি তাঁকে খুজে পাওয়া যাবে।'

কোচবিহার শহরের ডাবরি মহল্লায় চিন্তায় কুম্ভে নিখোঁজের পরিজনরা।

এদিকে, মাকে খুঁজতে বৃহস্পতিবার রাতে ব্রহ্মপুত্র মেল ধরে কোচবিহার থেকে কুম্ভের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন জয়ার ছেলে দীপু হরিজন সহ পরিবারের পাঁচজন সদস্য। শুক্রবার কুম্ভে পৌঁছান তাঁরা। এদিন রাতে কুম্ভ থেকে দীপু বলেন, 'এখানে দুটি হাসপাতালে মায়ের খোঁজ করেছি। মাইকে ঘোষণা করিয়েছি। কিন্তু এখনও মাকে খুঁজে পাইনি।' দীপু আক্ষেপের সুরে আরও বলেন, 'মা লেখাপড়া জানেন না। ফলে মা কোথায়, কীভাবে আছেন, আদৌ মাকে খুঁজে পাব কি না বুঝতে পারছি না।'

খবর জানাজানি হতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কোচবিহার শহরে। শুক্রবার বিকালে জয়ার বাড়িতে গিয়ে দেখা যায় তাঁর মেয়ে বেবি হরিজন সহ বাড়ির সদস্যরা মন খারাপ করে বসে রয়েছেন। এলাকার বাসিন্দারা সেখানে ভিড় করে রয়েছেন। কাঁদো কাঁদো গলায় বেবি বলেন, 'এমন ঘটনা হবে ভাবতেই পারছি না। মাকে কখন দেখতে পাব এখন সেই আশাতেই প্রহর গুনছি।'

জয়ার নাতি বিট্টুর কথায়, 'ওইদিন ভোরবেলা দিদা সহ আমরা ছয়জন ঘাটে স্নান করতে গিয়েছিলাম। আমাদের মধ্যে দুজন ব্যাগ পাহারায় ছিলাম। দিদা জলে স্নান করতে নেমেছিলেন। এরপর থেকে দিদাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

চিন্তায় পরিবার

- ২৭ জানুয়ারি কুম্ভের উদ্দেশে রওনা জয়ার
- ২৮ জানুয়ারি গন্তব্যস্থলে পৌঁছান
- ২৯ জানুয়ারি স্নান করতে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যান জয়া
- ৩০ জানুয়ারি মাকে খুঁজতে কুম্ভের উদ্দেশে রওনা ছেলের
- এখনও পর্যন্ত খোঁজ পাওয়া যায়নি জয়ার

Abridged E-Tender Notice

Tender for eNIT No-. 21 (2024-25) Memo No-71, Dated-31.01.2025 of Executive Officer, Balurghat, Dakshin Dinajpur is invited by the undersigned. Last date of submission is 13/02/2025. The details of NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal http://wbtenders.gov.in & viewed from office notice board of the undersigned during office hours.

Sd/-
E.O
Blg. P.S

বিক্রয়

Land for sale at Shahudangi Siliguri. M: 8509386286. (C/114919)

পরিষেবা

Check your CIBIL Report & Solution. Mob. No. 94344-79655. (C/114804)

ভাড়া চাই

শিলিগুড়িতে 1 BHK ফ্ল্যাট ভাড়ায় চাই। কমোড সহ বাথরুম ও গ্রাউন্ড/ফার্স্ট ফ্লোর কাম্য। দালাল নয়। 9163477785. (K)

কর্মখালি

স্মার্ট, মহিলা অ্যাসিস্ট্যান্ট চাই। সর্ব সময়ের জন্য, ন্যূনতম উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ২০-২৮'এর মধ্যে, মাসিক বেতন- ১৫ হাজার, থাকা-খাওয়া ফ্রি। যোগাযোগ ডঃ শাস্ত্রী, শিলিগুড়ি সেবক রোড, গ্রিন ভ্যালি অ্যাপার্টমেন্ট। সত্বর যোগাযোগ করুন। 9002004418.

•

Royal Enfield, Build on 124 year old legacy is looking for various vacancies for Alipurduar. Sales : (i) Retail Manager (ii) Showroom Executive (M/F) (iii) Field Executives (iv) Registration & Insurance Co-ordinators (v) Customer Relation Manager (vi) Service Adviser. Service : (i) Service Head (ii) Space Manager (iii) Floor In-charge (iv) Accountant (v) Spares Manager (vi) Certified/skilled technicians (3yrs. Exp.) (vii) Technician Trainee. If you think yourself worthy, send resume : Diyamotors.re@gmail.com/7908445616 (W/A) by 15.02.2025. (A/K)

অ্যাফিডেভিট

আমার DLNO WB 7320110315471 তে নাম ভুল থাকায় গত 20/01/25 তাং EM কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বললে Abul Husen এবং Abdul Husen এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম। (C/113699)

চিকিৎসা

Free ENT Checkup 4/2/2025 Thalamus Hospital, Siliguri

স্বনামধন্য ENT সার্জন Dr. A.B. Bose, Dr. K.D. Bhutia, Dr. Sandipan Naskar, Dr. Sayantani Chandra বিনামূল্যে চিকিৎসা করবেন। OT এবং প্রয়োজনীয় টেস্ট-এ বিশেষ প্যাকেজ রয়েছে। যোগাযোগ-Thalamus Hospital, ব্যাটালিয়ন মোড়, ফুলবাড়ি, শিলিগুড়ি। (M):- 9046005614/9851189536. (C/114805)

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং. ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩৩৭, তারিখ ২৯.০১.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর -ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক প্রখ্যাত, অভিজ্ঞ এবং আর্থিকভাবে সঙ্গতিপন্ন সংস্থা/এজেন্সি/ঠিকাদারদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে : **কাজের নাম :** (i) "ধৌনী এবং বারাহাটি স্টেশনের মধ্যবর্তী পুনসিয়া হল্ট স্টেশনে আইবিএস-এর ব্যবস্থা করার" পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক কাজ। (ii) "মন্দারহিল এবং হাঁসডিহা স্টেশনের মধ্যবর্তী ডাঁড়ে হল্ট স্টেশনে আইবিএস-এর ব্যবস্থা করার" পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক কাজ। (iii) "টিকানি এবং ধৌনী স্টেশনের মধ্যবর্তী সনখা হল্ট স্টেশনে আইবিএস-এর ব্যবস্থা করার" পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য :** ১৯,১৫,৩১০.৫১ টাকা। **বায়না অর্থ :** ৩৮,৩০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য :** শূন্য। **ই-টেন্ডার দাখিলের তারিখ ও সময় :** ০৬.০২.২০২৫ তারিখ থেকে ২০.০২.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিট পর্যন্ত। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিস বোর্ড :** ওয়েবসাইট – www.ireps.gov.in এবং নোটিস বোর্ড - সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন-এর কার্যালয়। টেন্ডারদাতাগণকে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথি পড়ে দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। হাতে হাতে দাখিল করা কোনো প্রস্তাব কোনো অবস্থাতেই গৃহীত হবে না।

MLD-210/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

'এমবি-টু' আনারস দিশা দেখাচ্ছে বিধাননগরকে

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৩১ জানুয়ারি : ভবিষ্যৎ-বিধাননগরকে পথ দেখাবে মোহিতনগর। স্বাদে-গন্ধে শিলিগুড়ি পার্শ্ববর্তী বিধাননগরের আনারসের পরিচিতি দেশজুড়েই রয়েছে। তবে এই চাষে এবার নতুন দিগন্ত আসতে চলেছে। 'এমবি-টু'। নতুন এই প্রজাতির আনারসের পরীক্ষামূলক চাষ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে জলপাইগুড়ির মোহিতনগরের হর্টিকালচারের রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফার্মে। সেখানে চাষ সফল হলে এমবি-টু'র হাত ধরেই বিধাননগরের আনারস চাষের ভবিষ্যৎ পালটে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

বিধাননগরের আনারস বাগান। -সংবাদচিত্র

মূলত দুই ধরনের আনারসের চাষ হয়ে থাকে। একটি হল কিং জাত, অপরটি কুইন। কিং জাতের আনারস আকারে অনেকটা বড় এবং সুগন্ধি। অনেকদিন সংরক্ষণ করা যায় এগুলি। অপরদিকে, কুইন জাতের আনারস আকারে ছোট। তবে স্বাদে বেশি মিষ্টি। আকারে বড় এবং দীর্ঘমেয়াদি হওয়ার দরুন কিং আনারসের গ্রহণযোগ্যতা বেশি। তবে এবার নতুন এক প্রজাতি এমবি-টু'কে নিয়ে পরীক্ষামূলক চাষ শুরু করেছে হর্টিকালচার বিভাগ।

কী এই এমবি-টু? সহজ ভাষায় বলতে গেলে কিং এবং কুইন এই দুই জাতের ভালো গুণগুলির সংমিশ্রণ এই প্রজাতি। আকার কিং আনারসের মতো হলেও স্বাদে ওই দুই প্রজাতির তুলনায় অনেকটাই বেশি মিষ্টি। এছাড়া আরও এক দিক দিয়ে এমবি-টু এগিয়ে। অনেকদিন টাটকা থাকে। মোহিতনগরের সংশ্লিষ্ট ফার্ম সূত্রে জানানো হয়েছে, এমবি-টু চাষ সুবিধাজনকও বটে। গাছে কাঁটা থাকে না। তাই আগাছা পরিষ্কারের চিন্তা, কষ্ট অনেকটাই কমে যাবে। হাত দিয়েই আগাছা পরিষ্কার করা যাবে, আগাছানাশকের দরকার পড়বে না। এছাড়া এমবি-টু'র চাষের পদ্ধতি কিং-কুইনের মতোই।

দু'মাস ধরে এমবি-টু'র পরীক্ষামূলক চাষ চলছে মোহিতনগরে। টিসু কালচার পদ্ধতিতে এই আনারসের চাষ হচ্ছে। ইজরায়েলে প্রথম শুরু হয়েছিল এমবি-টু'র চাষ। বর্তমানে ভারতের বিহারেও এই প্রজাতির আনারস ফলানো হচ্ছে। নদিয়ার আয়েশপুরে এমবি-টু'র উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে চারাগাছ তৈরি করে জলপাইগুড়ির মোহিতনগরে আনা হয়েছে। পরীক্ষামূলক চাষের সবে দু'মাস চলছে। মূলত ১২ থেকে ১৮ মাস লাগে ফলন আসতে। তাই এমবি-টু কতটা সাফল্য পেল, তা মোটামুটি এক থেকে দেড় বছর পরই জানা যাবে।

চাষ সফল হলে তা বিধাননগরের আনারস চাষকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যেতে পারে বলে মনে করছেন শিলিগুড়ি সাব-ডিভিশনের হর্টিকালচার বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ডঃ শুভ্রমাল্য দত্ত। তিনি বলেন, 'এই প্রজাতির আনারসের অনেক গুণ আছে। যেমন খেতে মিষ্টি, আকারে বড়, দীর্ঘ সংরক্ষণযোগ্য। আমরা সফল হলে এই আনারস চাষ করে চাষিরা যে অনায়াসে লাভবান

স্বীকৃতির দাবি

ফালাকাটা, ৩১ জানুয়ারি : উত্তরবঙ্গজুড়ে বহু অর্গানাইজিং স্কুলে কামতাপুরি ভাষায় পঠনপাঠন চলছে। ফালাকাটার বিভিন্ন এলাকায় থাকা তেমন প্রাথমিক স্কুলগুলিকে সরকারি স্বীকৃতির দাবি জানানো হল। শুক্রবার সেই দাবিতে ফালাকাটার বিডিওর কাছে দাবিপত্র জমা দিলেন অর্গানাইজিং স্কুলের শিক্ষকরা। এদিন ময়রাডাঙ্গা, শালকুমার এবং ধনীরামপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার স্কুলগুলির শিক্ষকরা দাবিপত্র জমা দেন। একটি স্কুলের শিক্ষক মানিকচাঁদ কার্জির কথা, 'ফালাকাটা ব্লকে ১৫টি অর্গানাইজিং স্কুল আছে। সরকারি স্বীকৃতি পেলে নতুন উদ্যোগে আমরা কামতাপুরি ভাষার জন্য কাজ করতে পারব।'

e-Tender Notice // Dt. 01.02.2025
Siliguri College
e-Tender is invited for Desktop and Laptop, Health Insurance, Equipment
1. Tender Reference No.- NIT/04/SLGC / 24-25
Tender ID- 2025_DHE_809682_1
2. Tender Reference No.- NIT/05/SLGC/24-25
Tender ID- 2025_DHE_809697_1
3. Tender Reference No.- NIT/06/SLGC/24-25
Tender ID- 2025_DHE_809711_1
For details visit- www.wbetenders.gov.in

Sd/-
Principal
Siliguri College

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮২৪৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮২৮৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৮৭৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৩৬৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৩৭৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাচ্ছে যে কালিয়াচক-৩ নং ব্লকের অন্তর্গত আনন্দ ধারার আওতায় গ্রামীণ ব্যবসায় উদ্যোগীদের সহায়ক প্রকল্পে (SVEP) উদ্যোগের মনোনয়নের জন্য সি.আর.পি-ইপি সংঘ ভিত্তিক চিহ্নতকরণ করা হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ - ১০/০২/২০২৫

যোগাযোগ- এন.আর.এল.এম সেকশন, কালিয়াচক-৩ নং উন্নয়ন ব্লক, মালদা।
Sd/-
Block Development Officer
Kaliachak-III Dev. Block, Malda

নিউ চাংরাবান্ধায় পদাতিক এক্সপ্রেসের স্টপেজ

পরবর্তী পরামর্শ না দেওয়া পর্যন্ত পরীক্ষামূলকভাবে ১২৩৭৭/১২৩৭৮ শিয়ালদহ-নিউ আলিপুরদুয়ার-শিয়ালদহ পদাতিক এক্সপ্রেসকে নিউ চাংরাবান্ধা (এনসিবিডি)তে স্টপেজের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিস্তারিত নিম্নরূপ:

ট্রেন নং. ১২৩৭৭ শিয়ালদহ - নিউ আলিপুরদুয়ার পদাতিক এক্সপ্রেস ০১-০২-২০২৫ থেকে যাত্রা শুরু এবং ০২-০২-২০২৫ থেকে কার্যকর

ট্রেন নং. ১২৩৭৮ নিউ আলিপুরদুয়ার-শিয়ালদহ পদাতিক এক্সপ্রেস ০২-০২-২০২৫ থেকে যাত্রা শুরু এবং কার্যকর

আগমন	প্রস্থান	স্টেশন	আগমন	প্রস্থান
—	২৩:২০	শিয়ালদহ	০৬:৪৫	—
১০:৩৫	১০:৩৭	নিউ চাংরাবান্ধা	১৯:০০	১৯:০২
১২:২৫	—	নিউ আলিপুরদুয়ার	—	১৭:৪০

জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশনস), মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ছেলের দুটি কিডনি বিকল, সাহায্যের আর্জি মায়ের

জামালদহ, ৩১ জানুয়ারি : মা-ছেলের পরিবার। সংসার চালাতে বছর পাঁচেক আগে ভিনরাজ্যে পাড়ি জমান মেখলিগঞ্জের উছলপুকুরি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ১৬৫ উছলপুকুরি গোপাল ঠাকুর এলাকার সঞ্জয় বর্মন। উনত্রিশ বছর বয়সি সঞ্জয় চার মাস আগে অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসা করাতে গিয়ে জানতে পারেন, তাঁর দুটি কিডনিই বিকল। ডাক্তার জানিয়েছেন, কিডনি প্রতিস্থাপন করলে প্রাণে বাঁচানো যাবে। প্রয়োজন প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা। এত টাকা কোথায় পাবেন ভেবে পাচ্ছেন না সঞ্জয়ের মা সরোবালা বর্মন। একমাত্র ছেলেকে বাঁচাতে অর্থের জন্য দুয়ারে ঘুরছেন তিনি।

সরোবালা কাঁদতে কাঁদতে বলেন, 'আমাদের যেটুকু জমিজমা ছিল তা বিক্রি করে ছেলের চিকিৎসা করিয়েছি। এখন সব টাকা শেষ। প্রশাসন যদি সাহায্য করে তবে আমার ছেলেটা প্রাণে বেঁচে যায়।'

প্রশাসন এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা এখনও পর্যন্ত সাড়া দেননি। এখন বাড়িতেই ডায়ালিসিস চলছে সঞ্জয়ের। বিপুল চিকিৎসা খরচ চালানো প্রায় অসম্ভব সঞ্জয়ের মায়ের পক্ষে। সরোবালা জানালেন, পাঁচ বছর আগে স্বামী মারা যান। তিনি অন্যের জমিতে কাজ করে কোনওরকমে দিন চালান। এমন অবস্থায় কেউ এগিয়ে এসে তাঁর ছেলের চিকিৎসা খরচের ব্যবস্থা করুক।

সঞ্জয় বর্মনের সঙ্গে তাঁর মা সরোবালা। মেখলিগঞ্জে। -ফাইল চিত্র

> আমাদের যেটুকু জমিজমা ছিল তা বিক্রি করে ছেলের চিকিৎসা করিয়েছি। এখন সব টাকা শেষ। প্রশাসন যদি সাহায্য করে তবে আমার ছেলেটা প্রাণে বেঁচে যায়।
>
> **সরোবালা বর্মন**

Alipur-I Gram Panchayat
Kaliackah, Malda
Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited by the undersigned for the development work in of Alipur-I Gram Panchayat. For more details please visit www.wbtenders.gov.in
Ref TENDER ID-2024_ZPHD_809236_1 to 4 & TENDER ID-2024_ZPHD_809258_1 to 3 eNIT Published Date & Bid Submission Start Date - 31-01-2025, Bid Submission End Date - 11-02-2025, Technical Bid Opening Date - 13-02-2025

Sd/-
Prodhan
Alipur-I Gram Panchayat

Abridge Copy of e-Tender being invited by the Executive Engineer, WBSRDA, Alipurduar Division vide *eNIT No- 13/APD/WBSRDA/ERW/2024-25*. Details may be seen in the state govt. portal https://wbtenders.gov.in, www.wbprd.nic.in & office notice board.

Sd/-,
EXECUTIVE ENGINEER/WBSRDA/
ALIPURDUAR
DIVISION.

আজ টিভিতে

গৃহপ্রবেশ রাত ৮.৩০ **স্টার জলসা**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ গয়নার বাক্স, ১০.০০ ইন্দ্রজিৎ, দুপুর ১.০০ শিবা, বিকেল ৪.০০ নায়ক-দ্য রিয়াল হিরো, সন্ধে ৭.৩০ বন্ধু, রাত ১০.৩০ ভাইজান এলো রে, ১.০০ প্রলয়
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ রক্তবন্ধন, বিকেল ৪.০৫ গোলমাল, সন্ধে ৭.০০ গুরু, রাত ৯.০০ পারব না আমি ছাড়তে তোকে
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ সাথীহারা, দুপুর ২.৩০ মানুষ কেন বেইমান, বিকেল ৫.০০ সৎ মা, রাত ৯.৩০ মহাজন, ১২.০০ হারানো প্রাপ্তি
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বিদ্রোহ, রাত ৯.৩০ ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ধন্যি মেয়ে
সোনি ম্যাক্স : দুপুর ১২.৩০ বাদশা পহেলওয়ান, দুপুর ২.৪৫ এক কা দম এক, বিকেল ৫.১৫ দ্য রিয়াল লিডার ব্রহ্মা, রাত ৮.০০ গুন্ডা মাওয়ালি, ১০.৩০ ফিরঙ্গি
সোনি পিক্স : বেলা ১১.৫৫ ক্ল্যাশ অফ দ্য টাইটানস, বিকেল ৩.১২ দ্য আনহোলি, ৪.৫৪ এজ অফ টুমোরো, সন্ধে ৬.৫০ ঘোস্টবাস্টার্স-আফটারলাইফ, রাত ৮.৫৯ দ্য উওম্যান কিং, ১১.২৬ দ্য ফাউন্ডার

ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে
রাত ৯.৩০ **কালার্স বাংলা**

ফুলকি সন্ধে ৭.৩০ **জি বাংলা**

গুরু সন্ধে ৭.০০
জলসা মুভিজ

তেল ছাড়া **দই সর্ষে ভেটকি** এবং **ভেজিটেবল বিস্কুট** তৈরি শেখাবেন অণিমা দাস মজুমদার।
রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ
সন্ধে ৬.০০
সান বাংলা

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। অফিসে সহকর্মীদের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। **বৃষ :** বাবার পরামর্শে ব্যবসায় সমস্যা কাটিয়ে উঠবেন। পিঠ ও কোমরের ব্যথায় দুর্ভোগ বাড়বে। **মিথুন :** সম্পত্তি নিয়ে আইনি ঝামেলা মিটতে পারে। বন্ধুদের সঙ্গে ভ্রমণের পরিকল্পনা। **কর্কট :** কাছের মানুষকে কিছু বলে ফেলে সমস্যায়। প্রেমের সঙ্গীকে সময় না দিলে ভুল বোঝাবুঝি হওয়ার সম্ভাবনা। **সিংহ :** নতুন কোনও চাকরিতে যোগ দিতে পারেন। দীর্ঘদিনের কোনও ইচ্ছে পূরণ হবে। **কন্যা :** স্ত্রীর সঙ্গে সামান্য কথা নিয়ে অশান্তি। বাড়ি সারানোর কাজে নেমে পড়শির সঙ্গে ঝামেলা। **তুলা :** সামান্যেই সন্তুষ্ট থাকুন। বাবার শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা কেটে যাবে। প্রেমে শুভ। **বৃশ্চিক :** আজ নতুন কোনও ব্যবসার পরিকল্পনা। পথে চলতে সতর্ক থাকুন। **ধনু :** ব্যবসাক্ষেত্রে নতুন কোনও কর্মচারী আজ নিয়োগ করবেন না। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা। **মকর :** নিজের ভুলেই অনৈতিক কোনও কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা। বাবার সঙ্গে মতবিরোধ। **কুম্ভ :** কোনও অনুষ্ঠানে গিয়ে আনন্দ। বাড়িতে আত্মীয়স্বজনের আগমন। **মীন :** একাধিক উপায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জনের সম্ভাবনা। আজ কথা কম বলার চেষ্টা করুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৮ মাঘ, ১৪৩১, ভাঃ ১২ মাঘ, ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫, ১৮ মাঘ, সংবৎ ৩ মাঘ সুদি, ২ শাবান। সূঃ উঃ ৬।২২, অঃ ৫।২০। শনিবার, তৃতীয়া দিবা ২।১৯। শতভিষানক্ষত্র প্রাতঃ ৬।৫৯ পরে পূর্বভাদ্রপদনক্ষত্র শেষরাত্রি ৫।৪০। পরিঘযোগ দিবা ৩।২৫। গরকরণ দিবা ২।১৯ গতে বণিজকরণ রাত্রি ১।১৭ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, প্রাতঃ ৬।৫৯ গতে নরগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, রাত্রি ১১।৫৯ গতে মীনরাশি বিপ্রবর্ণ, শেষরাত্রি ৫।৪০ গতে অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- একপাদদোষ, প্রাতঃ ৬।৫৯ গতে শেষরাত্রি ৫।৪০ মধ্যে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- অগ্নিকোণে দিবা ২।১৯ গতে নৈর্ঋতে। কালবেলাদি ৭।৪৫ মধ্যে ও ১।১৩ গতে ২।৩৬ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ৭। ৪৫ গতে যাত্রা মধ্যম পূর্বে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ১০।১৯ গতে অগ্নিকোণে ঈশানেও নিষেধ, দিবা ১।১৩ গতে পুনঃ যাত্রা নাই, রাত্রি ১১। ৫৯ গতে পুনঃ যাত্রা মধ্যম মাত্র পূর্বে ও দক্ষিণে নিষেধ, শেষরাত্রি ৪।৪৫ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন এবং চতুর্থীর সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৯।৫৬ গতে ১২। ৫৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৪ গতে ১০।৩৪ মধ্যে ও ১২।১৫ গতে ১। ৫৬ মধ্যে ও ২।৪৬ গতে ৪।২৬ মধ্যে।

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

শিলিগুড়িতে পিএফের ১১৪ কোটি দাবিদারহীন

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৩১ জানুয়ারি : শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার উচ্চপ্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরের স্কুলগুলির প্রভিডেন্ট ফান্ড (পিএফ)-এর হিসেবে খাতায় জমে রয়েছে দাবিদারহীন প্রায় ১১৪ কোটি টাকা। বছর দুয়েক আগে হাতে-কলমের বদলে পিএফ লেনদেনের অনলাইন প্রক্রিয়া চালু হয়েছে। তাই সম্প্রতি জেলার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের পিএফের মোট পরিমাণ যাচাইয়ের কাজ শুরু করেছে শিক্ষা দপ্তর। তাতেই বিপুল পরিমাণ দাবিদারহীন টাকার হদিস মিলেছে। বিষয়টি নিয়ে জেলা শিক্ষা দপ্তরের কর্তারা ইতিমধ্যেই রাজ্যের অর্থ দপ্তরে একটি রিপোর্ট পাঠিয়েছেন। ওই বিপুল পরিমাণ অর্থের কী হবে সেটাই এখন বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শিক্ষা দপ্তর সূত্রের খবর, রাজ্যে ২০১৪ সাল থেকে শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের বেতন অনলাইনে হচ্ছে। তবে শুরু থেকেই পিএফের টাকা লেনদেন হচ্ছে হাতে-কলমে। প্রতিটি ট্রেজারিতে নির্দিষ্ট স্কুলের একটি করে পিএফের খাতা আছে। সেই খাতাতেই নথিভুক্ত হয় পিএফ সংক্রান্ত যাবতীয় হিসেবনিকেশ। অনলাইন লেনদেন চালুর আগে স্কুলের অ্যাকাউন্টেই জমা হত সংশ্লিষ্ট স্কুলের সমস্ত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের পিএফের টাকা। ওই প্রক্রিয়ায়

হইচই স্কুল শিক্ষা দপ্তরে

অনলাইন প্রক্রিয়া চালু না হলে বিপুল পরিমাণ টাকা কোনওদিনও উদ্ধার করা যেত না। আপাতত ওই টাকা সরকারি কোষাগারে থাকবে। পরবর্তীতে অর্থ দপ্তরের নির্দেশ মেনে পদক্ষেপ হবে।

-অরিন্দম রায়
সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক

নানা ত্রুটি সামনে আসায় ২০২২ সাল থেকে শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীরা অনলাইনে নিজেদের অ্যাকাউন্টে পিএফের টাকা লেনদেনের সুবিধা পান। তারপরই কোন স্কুলের খাতায় কত টাকা জমে রয়েছে তা সঠিকভাবে চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয়।

শিক্ষা দপ্তরের হিসেব বলছে, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক এবং উচ্চপ্রাথমিক, তিন স্তরে শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলায় ১১২টি স্কুল আছে। সেই স্কুলগুলির হিসেবের খাতায় মোট ২৮২ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা জমে রয়েছে। বর্তমানে স্কুলগুলিতে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের সংখ্যা ৩৭৩০। তাঁদের সকলের পিএফের জমা অর্থের পরিমাণ ১৬৮ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। বাকি ১১৩ কোটি ৯০ লক্ষ ৭২ হাজার ২ টাকার কোনও দাবিদার মেলেনি। ওই অর্থ কোন স্কুলের কোন শিক্ষক বা শিক্ষাকর্মীর তা চিহ্নিত করার চেষ্টা করছে শিক্ষা দপ্তর। যদিও সেটা বাস্তবে কতটা সম্ভব তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন শিক্ষা আধিকারিকরাই।

পিএফের দায়িত্বে থাকা শিক্ষা জেলার সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক অরিন্দম রায়ের কথায়, 'অনলাইন প্রক্রিয়া চালু না হলে বিপুল পরিমাণ টাকা কোনওদিনও উদ্ধার করা যেত না। আপাতত ওই টাকা সরকারি কোষাগারে থাকবে। পরবর্তীতে অর্থ দপ্তরের নির্দেশ মেনে পদক্ষেপ হবে।' রাজ্যে শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলাই প্রথম সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলির পিএফের হিসেব তৈরি করল বলে জানিয়েছেন তিনি। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক রাজীব প্রামাণিকের বক্তব্য, 'শিক্ষা জেলায় একশো বছর পুরোনো স্কুলও রয়েছে। পিএফ বাবদ অর্থ জমা দিলেও নানা কারণে বহু শিক্ষক বা শিক্ষাকর্মী টাকা দাবি করেননি। সুদে-আসলে সেই অর্থ বেড়েই চলেছে।'

উত্তরের শিকড়

প্ল্যান্টার্স ক্লাবে জড়িয়ে ইংরেজদের স্মৃতি

উত্তরবঙ্গে ইংরেজ শাসনের স্মৃতি হয়ে আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে শতবর্ষ পেরোনো নাগরাকাটা প্ল্যান্টার্স ক্লাব। পুরোনো আমলের কিছু তথ্য ও বিশেষজ্ঞদের মতে ১৯০৫ থেকে ১৯১০-এর মধ্যে ক্লাবটি পথ চলা শুরু করে। ৩০-এর দশকে গ্রাসমোড় চা বাগানের তৎকালীন ম্যানেজার গ্র্যাফটন টুলি ও নাগরাকাটা চা বাগানের ম্যানেজার মাইক ক্রাউলির হাত ধরে এই ক্লাবের গরিমা এক অন্য উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছিল বলে জানা যায়।

পরে '৪৭-এ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ষাটের দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ভগতপুর চা বাগানের ম্যানেজার এএইচএল জিঞ্জার কিংবা জিতি চা বাগানের ম্যানেজার মাইকেল ক্র্যাকদের হাত ধরে এই ক্লাবের কর্তৃত্বে ছিল ব্রিটিশ-স্কটিশরাই। বর্তমানে এই ক্লাবের নাম নাগরাকাটা প্ল্যান্টার্স ক্লাব হলেও লোকমুখে ক্লাবটি ইউরোপিয়ান ক্লাব নামেই পরিচিত। আজও চা শিল্পের ইতিহাস বহন করে চলেছে প্ল্যান্টার্স ক্লাব।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশ নিয়ে ডুয়ার্সের চা বাগানের ওআর ইলবেরি, জেএস এসফোর্থ, এ ইয়ং, এ মিচেল-এর মতো যে ২০ জন ইংরেজ সাহেব মারা গিয়েছিলেন তাঁদের স্মৃতিতে প্ল্যান্টার্স ক্লাবের সামনে দুটি স্মৃতিসৌধ রয়েছে। শোনা যায় একটা সময় এই ক্লাবে ইউরোপিয়ান ছাড়া আর কেউ প্রবেশ করতে পারতেন না। আজও ক্লাবে থাকা গ্রন্থাগারে রয়েছে ব্রিটিশ ও ইউরোপিয়ান কবি, সাহিত্যিকদের লেখা নানান কাব্য সাহিত্য। বর্তমানে সেগুলি ব্যবহার না হওয়ায়, ধুলোয় ঢেকে গিয়েছে। তাছাড়া বিলিয়ার্ড বোর্ড কিংবা বড় পর্দা টাঙানো নাচগানের মঞ্চেও ধুলোর পুরু আস্তরণ পড়ে গিয়েছে।

তবে আজও পুরোনো প্রথা অনুযায়ী ক্লাবে থাকা ঘণ্টা বাজিয়ে সমস্ত ধরনের অনুষ্ঠানের শুরু ও সমাপ্তি করা হয়। এই ঘণ্টাটি ইংল্যান্ডের গ্লাসগো শহরে ১৯১০ সালে তৈরি করা হয়েছিল। ক্লাবে আনা হয়েছিল ১৯২০ সালে।

পর্যটকের মৃত্যু

শিলিগুড়ি, ৩১ জানুয়ারি : পাহাড়ে বেড়াতে এসে ফের এক পর্যটকের মৃত্যু। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বাসিন্দা ওই পর্যটকের নাম অমিয়নাথ ঘোষ (৫৫)। বৃহস্পতিবার রাতে হোটেলে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে দার্জিলিং জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

বুধবার তিনটি পরিবারের ৯ সদস্যের একটি দল পাহাড়ে বেড়াতে আসে। ওইদিন কালিম্পং থেকে পর্যটকদের দলটি বৃহস্পতিবার পৌঁছায় দার্জিলিংয়ে। মৃতের আত্মীয় রুপম বলেন, 'কয়েক বছর আগে অমিয়নাথের ওপেন হার্ট সার্জারি হয়েছিল। হৃদযন্ত্রে সমস্যা ছিল।' সেখানে যাই। গিয়ে দেখি অমিয়নাথ গুরুতর অসুস্থ। তাঁকে দার্জিলিং জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত ঘোষণা করা হয়।'

জিটিএ'র স্বাস্থ্য বিভাগের সদস্য রাজেশ চৌহান ঘটনার খবর পেয়ে শুক্রবার সকালে হাসপাতালে যান। তিনি মৃতকে কলকাতায় ফেরানোর সমস্ত ব্যবস্থা করেন। পরে রাজেশ বলেন, 'প্রাথমিকভাবে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন সম্ভবত হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। এদিন মরদেহ ময়নাতদন্ত করা হয়েছে।' মৃতের আত্মীয় রুপম বলেন, 'কয়েক বছর আগে অমিয়নাথের ওপেন হার্ট সার্জারি হয়েছিল। হৃদযন্ত্রে সমস্যা ছিল।'

যোগব্যায়াম

কোচবিহারে আয়ুষমেলায় ভাস্কর সেহানবিশের তোলা ছবি। শুক্রবার।

পদত্যাগ করেই কাঁদলেন স্বপন

মালবাজার, ৩১ জানুয়ারি : অবশেষে জল্পনার অবসান। ১৪ জন কাউন্সিলারের সামনে শুক্রবার পদত্যাগ করলেন মাল পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন সাহা। বোর্ড অফ কাউন্সিলার্সের বৈঠকে নিজের পদত্যাগপত্র জমা করে বাইরে বেরিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন স্বপন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দিলাম, নতুন চেয়ারম্যানকে শুভেচ্ছা জানালাম।' পদত্যাগপত্রের একটি অনুলিপি দেওয়া হয়েছে পুরসভার নিবাহী আধিকারিককে। ৭ ফেব্রুয়ারি বোর্ড অফ কাউন্সিলার্সের বৈঠক ডেকে নতুন চেয়ারম্যানকে দায়িত্বভার দেওয়া হবে।

বৃহস্পতিবার সারাদিন মাল শহরে আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল স্বপন সাহার পদত্যাগ। মাল পুরসভায় বোর্ড মিটিং শুরু হয় সওয়া ১টা নাগাদ। মিটিংয়ে পুরসভার ১৫ জন কাউন্সিলারের সকলেই হাজির ছিলেন। মিনিট পনেরোর মধ্যেই পদত্যাগপত্র দিয়ে বেরিয়ে আসেন স্বপন। বাইরে এসেই গাড়িতে চড়ে পুরসভা ছেড়ে বেরিয়ে যান।

গত ২৭ জানুয়ারি স্বপন নিজেই তাঁর পদত্যাগের বিষয়ে বোর্ড মিটিং ডেকেছিলেন। যদিও তার আগেই দলীয়ভাবে উৎপল ভাদুড়ির নাম পরবর্তী চেয়ারম্যান হিসেবে ঘোষণা করেছে তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্ব। দল ভাইস চেয়ারম্যান উৎপলকে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দিলেও সেই বিষয়টি মানতে চাইছিলেন না স্বপন। আফগান নাগরিকদের অবৈধ শংসাপত্র দেওয়ায় মাল পুরসভার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। বিষয়টি এখনও সিবিআইয়ের নজরে আছে। এসমস্ত অভিযোগের পাশাপাশি আইনজীবী সুমন শিকদারের দায়ের করা মামলায় আরও কোণঠাসা হয়ে

পদত্যাগ করে বেরিয়ে আসছেন স্বপন সাহা। - সংবাদচিত্র

চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দিলাম, নতুন চেয়ারম্যানকে শুভেচ্ছা জানালাম।

-স্বপন সাহা
প্রাক্তন চেয়ারম্যান, মাল পুরসভা

পড়েন স্বপন। সরকারি কাজ করে বিল না মেটানোর অভিযোগ ওঠে স্বপনের বিরুদ্ধে। সেই মামলা গড়ায় কলকাতা হাইকোর্টে। হাউজিং ফর অল প্রকল্পের বরাদ্দে গরমিল ও দুর্নীতি নিয়ে মামলা হয় হাইকোর্টে। এ সমস্ত অভিযোগ ভালোভাবে নেয়নি তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব।

নানা টালবাহানার পর শেষপর্যন্ত পদত্যাগ করেন স্বপন। তৃণমূল কাউন্সিলারদের পাশাপাশি বিজেপির এক কাউন্সিলারের সামনেই নিজের পদত্যাগপত্র তুলে দেন পুরসভার কার্যনিবাহী আধিকারিক চন্দ্রশেখর দাসের হাতে। কার্যনিবাহী আধিকারিক বলেন, 'পদত্যাগপত্র পেয়েছি, পরবর্তী প্রক্রিয়া শীঘ্রই সম্পন্ন হবে।' পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি বলেন, 'চেয়ারম্যান স্বপন সাহার পদত্যাগ নিয়ে কোনও মন্তব্য করব না। আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি বোর্ড মিটিং ডাকা হয়েছে। সেখানে নতুন চেয়ারম্যানের পদগ্রহণ সংক্রান্ত প্রক্রিয়াগুলি করা হবে। পরবর্তীতে পুরসভার নাগরিক পরিষেবা সুষ্ঠুভাবে দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য।' পুরসভার শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির নেতা নারায়ণ দাস বলেন, 'স্বপন সাহার পদত্যাগ বোর্ড অফ কাউন্সিলার্স গ্রহণ করেছে, পরবর্তীতে আনুষ্ঠানিকভাবে উৎপল ভাদুড়ির হাতে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হবে।'

পদত্যাগ নিয়ে সিপিএমের এরিয়া কমিটির সম্পাদক রাজা দত্ত বলেন, 'শুভবুদ্ধির উদয় হলেও সেটা দেরিতে হয়েছে। এই পদত্যাগ চার মাস আগে হলে পুরসভার নাগরিক পরিষেবা ব্যাহত হত না।' বিজেপির টাউন মণ্ডল সভাপতি নবীন সাহা বলেন, 'স্বপন সাহার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই। চেয়ারম্যানের কেরিয়ারের শেষ সময়ে কথা রাখলেন তিনি। আমাদের বিশ্বাস দুর্নীতির মামলায় রেহাই পাবেন না প্রাক্তন চেয়ারম্যান।'

আরবি শেখানোর নামে জেহাদি পাঠ

লাল সতর্কতা জারি এসটিএফের

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ৩১ জানুয়ারি : মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ার বারুইপাড়া মোড়ের কাছে খারিজি মাদ্রাসায় জঙ্গিযোগ প্রমাণ হতেই উদ্বেগ ছড়িয়েছে মুর্শিদাবাদ ও গৌড়বঙ্গের তিন জেলা প্রশাসনে। কারণ একটাই, এই চার জেলার সীমান্ত লাগোয়া একাধিক প্রত্যন্ত গ্রামে ওই ধরনের মাদ্রাসা গজিয়ে উঠেছে। ওইসব মাদ্রাসা থেকে জেহাদি তৈরির সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছে না তদন্তকারী সংস্থাগুলি। জানা গিয়েছে, আরবি পড়ানোর নামে এলাকার শিশুদের ওইসব খারিজি মাদ্রাসায় নিয়ে আসা হচ্ছে।

তদন্তকারীদের সূত্রে খবর, মাদ্রাসা বলতে এক কিংবা দুই কামরা বিশিষ্ট ঘর। অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। সেখানে পড়াচ্ছেন গ্রামের কিছু শিক্ষক। তাঁরা কি আদৌ কোনও শিক্ষা দিচ্ছেন, নাকি মগজধোলাই করছেন? সেই প্রশ্ন হরিহরপাড়া কাণ্ডের পর উঠতে শুরু করেছে। এতদিন বিষয়টি নিয়ে প্রশাসন গুরুত্ব না দিলেও, এবার নজরদারিতে জোর দেওয়া হচ্ছে বলে সূত্রের খবর। উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার, করণদিঘি ও গোয়ালপোখর ব্লক থেকে বছর সাতেক আগে একাধিক জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করে এসটিএফ ও অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াড। জেলা প্রশাসনের তথ্য বলছে, সরকার পোষিত বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত মাদ্রাসা ২৩টি। ইংরেজিমাধ্যমের একটি মাদ্রাসা রয়েছে। প্রতি বছর এইসব মাদ্রাসা থেকে পড়ুয়ারা পাশ করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে জেলার নাম উজ্জ্বল করেছেন। এখনও করছেন।

জেলা সংখ্যালঘু বিষয়ক দপ্তরের এক আধিকারিকের বক্তব্য, 'ওই খারিজি মাদ্রাসাগুলিতে কী হচ্ছে, তার দায়ভার মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের নেই। কে, কোথায়, কীভাবে ১৫-২০টা ছেলে নিয়ে বসে পড়ছে, সেটার নজরদারিও সম্ভব নয়। খারিজি মাদ্রাসায় তো কোনও পড়াশোনা হয় না। আজ পর্যন্ত কোনও ছাত্র খারিজি মাদ্রাসায় পড়াশোনা করে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে জানা যায়নি।'

উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি গোলাম রসুল বলেন, 'মুর্শিদাবাদ জেলার সঙ্গে এই জেলাকে গুলিয়ে ফেললে হবে না। সরকার পোষিত এবং সরকার অনুমোদিত বড় বেশ কিছু মাদ্রাসা জেলায় মুসলিম শিক্ষার অগ্রগতি ঘটাচ্ছে। সেখানে কোথাও দু-একটি খারিজি মাদ্রাসায় কী হল, সেটা নিয়ে এখন জলঘোলা হচ্ছে। এটা ঠিক নয়। সুপরিকল্পিতভাবে মাদ্রাসা শিক্ষার বদনাম করার চেষ্টা চলছে।'

গত ১৭ ডিসেম্বর মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ায় বারুইপাড়া মোড়ের কাছে একটি খারিজি মাদ্রাসায় অভিযান চালায় এসটিএফ। সেখানে আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের জঙ্গি আব্বাস আলিকে গ্রেপ্তার করার পর একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গিয়েছে। মুর্শিদাবাদ ছাড়াও উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা জেলাতেও খারিজি মাদ্রাসাগুলিতে তার যাতায়াতের হদিস মেলে। তারপর থেকেই গোটা উত্তরবঙ্গজুড়ে খারিজি মাদ্রাসা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে।

তদন্তে জানা গিয়েছে, ধৃত জঙ্গি আব্বাস আলি হরিহরপাড়ার ওই ডেরায় ৭ থেকে ১৩ বছর বয়সের নাবালকদের মগজধোলাই করত। জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিকের দাবি, অভিভাবকরা একটু সচেতন হলেই এই খারিজি মাদ্রাসায় পড়ানো আটকানো যাবে।

খেলার মাঠে বিশেষভাবে সক্ষমরা

শিলিগুড়ি, ৩১ জানুয়ারি : বিশেষভাবে সক্ষম বাচ্চারাও সাধারণ বাচ্চাদের সঙ্গে নানা খেলাধুলোয় অংশগ্রহণ করবে। নর্থবেঙ্গল কাউন্সিল ফর দ্য ডিজেবলড-এর উদ্যোগে আয়োজিত হতে চলেছে ইনক্লুসিভ স্পোর্টস কার্নিভাল। আগামী ২ ফেব্রুয়ারি শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে আয়োজিত হতে চলেছে এই বার্ষিক স্পোর্টস মিট মুসকান। শুক্রবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করেন সংস্থার যুগ্ম সম্পাদক বিমানজ্যোতি রায়, সহকারী সম্পাদক অশোক বিশ্বাস, সহ সভাপতি বিনয় গুরুংরা।

বিমানজ্যোতি বলেন, 'এবছর প্রায় ৪০০ জন অংশগ্রহণ করতে চলেছে।' উত্তরবঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলার স্কুল থেকে বাচ্চারা অংশগ্রহণ করবে এই কার্নিভালে।

সদ্য প্রকাশিত
আন্তর্জাতিক কলকাতা পুস্তক মেলা ২০২৫ গেট নং 2 স্টল নং E 71

- রবীন্দ্রনাথ পল্লীপ্রকৃতি ও সমাজ ভাবনা ₹ ৯০
- আমার প্রিয় কালজয়ী বইগুলি (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) ₹ ২৯০, ₹ ৩০০
- কবিতা ও অণুকবিতা ₹ ৮০
- স্বনির্বাচিত কবিতাগুচ্ছ ও Bilingual Poems — ড. পরেশচন্দ্র দাস ₹ ২৫০
- নোবেল-জয়ী আলবার্ট শ্বোয়াইৎজার — পার্থপ্রতীম চক্রবর্তী ₹ ২০০
- স্বপ্নতরণী — চিরশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় ₹ ২৩৫
- কালীঘাটের কালীমন্দির ও পারিপার্শ্বিক ইতিবৃত্ত — পল্লব মিত্র ₹ ২৭০
- প্রাচীন ভারত ফিরে দেখা (দ্বিতীয় খণ্ড) — অমিত ভট্টাচার্য ₹ ৪৫০
- মুঘল হারেমের সুন্দরীদের গোপন কিসসা — রাজীব শ্রাবণ ₹ ২৩৫
- গিরিধারী মৃত্যু রহস্য — জয়ন্ত দে ₹ ২৩০
- নায়িকাসুলভ — শীর্ষেন্দু মুখার্জি ₹ ২২০
- বিন্দু — দোলনচাঁপা দাশগুপ্ত ₹ ১৯০
- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেরা দশটি গল্প — সম্পাদনায় ঋতুপর্ণা পাত্র ₹ ২৫০
- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেরা দশটি গল্প — সম্পাদনায় ঋতুপর্ণা পাত্র ₹ ২৩০
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটোদের একডজন গল্প — সম্পাদনায় ঋতুপর্ণা পাত্র ₹ ২৯০
- হেমেন্দ্র কুমার রায়ের একডজন সেরা ভৌতিক গল্প — সম্পাদনায় ঋতুপর্ণা পাত্র ₹ ২৩৫
- রাজামশাই একটি বালিকা চাইল — শতরূপা সান্যাল ₹ ২৩৫
- অমিত আভার সন্ধানে — অর্চিতা সেনগুপ্ত ₹ ৩৫০
- তুলিতে — মমতাজ সংঘমিতা ₹ ২৩৫

প্রাপ্তিস্থান
কথা ও কাহিনী® প্রকাশনী প্রা. লি.
১৭, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৯
কথা ও কাহিনী-র প্রতিটি স্টলে পাওয়া যাবে
KOKP also buy at Getmybooks (www.getmybooks.com) amazon

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়িনী হলেন থানে-এর এক বাসিন্দা

মহারাষ্ট্র, থানে - এর একজন বাসিন্দা নিতু সঞ্জয় তাপরে - কে 17.10.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 44G 82040 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "এখন আমি গর্ব করে বলতে পারবো, আমি একজন কোটিপতি। এটা আমাকে অপরিসীম আনন্দ প্রদান করেছে এবং আমার পরিবারকে ভালো রাখার জন্য আমাকে আর কারোর ওপর নির্ভর করতে হবে না। আমি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি এবং ডিয়ার লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

মৃত্যু কীভাবে, সংশয়

জয়গাঁ, ৩১ জানুয়ারি : মহাকুম্ভে অগস্ত্যযাত্রা। দাদা যে আর ফিরবে না তা দুঃস্বপ্নেও ভাবেননি বোন নীলম শর্মা। নিজের চোখের জল না শুকোলেও তার মধ্যেই বুঝে উঠতে পারছেন না মাকে সামলাবেন কীভাবে। শুক্রবার সন্ধ্যায় মিঠুনের নিথর দেহ এসে পৌঁছায় তাঁর বাড়িতে।

শুক্রবার সকালে নীলম বলেন, 'দাদার যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না, তবুও গেল। আর কোনওদিন দাদা বলে ডাকতে পারব না।' কথা শেষ করতে পারেন না নীলম। ডুকরে কেঁদে ওঠেন। একমাত্র ছেলে মিঠুনের মৃত্যুসংবাদ শুনে কাঁদতে কাঁদতে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন সীতাদেবী।

বেশ কিছুদিন ধরেই শরীর ভালো যাচ্ছিল না মিঠুনের। এর আগে একবার কুম্ভমেলায় পুণ্যার্থীদের নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। ফিরে আসার পর এবার আর কুম্ভে যাবেন না ঠিক করেছিলেন। কিন্তু যে পর্যটন সংস্থায় তিনি কাজ করতেন তাদের কর্মী কম থাকায় তাঁকে আবার যেতে হয় প্রয়াগরাজে। গত ২৭ জানুয়ারি যখন বাড়ি থেকে বের হন তখন বলে গিয়েছিলেন, ফিরে কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম নেবেন।

জয়গাঁ এনএস রোডে ইটের দেওয়াল ও টিনের চাল দেওয়া বাড়িতে মাকে নিয়ে সংসার ছিল মিঠুনের (৩২)। নিম্নবিত্ত পরিবারে পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে ঘরের মেঝে পাকা করে উঠতে পারেননি তাঁরা। বোন নীলমের বিয়ে হয়েছে বাড়ির সামনেই। মিঠুনের সামান্য রোজগারে দিন চলত না বলে মা বাড়ির সামনে একটি চায়ের দোকান চালান।

পরিবার সূত্রেই জানা গেল, মিঠুন যক্ষ্মায় আক্রান্ত ছিলেন। ডায়াবিটিস ছিল তাঁর। যা রোজগার করতেন তার অর্ধেক টাকা চিকিৎসায় বেরিয়ে যেত। নীলম বলেন, '২৯ জানুয়ারি, যেদিন শাহি স্নান ছিল সেদিন দাদার সঙ্গে খারাপ ঘটনা ঘটে যায়। আমরা সেদিন দাদাকে ফোন করছিলাম বারবার। কিন্তু ফোনটা দাদা তোলেনি। পরদিন বৃহস্পতিবার সকালে দাদার অফিসের এক গাড়িচালক বাড়িতে এসে দাদার মেডিকেল রিপোর্টের ছবি তুলে নিয়ে যান। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানান, দাদা হাসপাতালে ভর্তি। সে সময়েও অনেকবার ফোন করেছিলাম দাদাকে। সন্ধ্যায় প্রয়াগরাজ থেকে দাদার সঙ্গে যাওয়া এক পুণ্যার্থী আমাদের ফোন করে জানান, দাদা মারা গিয়েছেন।' শর্মা পরিবারের দাবি, সেদিন কুম্ভমেলায় স্নানে গিয়ে পদপিষ্ট হয়ে মারা গিয়েছেন অনেকে। তাঁদের মধ্যে মিঠুনও ছিলেন। কিন্তু পরিবারকে সঠিক তথ্য জানানো হচ্ছে না। এদিকে মিঠুনের গাড়ির চালক অজয় শর্মা বৃহস্পতিবার সকালে জানিয়েছেন, ভিড়ের কারণে শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল মিঠুনের। তাঁকে গাড়িতে নিয়ে আসার সময়েই শুরু হয় রক্তবমি। হাসপাতালে চিকিৎসা চলার মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়।

হে মহাসুন্দর শেষ, হে বিদায় অনিমেষ
হে সৌম্য বিষাদ,
ক্ষণেক দাঁড়াও স্থির- মুছায়ে নয়ননীর
করো আশীর্বাদ।
ক্ষণেক দাঁড়াও স্থির, পদতলে নমি শির
তব যাত্রাপথে-
নিষ্কম্প প্রদীপ ধরি নিঃশব্দ আরতি করি
নিস্তব্ধ জগতে।।

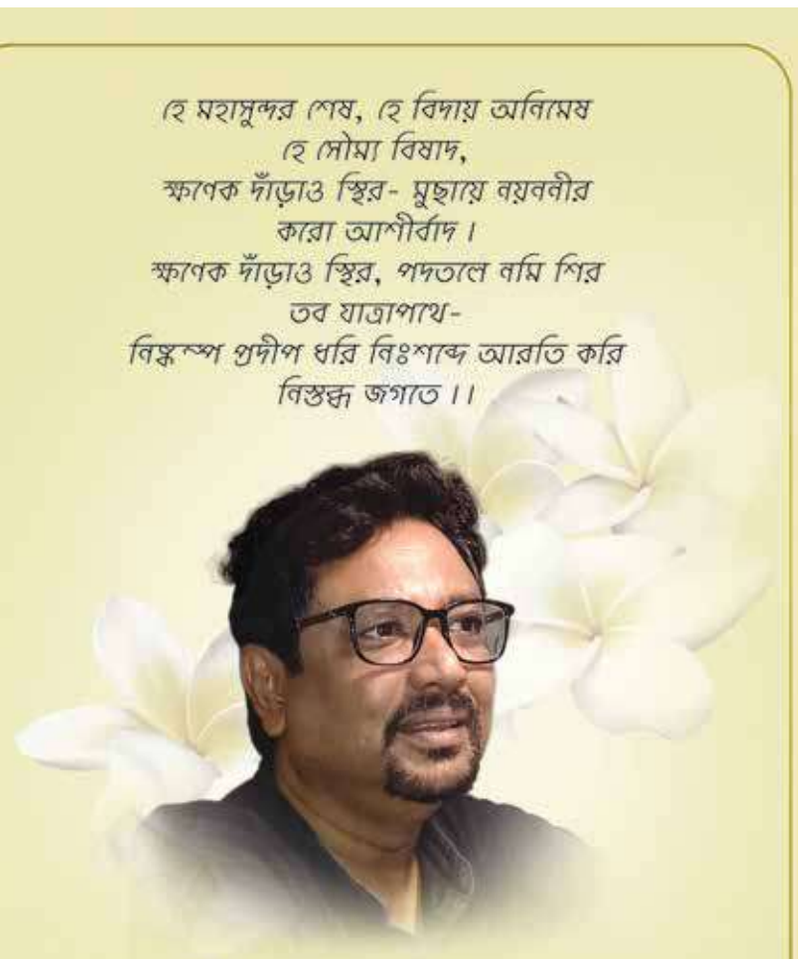

কল্যাণেশ্বর সরকার
জন্ম: ০৫.১১.১৯৬৬ - মৃত্যু: ১৯.০১.২০২৫
তাঁর অকালপ্রয়াণে আমরা গভীর ভাবে শোকাহত
প্রিয়াঙ্কা চ্যাটার্জী (স্ত্রী) আয়ুষ্মান সরকার (পুত্র)
অনুভব সরকার (পুত্র) দৈবিক সরকার (পুত্র)
স্ট্যান্ডার্ড পাবলিসিটি পরিবার
স্মরণসভা
শনিবার, ১লা ফেব্রুয়ারী, ২০২৫, সন্ধ্যা ৬টায়
সাউথ সিটি ক্লাব ব্যাঙ্কোয়েট (সাউথ সিটি রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্সের ভিতর)
৩৭৫, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, কলকাতা-৭০০০৬৮

টুকরো খবর

আটক ২

পারডুবি, ৩১ জানুয়ারি : শুক্রবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েতের দোলং মোড় এলাকা থেকে সন্দেহজনক দুজনকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন স্থানীয়রা। ঘটনায় কিছু লোককে বচসা করতে দেখেন স্থানীয়রা। প্রশ্ন করতেই বেরিয়ে আসে টাকাপয়সার বিনিময়ে শ্রমিক পাঠানো নিয়ে বচসা হয় তাঁদের। যিনি টাকা দিয়েছেন তাঁর দাবি, তাঁর কাছ থেকে টাকা নিয়ে শ্রমিক সরবরাহ করা হয়নি। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে দোলং মোড় সংলগ্ন এলাকায় এক গাড়িতে তিনজন এসেছিলেন। তাঁদেরকে ধাওয়া করায় দুজন পালিয়ে গেলেও একজনকে ধরতে সক্ষম হন প্রতিশ্রুতিপ্রাপ্ত ওই ব্যক্তি। দুজনের মধ্যে শুরু হয় বচসা বিবাদ। স্থানীয়রা তা দেখে থানায় খবর দেন। খবর পেয়ে ঘোকসাডাঙ্গা পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে দুজনকেই আটক করে থানায় নিয়ে আসে।

গাঁজা নষ্ট

পারডুবি, ৩১ জানুয়ারি : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েতের দোলং নদী সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে শুক্রবার গাঁজা গাছ নষ্ট করল ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ। এলাকার বেশ কিছু স্থানে পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে আড়ালে-আবডালে আনাচকানাচে চলছিল গাঁজা চাষ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এদিন এলাকায় অভিযান চালানো হয়। পুলিশকর্মীরা প্রায় ৪ বিঘা জমির গাঁজা গাছ নষ্ট করে দেয়।

গাছে আগুন

নিশিগঞ্জ, ৩১ জানুয়ারি : নিশিগঞ্জ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোগমারা বুড়ারধাম মন্দির সংলগ্ন এলাকায় শুক্রবার সকালে একটি শতবর্ষ পুরোনো বট গাছে আগুন লাগে। মন্দির সংলগ্ন বট গাছটির কোটরে আগুন দেখে স্থানীয়রা নিশিগঞ্জ দমকলকেন্দ্রে খবর দেন। দমকলকর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনলেও গাছটির বড় ক্ষতি হয়েছে। তবে আগুন লাগার কারণ জানা যায়নি।

মহড়া

কোচবিহার, ৩১ জানুয়ারি : কোচবিহারে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা ও অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তরের তরফে সচেতনতা শিবির ও মহড়া হল। শুক্রবার কোচবিহার-১ ব্লকের গুড়িয়াহাটি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাপুজি হাইস্কুলে সিভিল ডিফেন্সের ভলান্টিয়াররা স্ট্রেচার, লাইফ জ্যাকেট না থাকলেও কীভাবে উদ্ধারকার্য সম্পন্ন করা হয়, তা হাতেকলমে করে দেখান।

ফোন ফেরত

বক্সিরহাট, ৩১ জানুয়ারি : হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধার করে শুক্রবার প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দিল বক্সিরহাট থানার পুলিশ। মোবাইল ফোন তুলে দেন তুফানগঞ্জ সার্কেল ইনস্পেকটর সঞ্জয়কুমার দাস, বক্সিরহাট থানার ওসি নকুল রায় প্রমুখ। পুলিশ জানিয়েছে, মোট ১০ জন ব্যক্তিকে ফেরানো হয়েছে মোবাইল ফোন। অধিকাংশই এক মাসের মাথায় ফেরানো হয়েছে।

প্রশ্নে এমজেএন মেডিকেলের সুরক্ষা ব্যবস্থা

অগ্নিনির্বাপণের পাইপ চুরি

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৩১ জানুয়ারি : অগ্নিকাণ্ড ঘটলে যাতে দ্রুত তার মোকাবিলা করা যায় সেজন্য এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালজুড়ে জলের পাইপলাইন বসানো হয়েছে। কিন্তু এত নিরাপত্তার বেষ্টনী থাকার পরেও সেখান থেকে একের পর এক হোসপাইপ উধাও হয়ে গিয়েছে। পড়ে রয়েছে ফাঁকা বাক্স। ফলে সেখানে অগ্নিকাণ্ডের মতো দুর্ঘটনা ঘটলে সেই পাইপলাইন কতটা কাজে লাগবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এর আগেও একাধিকবার হোসপাইপ চুরির ঘটনা ঘটেছিল। ফের কীভাবে সেগুলি উধাও হয়ে গেল তা নিয়ে তদন্তের দাবি উঠেছে। এমজেএন মেডিকেলে একাধিকবার ছোট-বড় অগ্নিকাণ্ড হয়েছে। ফলে দ্রুত কর্তৃপক্ষের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছেন রোগীর পরিজনরা। এমএসভিপি সৌরদীপ রায় বলছেন, 'হোসপাইপগুলি অন্য কোথাও রয়েছে কি না তা খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে।'

এমজেএন মেডিকেলে কোচবিহার জেলা তো বটেই সেই সঙ্গে আলিপুরদুয়ার ও পার্শ্ববর্তী অসম থেকেও প্রতিদিন বহু রোগী চিকিৎসা করাতে আসেন। হাসপাতালের কর্মী, আধিকারিকদের পাশাপাশি রোগী ও তাঁদের পরিজনরা মিলিয়ে রোজ হাজার হাজার মানুষের সমাগম হয়। ফলে অগ্নিকাণ্ডের মতো ঘটনা ঘটলে যাতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যায় সেজন্য ২০১৭ সালে হাসপাতালের মূল ভবনের সামনে এমআরআই সেন্টারের পাশে জলের রিজার্ভার তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। সেখানে ৭৫ হাজার লিটার জল রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। হাসপাতালজুড়ে মোটা ধাতব পাইপও বসানো হয়। একাধিক জায়গায় বাক্স তৈরি করে সেখানে হোসপাইপ রাখা হয়েছিল। হাসপাতালের ভিতরে অগ্নিকাণ্ড ঘটলে রিজার্ভারের জল সেই পাইপলাইন দিয়ে গিয়ে হোসপাইপের সাহায্যে আগুন নেভানোর কাজ করবে।

এমজেএন মেডিকেল কলেজে পড়ে রয়েছে ফাঁকা বাক্স, উধাও হোসপাইপ।

হেলদোল নেই

- ২০১৭ সালে হাসপাতালের মূল ভবনের সামনে জলের রিজার্ভার তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল
- সেখানে ৭৫ হাজার লিটার জল রাখার ব্যবস্থা রয়েছে
- হাসপাতালজুড়ে মোটা ধাতব পাইপও বসানো হয়
- একাধিক জায়গায় বাক্স তৈরি করে সেখানে হোসপাইপ রাখা হয়েছিল

কিন্তু বছর দুয়েক আগে সেখান থেকে পিতলের কিছু যন্ত্রাংশ সহ হোসপাইপগুলি চুরির অভিযোগ উঠেছিল। পরবর্তীতে নতুন করে হোসপাইপ বসানো হয়। কিন্তু সেগুলি উধাও হয়ে যাওয়ায় প্রকল্পের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। অগ্নিকাণ্ড ঘটলে এই অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা কতটা কাজে লাগবে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন রোগীর পরিজনরা।

এক রোগীর আত্মীয় স্বপন সরকারের কথায়, 'রোগীদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে কাজগুলি করা হয়েছিল। কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটলে যদি কাজেই না লাগে তাহলে কী লাভ? কেউ যদি ওগুলি চুরি করে থাকে, তাহলে তাকে চিহ্নিত করে শাস্তি দেওয়া হোক।'

এমজেএন মেডিকেলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা কম হয়নি। ২০১৯ সালের ২৯ অগাস্ট সকালে মাতৃমা বিভাগে ইলেক্ট্রিক প্যানেল রুমে আগুন লেগে যায়। তৎক্ষণাৎ সেখানকার রোগীদের স্থানান্তরিত করা হয়। তার আগেও একাধিকবার ছোট ছোট অগ্নিকাণ্ড হয়েছে। ডায়ালিসিস ইউনিটেও আগুন লেগেছিল। তাই সুরক্ষা বাড়াতে দ্রুত হোসপাইপ বসিয়ে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা সচল রাখার দাবি করেছেন রোগীর পরিজনরা।

অনুমোদন এলেই বাঁধ

এলাকায় সবচেয়ে বড় সমস্যা বর্ষায় গদাধর নদীর জেরে বন্যা পরিস্থিতি। সেখানে বাঁধের কাজ অসম্পূর্ণ। এনিয়ে প্রধানের বিশেষ কিছু করার নেই। যা করবে সেচ দপ্তর। তবে বাকি সমস্যায় কী পদক্ষেপ করেছেন প্রধান সুভাষিণী রায়? তাঁর বক্তব্য তুলে ধরলেন আমাদের প্রতিনিধি গৌতম দাস।

জনতার চার্জশিট

নাটাবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত

সুভাষিণী রায়
প্রধান, নাটাবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত

জনতা : এলাকায় এখনও প্রায় ৪০ শতাংশ পরিবার পানীয় জলের পরিষেবা পাচ্ছে না। কবে মিটবে সমস্যা?

প্রধান : জোরকদমে কাজ চলছে। আগামী দু-তিন মাসের মধ্যে সমস্যা মিটে যাবে আশা করা যায়।

জনতা : এখনও জায়গীর চিলাখানা, চাড়ালজানি, ভেলাপেটা এলাকায় কিছু রাস্তা পাকা করা বাকি। কতটা পদক্ষেপ করলেন?

প্রধান : জেলা পরিষদে রাস্তাগুলোর নাম পাঠানো হয়েছে। আশা করি পরবর্তীতে রাস্তাগুলো পাকা হবে।

জনতা : বিভিন্ন জায়গায় আবর্জনা জমে থাকার অভিযোগ উঠেছে। কী বলবেন?

প্রধান : এলাকায় আবর্জনা জমে নেই। নিয়মিত তিনটি গাড়ি আবর্জনা তুলে নিয়ে যায়।

জনতা : আবাস প্রকল্পে যোগ্য অনেকেই বঞ্চিত থাকছেন। কী বলবেন?

প্রধান : এ বিষয়ে গ্রাম সংসদে আলোচনা হয়েছে। বঞ্চিতদের নাম ব্লকে পাঠানো হয়েছে।

জনতা : নাটাবাড়ি এলাকায় একটি কলেজের দাবি দীর্ঘদিনের। কিছু ভেবেছেন?

প্রধান : খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। উপর মহলে জানানো হবে।

জনতা : গদাধর নদীতে ৩৫০-৪০০ মিটার বাঁধের কাজ অসম্পূর্ণ থাকায় বর্ষাকালে ভয়ংকর পরিস্থিতি তৈরি হয়। কোনও পদক্ষেপ কি করেছেন?

প্রধান : সেচ দপ্তরের সঙ্গে কয়েকবার কথা হয়েছে। তারা বলেছে, অনুমোদন এলেই বাঁধ নির্মাণ শুরু হবে।

জনতা : জায়গীর চিলাখানা এলাকায় কালজানি নদীতে প্রায় ৩০০ মিটার বাঁধের কাজ এখনও হয়নি। এর ফলে একটি শ্মশান ভাঙনের কবলে। কিছু ভেবেছেন?

প্রধান : ঠিকই। এখানে বাঁধ না হলে শ্মশানটি নদীগর্ভে চলে যেতে পারে। সেচ দপ্তরকে জানানো হয়েছে।

জনতা : এলাকায় পথবাতির অপ্রতুলতা রয়েছে। কবে মিটবে সমস্যা?

প্রধান : এই পর্যন্ত ৫০টির মতো পথবাতি লাগানো হয়েছে। আরও ১০০-র মতো পথবাতি লাগানোর লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

জনতা : মাদকদ্রব্যের প্রতি তরুণ সমাজ দিন-দিন ঝুঁকে পড়ছে। বিষয়টি কীভাবে দেখছেন?

প্রধান : মাঝেমধ্যেই সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান করা হচ্ছে। প্রশাসন থেকে বিষয়টি দেখা হচ্ছে।

একনজরে

ব্লক : তুফানগঞ্জ-১
বুথের সংখ্যা : ১৩
জনসংখ্যা : ১২৯৫৯
(২০১১ আদমশুমারি অনুযায়ী)
মোট আয়তন :
৪৪৩৭.৮৪ একর

তরমুজ চাষের ব্যস্ততা। জলঢাকা নদীর চরে তপসিতলা-গিলাডাঙ্গা ঘাট এলাকায়। শুক্রবার। ছবি : শ্রীবাস মণ্ডল

ছোট্ট তারা

অন্দরান ফুলবাড়ি-১ নম্বর আরআর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী অনুস্মিতা দাস। পড়াশোনার পাশাপাশি নাচে খুব পারদর্শী এই খুদে।

ঘিঞ্জি বাজার, আগুনের আতঙ্ক জামালদহে

প্রতাপকুমার ঝাঁ

জামালদহ, ৩১ জানুয়ারি : মেখলিগঞ্জ ব্লকের জামালদহ বাজারের উন্নয়নের দাবি দীর্ঘদিনের। ১৬-এ রাজ্য সড়কের পাশে অবস্থিত এই বাজার বর্তমানে নানা সমস্যায় জর্জরিত। সময়ের সঙ্গে অপরিকল্পিতভাবে বাজারে দোকানপাট বানানোয় বাজার ঘিঞ্জি হয়েছে। যা বিশেষত অগ্নিকাণ্ডের পক্ষে বিপজ্জনক। সমস্যা হচ্ছে বাজারের মধ্যে যাতায়াতেও। এই বাজারের উপর নির্ভরশীল কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মানুষ। বারবার বাজারের সমস্যা মেটানোর জন্যে ব্যবসায়ী সমিতির তরফে প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানানো হলেও কোনও উদ্যোগ না নেওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে জনমানসে। অবিলম্বে বাজারের সার্বিক উন্নয়ন সহ অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার দাবি করছেন স্থানীয়রা।

বর্তমানে জামালদহ বাজারে ছোট-বড় মিলিয়ে দোকানের সংখ্যা হাজার পেরিয়েছে। ঘিঞ্জি এই বাজারে নেই অগ্নিনির্বাপণের ব্যবস্থা। বড় অগ্নিকাণ্ড ঘটলে নিমেষেই পুড়ে শেষ হয়ে যাবে গোটা বাজার। তাই সবসময় আতঙ্কে থাকেন ব্যবসায়ীরা। বিশেষ করে কয়েকদিন আগেই চ্যাংরাবান্ধায় গুদামে অগ্নিকাণ্ডের পর থেকে চিন্তার ভাঁজ জামালদহের ব্যবসায়ীদের কপালেও।

ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি রঞ্জিত মণ্ডল বলেন, 'নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে দোকানপাট না হওয়ায় বাজার ঘিঞ্জি হয়েছে। কিছু কিছু গলিতে ছোট গাড়ি নিয়ে প্রবেশ করতে গেলেও যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। বাজারে আগুন নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেই। প্রশাসনের কাছে জামালদহ বাজারের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা মজবুত করার জন্য আর্জি জানানো হয়েছে।'

অপরদিকে, ব্যবসায়ী ননহে সিং, অজয় সাহারা জানাচ্ছেন, বড় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে তা মোকাবিলা করার মতো পরিস্থিতি জামালদহ বাজারে নেই। প্লাস্টিক থেকে শুরু করে নানা দাহ্য পদার্থ সারা বাজার এলাকাজুড়ে রয়েছে। রাজ আমলের একটি বড় কুয়ো রয়েছে, কিন্তু সেটিও একপ্রকার দখল হয়ে রয়েছে। নিকটবর্তী দমকলকেন্দ্রটি জামালদহ থেকে প্রায় ৩৫ কিমি দূরে মেখলিগঞ্জে রয়েছে। অগ্নিকাণ্ড হলে সেখান থেকে ইঞ্জিন এসে পৌঁছাতে অনেক সময় লাগবে। তাই জামালদহ বাজারের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা সুরক্ষিত করা প্রশাসনের কর্তব্য বলে তাঁদের বক্তব্য।

এই বিষয়ে মেখলিগঞ্জের বিডিও অরিন্দম মণ্ডল জানান, বর্তমানে জামালদহ বাজারের কী পরিস্থিতি রয়েছে, তা খোঁজ নিয়ে দেখবেন।

ঘিঞ্জি জামালদহ বাজার। - সংবাদচিত্র

পথ নিরাপত্তায় কর্মসূচি

কোচবিহার ব্যুরো

৩১ জানুয়ারি : পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালনের শেষ দিনে জেলার বিভিন্ন জায়গায় সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান হল। শুক্রবার বক্সিরহাট ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে 'সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ' নিয়ে প্রচার ও র‍্যালি হয়েছে। বক্সিরহাট মহাবিদ্যালয়ের হলঘরে পড়ুয়াদের নিয়ে একটি সচেতনতামূলক শিবিরের আয়োজন করা হয়। শীতলকুচি কলেজেও পুলিশের উদ্যোগে ওই কর্মসূচি হয়েছে। তুফানগঞ্জ-২ ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের কাশিয়াবাড়ি বাজার সংলগ্ন এলাকায় দশজন হেলমেটবিহীন চালকদের হেলমেট বিতরণ করা হয়। নিশিগঞ্জে ট্রাফিক সচেতনতা বাড়াতে একটি র‍্যালি হয়।

নিশিগঞ্জ নিশিময়ী উচ্চবিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা প্ল্যাকার্ড সহ সেখানে অংশ নেয়। এদিন, পথ নিরাপত্তা নিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে পরিবহণ দপ্তরের আধিকারিকরা চ্যাংরাবান্ধায় পৌঁছান। সেখানে যানবাহন মালিক, চালক ও পড়ুয়াদের পথ নিরাপত্তা সংক্রান্ত নিয়মকানুন বোঝান তাঁরা।

মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ঘোকসাডাঙ্গা ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি হয়।

ফিরলেন কুম্ভে নিখোঁজ মহেন্দ্র

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ৩১ জানুয়ারি : অবশেষে শুক্রবার ঘরে ফিরলেন কুম্ভমেলায় নিখোঁজ হওয়া মাথাভাঙ্গার উত্তর পচাগড় গ্রামের মহেন্দ্র বর্মন। প্রবল উৎকণ্ঠা কাটিয়ে এখন খুশি তাঁর পরিবার। যদিও বৃহস্পতিবার রাতে বিহারের কাটিহার স্টেশনে সহযাত্রীর ফোন থেকে বাড়ি ফেরার খবর জানিয়েছিলেন তিনি। কুম্ভে তাঁর অভিজ্ঞতা বলতে গিয়ে মহেন্দ্র বললেন, 'আমার কাছে ফোন ছিল না। ট্রেন থেকে নামার পর প্রচণ্ড ভিড়ে প্রতিবেশীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই। এরপর মেলা প্রাঙ্গণের সেক্টর অফিস থেকে বাড়িতে ফোন করে পৌঁছানোর খবর দিই। আর যোগাযোগ হয়নি।'

মৌনী অমাবস্যায় পুণ্যস্নান করলেও দুর্ঘটনার খবর জানতে পারেননি বলে তিনি জানিয়েছেন। মেলা প্রাঙ্গণের আখড়ায় থাকা, খাওয়ার কোনও সমস্যা হয়নি। ট্রেনে উঠে সহযাত্রীদের কাছ থেকে দুর্ঘটনার কথা জেনেছিলেন তিনি। নিজের ও পাশের গ্রাম ভাবেরহাটের মোট ১৪ জনের একটি দল গত ২৬ জানুয়ারি মাথাভাঙ্গা থেকে পদাতিক এক্সপ্রেসে প্রথমে কলকাতা ও পরে ২৮ জানুয়ারি প্রয়াগরাজে পৌঁছোয়। মঙ্গলবার রাতে মৌনী অমাবস্যায় অমৃতস্নানের ভিড়ে ত্রিবেণি সংগমে পদপিষ্ট হয়ে অনেক পুণ্যার্থীর মৃত্যুর খবরে গ্রাম দুটিতে উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে পড়ে। মহেন্দ্রর পরিবার তাঁর সঙ্গে যোগাযোগও করতে পারেনি।

তাঁর কথায়, 'পুণ্যস্নান করে মেলা প্রাঙ্গণের রাস্তার ধারে যখন শুয়েছিলাম তখন পুলিশ ও মিলিটারি জওয়ানদের দৌড়োতে দেখে মনে হয়েছিল কোনও ঝামেলা হয়েছে। এছাড়া ভাষার সমস্যাও ছিল।' তবে এবারের অভিজ্ঞতায় আর তিনি কুম্ভে যাবেন না বলেই জানিয়েছেন। এদিন সকালে মহেন্দ্র বাড়ি ফেরায় এলাকায় রীতিমতো উৎসবের মেজাজ তৈরি হয়। খবর না পেয়ে উদ্বেগে দিন কাটিয়েছেন তাঁর ছেলে মিন্টু এবং স্ত্রী শেফালি বর্মন। তিনি বলেন, 'বিভিন্ন দেবতার কাছে মানত করেছি যাতে প্রিয়জন ফিরে আসে।'

মহেন্দ্র বর্মন।

পিচ উঠে পথ কঙ্কালসার

সঞ্জয় সরকার

দিনহাটা, ৩১ জানুয়ারি : 'বছরদুয়েক আগেই রাস্তা হয়েছে, বোঝা যায় বলুন?' বেহাল রাস্তা দেখিয়ে প্রশ্ন করলেন বছর চল্লিশের নৃপেন মোদক। উত্তর না পেয়ে বলে চললেন, 'এত এত টাকা খরচ করে রাস্তা হয়, অথচ তার এমন মান যে দুই-তিন বছরের বেশি টেকে না। এসব নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিষনজরে কে পড়তে চাইবে? তাই বেহাল রাস্তাই আমাদের ভবিতব্য।' অভিযোগের সুর বদলে রাস্তা দিয়ে সাইকেলে বামনটারি অভিমুখে যাওয়া নৃপেনের গলায় ধরা পড়ে আকুতি, 'রাস্তাটার অবস্থা সত্যিই শোচনীয়। ছোট পাথরে পিছলে ও গর্তে পড়ে দুর্ঘটনা ঘটতে বাধ্য। সরকার ব্যবস্থা নিক।'

কথা হচ্ছে দিনহাটা মহকুমার বামনটারি থেকে সাতকুড়া ভায়া বাসন্তীরহাট পেট্রোল পাম্প পর্যন্ত প্রায় তিন কিমি দীর্ঘ গ্রামীণ পাকা রাস্তাকে নিয়ে। দীর্ঘ কয়েক দশকের দাবি মেনে ২০২২ সালের শেষদিকে পথশ্রী প্রকল্পের আওতায় তৈরি হয়েছিল রাস্তাটি। অভিযোগ, তৈরির ছয় মাস পর থেকেই রাস্তার হতশ্রী চেহারা। বর্তমানে পিচের আস্তরণ উঠে চলাচল করা যেন চ্যালেঞ্জ।

সাতকুড়ার ভূপেশ বর্মন যাচ্ছিলেন বাসন্তীরহাটের দিকে। তাঁর কথায়, 'পিচের চাদর উঠে গিয়ে গুঁড়ো পাথর বেরিয়ে

বামনটারি-বাসন্তীরহাট

পড়েছে। গত কয়েকদিনে কতজন যে সাইকেলের ব্রেক চেপে পিছলে পড়ে হাতপায়ে চোট পেল, তার হিসেব নেই। যদ দ্রুত সম্ভব রাস্তাটির সংস্কার করা উচিত।' স্থানীয় কলেজ পড়ুয়া মৃত্যুঞ্জয় বর্মনের দাবি, বর্ষার আগে রাস্তার সংস্কার করা হোক।

দিনহাটা-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তপতী রায়কে ফোন করা হলে ফোন না তোলায় তাঁর বক্তব্য মেলেনি। দিনহাটা ভিলেজ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কণিকা রায় বর্মন অবশ্য পরিস্থিতির কথা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনার আশ্বাস দিয়েছেন। বামনটারি-বাসন্তীরহাট এই রাস্তার ওপর দিনহাটা-১ ব্লকের বামনটারি, দ্বিতীয় খণ্ড ভাংনি, সাতকুড়ার কয়েক হাজার মানুষ নির্ভরশীল।

এছাড়াও দিনহাটা-২ ব্লকের বুড়িরহাট, বাসন্তীরহাট, নাজিরহাট, বলরামপুর সহ বিস্তীর্ণ এলাকার সংযোগস্থাপনেও এটির ভূমিকা অনস্বীকার্য। এমনকি মহকুমার সাহেবগঞ্জ রোড ও বলরামপুর রোডের সংযোগকারী রাস্তা হিসেবেও এটি গুরুত্বপূর্ণ। বছরতিনেক আগে রাস্তাটি পাকা হওয়ায় উপকৃত হয়েছিলেন স্থানীয়রা। কিন্তু রাস্তার এই দশায় ক্ষোভ জমছে এলাকায়। যত দ্রুত সম্ভব সমস্যার সমাধান চাইছেন তাঁরা

পাকা রাস্তার দাবি ভোটবাড়িতে

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ, ৩১ জানুয়ারি : বেহাল রাস্তা নিয়ে সরকারি উদাসীনতার অভিযোগ তুলে পঞ্চায়েত ও লোকসভা নির্বাচনে ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছিলেন, কিন্তু বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও প্রশাসনিক কর্তাদের আশ্বাস সত্ত্বেও আজও পাকা হয়নি রাস্তা। যার জেরেই ক্ষোভে ফুঁসছেন মেখলিগঞ্জ ব্লকের ভোটবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ৮৭ নম্বর বুথের বাসিন্দারা। দুয়ারে সরকার থেকে জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের আধিকারিকদের দরজায় দরজায় ঘুরেও লাভ হয়নি।

উক্ত এলাকায় সানিয়াজান নদীর ধার থেকে সিরাজুল রহমানের বাড়ি পর্যন্ত প্রায় ৭০০ মিটার পথটিকে গ্রাভেল রোড বা সিসি রোডে রূপান্তরিত করার দাবি তুলেছেন এলাকাবাসী। স্থানীয় বাসিন্দা প্রফুল্ল বর্মন বলেন, 'বর্ষার দিনে কাঁচা পথে ভীষণ সমস্যা হয়। প্রসূতি মায়েদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে সমস্যা হয়। তাই আমাদের দাবি পাকা রাস্তা।' এলাকার বাসিন্দা মমতা দত্ত বলেন, 'বিগত দিনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে প্রশাসনিক আধিকারিক সকলে রাস্তাটি পাকা করার বিষয়ে আশ্বাস দিলেও এখনও রাস্তা পাকা হয়নি। রাস্তাটির এমন অবস্থা যে যে কোনও দিন বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে। এলাকার ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে যেতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। দু'বার ভোট বয়কট করলেও সমস্যার সমাধান হয়নি।' মেখলিগঞ্জের বিডিও অরিন্দম মণ্ডল বলেন, 'রাস্তার এস্টিমেট তৈরি করে জেলায় পাঠানো হয়েছে।'

ভোটবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রধান লিপিকা রায় বলেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে অত টাকা নেই। ব্লক থেকে ওই রাস্তা তৈরির জন্য এস্টিমেট করে পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি খোঁজ নেব।'

মাস্টার প্ল্যান কবে, প্রশ্ন দিনহাটায়

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ৩১ জানুয়ারি : পুরসভার বোর্ড মিটিংয়ে বরাবরই প্রাধান্য পেয়ে আসছে রাস্তা ও নিকাশিনালা। ফলে সারাবছরই কোথাও না কোথাও নিকাশিনালার কাজ চলতে থাকে। কিন্তু তারপরও বর্ষা এলে জলমগ্ন হওয়ার আতঙ্কে থাকেন দিনহাটা শহরের বাসিন্দারা। কারণ হিসেবে বাসিন্দারা বলছেন, ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে নিকাশিনালা তো হচ্ছে কিন্তু তাতে কোনওরকম পরিকল্পনা নেই। প্রতিবছরই বর্ষায় জল দুর্ভোগের সুরাহা সেভাবে হয়ে ওঠে না। নিকাশিনালা তৈরি বা সংস্কারে উদ্যোগী হলেও নিকাশিনালার মাস্টার প্ল্যান তৈরি নিয়ে পুরসভার উদ্যোগ দেখা যায় না।

যদিও দিনহাটা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সাবির সাহা চৌধুরী বলেন, 'উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ আমাদের কাছে পুর এলাকার বড় নিকাশিনালাগুলির হালহকিকত জানতে চেয়েছেন। কোথায় কোথায় মূল সমস্যা রয়েছে সেবিষয়ে তথ্য চেয়েছেন। আশা করছি এবার অন্তত নিকাশিনালা নিয়ে স্থায়ী সমস্যার সমাধান হবে।' দিনহাটা শহর সংলগ্ন কোনও নদী না থাকায় পুরসভার নিকাশিনালার জল পার্শ্ববর্তী নীচু জমি কিংবা ডোবাতে গিয়ে পড়ত এতদিন। কিন্তু গত কয়েকবছরে জমির বেআইনি কারবারিদের কারণে শহর সংলগ্ন নীচু জমি ভরাট হয়ে তাতে বসতি নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে বর্ষাকালে নিকাশিনালার জল বেরোনোর কোনও পথ না থাকায় শহর প্লাবিত হয়। প্লাবিত হয় ১, ৫, ৬, ৯, ১০, ১৫ নম্বর সহ আরও কয়েকটি ওয়ার্ড। শহরের বাসিন্দা অভীক সরকার বলেন, 'দীর্ঘদিন থেকে আমরা নিকাশিনালার মাস্টার প্ল্যানের দাবি করে আসছি। আজও দাবি পূরণ হয়নি। তাই প্রতি বর্ষাতেই শহরের মেইন রোড সহ বিভিন্ন ওয়ার্ড জলমগ্ন হয়ে পড়ে। বিষয়টি পুর প্রশাসনের গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত।' সিপিএমের জেলা কমিটির সদস্য শুভ্রালোক দাসের কথায়, 'বিশেষজ্ঞদের দিয়ে দিনহাটা পুর এলাকার ভূবৈচিত্র্য দেখে নিয়ে সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে নিকাশিনালা নির্মাণ করার দাবি আমরা দীর্ঘদিন থেকেই জানিয়ে আসছি। যদিও পুরসভা উন্নয়নের নামে যখন যেখানে পারছে পরিকল্পনাহীন নিকাশিনালা তৈরি করছে। ফলে দুর্ভোগের সমাধান হচ্ছে না।'

মাস্টার প্ল্যান ছাড়াই নিকাশিনালা তৈরির অভিযোগ। - ফাইল চিত্র

> উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ আমাদের কাছে পুর এলাকার বড় নিকাশিনালাগুলির হালহকিকত জানতে চেয়েছেন। কোথায় কোথায় মূল সমস্যা রয়েছে সেবিষয়ে তথ্য চেয়েছেন। আশা করছি এবার অন্তত নিকাশিনালা নিয়ে স্থায়ী সমস্যার সমাধান হবে।
>
> **- সাবির সাহা চৌধুরী**
> *পুর ভাইস চেয়ারম্যান*

কোচবিহার অতিথিনিবাসের কাজ খতিয়ে দেখছেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন। ছবি ঃ জয়দেব দাস

অতিথিনিবাসই ঠিকানা সভাধিপতির

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ৩১ জানুয়ারি : এখন তাঁর ঠিকানা শহরের প্রাণকেন্দ্রে থাকা অতিথিনিবাস। এখান থেকেই সপ্তাহের পাঁচদিন জেলা পরিষদে যাচ্ছেন এবং ফিরে আসছেন সভাধিপতি সুমিতা বর্মন। তাঁর বাড়ি কোচবিহার-১ ব্লকের পুঁটিমারি ফুলেশ্বরী গ্রামে। দূরত্বের কারণে সেখান থেকে জেলা পরিষদ সামলানো কঠিন। সেকারণে অতিথিনিবাসকে দ্বিতীয় বাড়ি তৈরি করেছেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি। তাঁর সঙ্গে থাকছেন পরিবারের অন্য সদস্যরাও। ছুটির দিনগুলিতে অবশ্য ছুটে যান ফুলেশ্বরী গ্রামে। তাঁর বক্তব্য, 'অতিথিনিবাসে থেকেই জেলা পরিষদের কাজকর্ম পরিচালনা করতে হচ্ছে। বাড়ি থেকে আসার সময়টা এতে অনেকটাই বেঁচে যায়। পরিবার নিয়েই গত ছয় মাস ধরে এখানে রয়েছি।'

বর্তমান সময়ে অতিথিনিবাসে থেকে জেলা পরিষদ পরিচালনার নজির রাজ্যের কোথাও রয়েছে কি না, স্পষ্ট নয়। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হতে পারেন কোচবিহার জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা। যদিও এই অতিথিনিবাসে তিনি প্রথম রয়েছেন, তা নয়। বাম জমানাতেও সভাধিপতিরা থেকেছেন। এক্ষেত্রে চৈতি বর্মন বড়ুয়া, অনন্ত রায়দের উত্তরসূরি তিনি। ১৯৯১ সালের ২২ জানুয়ারি তৎকালীন ভূমি ও ভূমি সংস্কার, পঞ্চায়েত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী অতিথিনিবাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। তবে প্রতি সপ্তাহেই শুক্রবার সন্ধ্যায় সুমিতা পরিবার নিয়ে রওনা দেন পুঁটিমারির বাড়িতে। সেখানে দু'দিন কাটিয়ে রবিবার সন্ধেতে কিংবা সোমবার সকালের মধ্যে ফিরে আসেন। ২০২৩ সালে জেলা পরিষদের ভোটে জিতে সভাধিপতি হয়েছিলেন সুমিতা।

দায়িত্বের তাগিদ

- বাড়ি দূরে, সভাধিপতির ঠিকানা অতিথিনিবাস
- এখান থেকেই সপ্তাহের পাঁচদিন জেলা পরিষদে যাচ্ছেন এবং ফিরে আসছেন সভাধিপতি সুমিতা বর্মন
- একা নয়, পরিবার নিয়ে সুমিতার বসবাস অতিথিনিবাসে
- তাঁর বাড়ি কোচবিহার-১ ব্লকের পুঁটিমারি ফুলেশ্বরী গ্রামে

কিন্তু গান্ধিনগর সংলগ্ন এলাকায় সভাধিপতির থাকার বাংলো বা অতিথিনিবাস থাকার পরেও তাঁকে কেন এই অতিথিনিবাসে থাকতে হচ্ছে?

জানা গিয়েছে, ওই ভবনটি পুরোনো হয়ে যাওয়ায় তা ভেঙে সেখানে ব্যাংকোয়েট হল তৈরির কাজ চলছে। জেলা পরিষদের অন্যান্য কাজ করার পাশাপাশি ওই কাজেরও তদারকি করতে হচ্ছে সভাধিপতিকে। প্রতিদিনের মতো এদিনও জেলা পরিষদে যাওয়ার মুহূর্তে নির্মীয়মাণ ভবনটির কাজকর্ম খতিয়ে দেখতে দেখা গিয়েছে তাঁকে।

দীর্ঘদিনের পুরোনো হওয়ায় ভবনটির শৌচালয় থেকে শুরু করে মেঝে এবং দেওয়ালের পরিস্থিতিও খারাপ হয়েছিল। সেকারণে গোটা ভবনটিই সংস্কার করতে উদ্যোগী হয়েছে কর্তৃপক্ষ। এদিন সুমিতা আরও বলেন, 'কর্মসূত্রে এখানে থাকায় ছেলেকেও এখানকার একটি স্কুলে ভর্তি করিয়েছি। তাই কাজের পাশাপাশি ছেলের পড়াশোনার জন্যও এখানে থাকতে হয়।'

বিষয়টি নিয়ে অতিরিক্ত জেলা শাসক সৌমেন মিত্র বলেন, 'জেলা পরিষদের সভাধিপতিদের জন্য একটা বাংলো বরাদ্দ থাকে। ওঁর যেখানে পুরোনো বাংলো ছিল সেটা ভেঙে আমরা সেখানে ব্যাংকোয়েট হল বানাচ্ছি। সেজন্য বর্তমানে উনি এখানে রয়েছেন।'

আরও প্রকট তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল

রবি-পার্থদের খোঁচা উদয়নের

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৩১ জানুয়ারি : নাম না করে তৃণমূলের জনসভায় উদয়ন ও জগদীশ ফের রবি-পার্থকে বিঁধলেন। শুক্রবার ঘুঘুমারির কদমতলার মাঠে জনসভায় উদয়ন তাঁর বক্তব্যে তাঁদের লেজকাটা শিয়ালের সঙ্গে তুলনা করেন। সবমিলিয়ে শুক্রবার কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভার তৃণমূলের জনসভা সেই 'কলতলার ঝগড়া'য় সীমাবদ্ধ থাকল।

কোচবিহার জেলায় তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল চরমে উঠেছে। ইতিমধ্যে জেলায় দল দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। একদিকে, রবি-পার্থ-পরিমল-খোকন। অন্যদিকে, হিপ্পি-উদয়ন-জগদীশ-জলিলরা আছেন। প্রায় দুই মাস ধরে রবি-পার্থ গোষ্ঠী তৃণমূলের জেলা নেতৃত্বের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কোনও সভায় যাচ্ছেন না।

সম্প্রতি কোচবিহারের প্রতিটি বিধানসভা ধরে শাসকদলের জনসভা হচ্ছে। কিন্তু সেই সভাগুলিতে রবি-পার্থ গোষ্ঠী অনুপস্থিত থাকছে। শুক্রবারও কোচবিহারের ঘুঘুমারিতে তৃণমূলের কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা ভিত্তিক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এদিন মন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, 'আমাদের প্রতিটি আসন জিততে হবে। সেজন্য লড়াই করতে হবে। কিন্তু মুশকিলটা অন্য জায়গায়। শিয়াল কাঁকড়া ধরার জন্য কাঁকড়ার গর্তে লেজ ঢুকিয়ে দেয়। কিন্তু একবার এক শিয়াল গর্তের ভেতর লেজ ঢুকিয়ে কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিল। কিন্তু কাঁকড়া তাকে এমনভাবে কামড়ায় যে তার লেজ কাটা পড়ে। লেজকাটা শিয়াল দেখল তার সম্মান চলে যাচ্ছে। তাই চেষ্টা করতে লাগল যাতে বাকি শিয়ালদের লেজ কাটা যায়।

দলীয় কর্মীসভায় বক্তব্য রাখছেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। শুক্রবার।

বিবাদ কাহিনী

- শুক্রবার কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভার তৃণমূলের জনসভা হয়
- এদিন ঘুঘুমারির কদমতলার মাঠে জনসভায় উদয়ন রবি-পার্থকে লেজকাটা শিয়ালের সঙ্গে তুলনা করেন।
- জগদীশও নাম না করে রবিকে 'গোখরো', 'কেউটে' বলেন
- সবমিলিয়ে এদিনের জনসভা 'কলতলার ঝগড়া'র মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকল

কেউ কেউ ভাবছেন ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে লেজটা কেটে দিতে হবে। তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করতে হবে।'

এছাড়াও উদয়ন জানান, হিপ্পির বিরুদ্ধে কিছু বললে তাকে পার্টি অফিসে বসে তুলোধোনা করবেন। রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে খোঁচা দিয়ে তাঁর বক্তব্য, আমি বলব না ছেলেটা কিছু জানে না। ও আমার অনেক পরে জন্মেছে। ছেলেরা বাবার থেকে একটু বেশি বোঝে। কারণ অধিকাংশ সময় ছেলে বাবার ঘাড়ে চাপে।'

এদিকে সাংসদ জগদীশের কথায়, 'তৃণমূলে কোনও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নেই। দুই-একজন কোথায় কী বলল তা নিয়ে আমার কিছু যায় আসে না। সকলে নিজের বুথকে আগলে রাখুন।' তাঁর সংযোজন, তৃণমূলে নেতাগিরি করব, আবার দলের নেতাকে তোলাবাজ বলব। এতে কার লাভ?'

নাম না করে রবির উদ্দেশে তাঁর মন্তব্য, 'কোচবিহারে এখন আর গোখরো, কেউটে সাপের বিষ নেই। তারা এখন ঢোঁড়া সাপে পরিণত হয়েছে।'

যদিও বিষয়টি নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে বারবার ফোন করা হলে তিনি ফোন না ধরায় তাঁর মন্তব্য মেলেনি।

ঘর মেলেনি, হতাশায় পরিবার

বুল নমদাস

নয়ারহাট, ৩১ জানুয়ারি : আবাস যোজনার ঘরের চূড়ান্ত তালিকায় তাঁর নাম ছিল। কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে ঘরের টাকা পাননি। এই নিয়ে বীরেন্দ্র সরকার চরম হতাশায় ভুগছেন। অশীতিপর এই বৃদ্ধের বাড়ি মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের হাজরাহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব খাটেরবাড়ির আমবাড়ি এলাকায়। চূড়ান্ত তালিকায় নাম থাকলেও বৃদ্ধের ছেলে অজিত সরকারও টাকা পাননি। হতদরিদ্র পিতা-পুত্রের ঘরের টাকা না পাওয়ার বিষয়টি লিখিতভাবে ব্লক প্রশাসনের নজরে আনা হলেও এখনও কোনও সদুত্তর মেলেনি বলে স্থানীয় পঞ্চায়েত তথা সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত উপপ্রধান হাসিম আলি জানান। উপপ্রধানের অভিযোগ, 'বিডিও অফিসের গাফিলতির জন্যই বীরেন্দ্র ও অজিতের মতো গরিব মানুষ ঘরের টাকা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।' সংশ্লিষ্ট বিডিও শুভজিৎ মণ্ডলের কথায়, 'চূড়ান্ত তালিকায় নাম থাকলে ঘর পাবেন এমনটা নয়।' তবে বিষয়টি তিনি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

বয়সের ভারে বীরেন্দ্র বর্তমানে কর্মক্ষমতা হারিয়েছেন। তাঁর ছেলে অজিত দিনমজুর। খুব কষ্টে তাঁদের দিন চলে। বাড়ি বলতে টিনের চালার তিনটি ঘর। ঘরের অবস্থাও বেহাল। ঘরের জন্য দু'দফায় তাঁদের বাড়িতে সমীক্ষা হয়। সমীক্ষার ভিত্তিতে আবাসের চূড়ান্ত তালিকায় তাঁদের নাম ওঠে। কিন্তু আশপাশের অনেকে টাকা পেলেও তাঁরা পাননি। বীরেন্দ্রর আক্ষেপ, 'আমাদের মতো খেটে খাওয়া মানুষ সরকারি প্রকল্পের ঘর না পেলে এর থেকে দুর্ভাগ্যের কিছু হতে পারে না। আবাসের ঘর পেতে আরও কত গরিব হতে হবে!' অজিত জানান, বর্ষার সময় ঘরে ভালো করে ঘুমোতে পারি না। জল পড়ে বিছানা ভিজে যায়।

বাড়ির উঠোনে পিতা-পুত্র।

ঘরের টাকা কেন পেলাম না, বুঝতে পারছি না। হাজরাহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান হাসিম আলির বক্তব্য, 'তাঁরা যাতে ঘরের টাকা থেকে বঞ্চিত না হন তা ব্লক প্রশাসনকে দেখতে হবে। কাজ না হলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ জানানো হবে।'

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

একটু উষ্ণতার খোঁজে।। *ইসলামপুরে ছবিটি তুলেছেন আনসাদ চৌধুরী।*

পরপর চুরির ঘটনায় উদ্বিগ্ন বাসিন্দারা

মনোজ বর্মন

ভাঐরথানা, ৩১ জানুয়ারি : এলাকায় চুরির ঘটনা বাড়তে থাকায় উদ্বিগ্ন বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ শীতলকুচি ব্লকের ভাঐরথানা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় চোরের উপদ্রব বাড়ছে। দিনদুপুরে চুরি হচ্ছে। অথচ পুলিশ কিছু করতে পারছে না। শুক্রবার দুপুরে ওই পঞ্চায়েত এলাকার নিউ ভাঐরথানা গ্রামে রতন পাল নামে এক বাসিন্দার বাড়িতে চুরি হয়। ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়।

এদিন দুপুরে রতন গোঁসাইরহাট বাজারে গিয়েছিলেন। স্ত্রী ছোটশালবাড়িতে তাঁদের গালামালের দোকানে ছিলেন। বৌমা ছেলেকে নিয়ে স্কুলে গিয়েছিলেন। বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগে পেছনের গেট ভেঙে বাড়িতে ঢোকে চোর। আলমারি ভেঙে গয়না ও নগদ টাকা চুরি করে পালায়।

রতনের বৌমা সন্ধ্যা সরকার পাল বাড়ি ফিরে দেখেন গেটের তালা ভাঙা ও দরজা খোলা রয়েছে। শ্বশুর, শাশুড়িকে খবর দেন তিনি। এদিকে বিষয়টি জানাজানি হতেই প্রতিবেশীরা এসে জড়ো হন রতনের বাড়িতে।

রতনের বৌমা বলেন, 'আমার স্বামী ভিনরাজ্যে থাকেন। ছেলেকে নিয়ে স্কুলে গিয়েছিলাম। ফিরে দেখি বাড়িতে সমস্তকিছু এলোমেলোভাবে পড়ে রয়েছে। বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগে এই ঘটনা হয়েছে।' উপপ্রধান পরিক্ষিৎ বর্মন বলেন, 'এই এলাকার বাসিন্দারা দিনের বেলা জমিতে কাজে যায়। সেই সময় বাড়ি ফাঁকা থাকায় এই ধরনের ঘটনা হচ্ছে। এবিষয়ে পুলিশের সঙ্গে কথা বলব।'

সম্পাদক নিয়ে জটিলতা

নয়ারহাট, ৩১ জানুয়ারি : মাথাভাঙ্গা হাই মাদ্রাসার পরিচালন কমিটির সম্পাদকের পদ নিয়ে সংশয় তৈরি হল। দুই বছরের বেশি সময় ধরে গোলাম মোস্তাফা ওই পদে আছেন। তিনি মাথাভাঙ্গা-১ পঞ্চায়েত সমিতির নমিনি হিসেবে মাদ্রাসার পরিচালন কমিটিতে স্থান পান। কিন্তু শুক্রবার সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রাজিবুল হাসান সমিতির মনোনীত সদস্য হিসাবে গোলামের নাম লিখিতভাবে প্রত্যাহার করেন। এই জটিলতার জেরে শনিবার মাদ্রাসার বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা স্থগিত হয়ে গেল। হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক আব্দুল বাতেন আলির বক্তব্য, 'প্রশাসনিক জটিলতার বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হচ্ছে।' রাজিবুলের অভিযোগ, গোলাম নিজের দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করছিলেন না। পক্ষপাতমূলক আচরণ করছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিভাবকদের একাংশের নানা অভিযোগ রয়েছে। তাই মনোনীত সদস্য হিসাবে তাঁর নাম প্রত্যাহার করা হয়েছে। গোলামের দাবি, 'রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় রাজিবুল নমিনি হিসাবে আমার নাম প্রত্যাহার করেছেন।'

অবৈধভাবে মজুত কেরোসিনের ড্রাম বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ।

৩২০০ লিটার কেরোসিন বাজেয়াপ্ত

তুফানগঞ্জ, ৩১ জানুয়ারি : ডিস্ট্রিক্ট ইনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ ও তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে অবৈধভাবে মজুত ৩ হাজার ২০০ লিটার কেরোসিন তেল বাজেয়াপ্ত করল। সেইসঙ্গে ৫০ কেজি ধূসর রঙের পাউডার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। কেরোসিন তেলের সঙ্গে রঙিন পাউডার মিশিয়ে পেট্রোল ও ডিজেল হিসেবে তা খোলাবাজারে বিক্রি করা হত বলে অভিযোগ।

শুক্রবার গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে তুফানগঞ্জ থানার অন্তর্গত নাটাবাড়ি চাড়ালজানির বাসিন্দা জিতেন বর্মনের বাড়িতে ডিইবি ও তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ অভিযানে নামে। ডিইবি ইনস্পেকটর সুনীল তামাং জানান, ২০০ লিটারের ১৬টি ড্রাম বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। যদিও পৌঁছানোর আগে অবৈধ কারবারিরা পালিয়ে গিয়েছে। নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

ছাত্রীর হাত ধরে টান

দিনহাটা, ৩১ জানুয়ারি : স্কুলের গেটের বাইরে এক ছাত্রীর হাত ধরে টানাটানির অভিযোগ উঠেছে এক তরুণের বিরুদ্ধে। শুক্রবার ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল গোসানিমারি হাইস্কুল প্রাঙ্গণে। এদিন স্কুলে মাধ্যমিক পড়ুয়াদের অ্যাডমিট কার্ড দেওয়া হচ্ছিল। ঠিক সেসময়ই আচমকা ওই ঘটনা ঘটে। ছাত্রীটি কিছু বুঝে ওঠার আগেই স্কুল চত্বর থেকে বেপাত্তা হয়ে যায় ওই তরুণ। এরপর স্কুলে হইচই শুরু হয়। ছাত্রীর অভিভাবক এসে এবিষয়ে শিক্ষকদের কাছে অভিযোগও জানান।

হইচইয়ের মাঝে ফের তরুণদের একটি দল স্কুলে আসে। মূল অভিযুক্তকে ধরা না গেলেও একজনকে ধরে শিক্ষকরা এদিন পুলিশের হাতে তুলে দিলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। প্রধান শিক্ষক কনকচন্দ্র বর্মন এবিষয়ে বলেন, 'আমরা বিষয়টি পুলিশকে জানিয়েছি।' গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বলে জানায় দিনহাটা থানার পুলিশ।

আন্দোলন

কোচবিহার, ৩১ জানুয়ারি : উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থাকে বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে ও সংস্থার চুক্তিভিত্তিক কর্মী সহ ১২ দফা দাবিতে আন্দোলনে নামল নর্থ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন। শুক্রবার বিক্ষোভ দেখান সংগঠনের সদস্যরা। এরপর তাঁদের দাবি সংবলিত একটি স্মারকলিপি জমা দেন।

৫টি বোমা নিষ্ক্রিয়

মাথাভাঙ্গা, ৩১ জানুয়ারি : মাথাভাঙ্গা থানা এলাকায় বিভিন্ন সময়ে উদ্ধার হওয়া পাঁচটি তাজা বোমা নিষ্ক্রিয় করা হল। শুক্রবার চার সদস্যের বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াড আলিপুরদুয়ার থেকে মাথাভাঙ্গায় এসে পৌঁছায়।

মাথাভাঙ্গা থানার আইসি হেমন্ত শর্মার উপস্থিতিতে শহরের শনি মন্দির ছটপুজোর ঘাট সংলগ্ন সুটুঙ্গা নদীর চরে বোমাগুলিকে নিষ্ক্রিয় করা হয়। একইসঙ্গে বিভিন্ন সময়ে বাজেয়াপ্ত করা নিষিদ্ধ শব্দবাজিও এদিন নিষ্ক্রিয় করা হয়। তবে বোমা নিষ্ক্রিয় করার সময় একাধিক বিধিনিষেধের কথা বললেও বাস্তবে তার সঙ্গে কোনও মিল পাওয়া গেল না।

এদিন বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াডের এক আধিকারিককে ইউনিফর্ম ছাড়া খালি হাতে নদীর চরে বোমা বসাতে দেখা গিয়েছে। ওই আধিকারিকের ভূমিকা নিয়ে ইতিমধ্যে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

বোমা নিষ্ক্রিয় করার সময় ঘটনাস্থলের কাছে দমকলের একটি ইঞ্জিন এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। মাথাভাঙ্গা এবং মেখলিগঞ্জের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোচবিহারের অ্যাডিশনাল এসপি সন্দীপ গড়াই বলেন, 'মাথাভাঙ্গা থানা এলাকায় পুলিশি অভিযানে উদ্ধার হওয়া বোমা বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াডের সাহায্যে এদিন নিষ্ক্রিয় করা হয়। পাশাপাশি উদ্ধার হওয়া প্রচুর শব্দবাজি নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে।

জলসেচে অতিরিক্ত খরচ, আয় তলানিতে

সঞ্জয় সরকার

দিনহাটা, ৩১ জানুয়ারি : বিঘার পর বিঘা জমিতে কৃষকরা চাষাবাদে ব্যস্ত। কেউ তামাক গাছের পাতা কাটছেন, কেউ আবার ব্যস্ত বোরো ধান রোপণের জন্য খেত তৈরির কাজে। কিন্তু চূড়ান্ত ব্যস্ততার মাঝেও চাষিরা দিনহাটা-২ ব্লকজুড়ে জলসেচ সমস্যার কথা ভোলেননি। বুধবার কিশামত দশগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের টিয়াদহের চাষি প্রাণকান্ত বর্মনের ক্ষুব্ধ গলায় প্রশ্ন, 'পাম্পসেট সবার পক্ষে বসানো সম্ভব বলুন? অনেক ধারদেনা করে পাম্পসেট বসাতে হয়। যাদের সম্ভব হয় না, তারা অন্যের ভরসায় চাষাবাদ করে। খরচও এতে কয়েকগুণ বাড়ে।' এনিয়ে ক্ষোভের সুর এলাকার কৃষক মহলে। দিনহাটা-২ ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা শুভাশিস চক্রবর্তীর কথায়, 'সরকারি ভরতুকিতে সেচের যন্ত্রপাতি ও সামগ্রী সারাবছর সরবরাহ করা হয়।'

একই বক্তব্য বড়শাকদলের লাঙ্গুলিয়ার মহেন অধিকারীর। তিনি জানান, কৃষিকাজের ওপর এলাকার বেশিরভাগ মানুষ নির্ভরশীল। কৃষকদের কাছে জলসেচ সহজলভ্য করতে ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় সরকারি প্রকল্প তৈরি করা প্রয়োজন।' ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত ঘেঁষা দিনহাটা-২ ব্লক কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল। ব্লকের কিশামত দশগ্রাম, বড়শাকদল, বামনহাট, কালমাটি, চৌধুরীহাট, বুড়িরহাট, শালমারা ও নাজিরহাট সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় বছরভর ধান, পাট, ভুট্টার পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণে সবজি ও মরশুমি শস্যের চাষ হয়। অভিযোগ, স্বাধীনতার পর সাত দশক পেরিয়ে গেলেও প্রান্তিক এই এলাকার কৃষকদের জমিতে জলসেচ করতে ভরসা ব্যক্তিগত পাম্পসেট। বাম আমলে কিশামত দশগ্রাম, বামনহাট, গোবরাছড়া নয়ারহাট সহ বেশ কয়েকটি এলাকায় স্থানীয় বিভিন্ন নদী ও বিল থেকে সরকারি প্রকল্পের পাম্পসেটের মাধ্যমে জলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বর্তমান সরকারের আমলেও কালমাটি, নাজিরহাট শালমারা সহ একাধিক এলাকায় ভূগর্ভস্থ জল তুলে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু সেসবের অধিকাংশ এখন অকেজো। দিনহাটা-২ পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি ও সেচ বিষয়ক কর্মাধ্যক্ষ মন্নত আলির কথায়, 'এবিষয়ে সমিতিতে আলোচনা হয়েছে। সেচ দপ্তরের নজরে আনা হয়েছিল। আবারও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে।'

কালমাটির আমিনুর মিয়াঁ জানান, সরকারি খরচে জল দিতে পারলে বিঘা প্রতি ২৫০-৩০০ টাকা খরচ হয়। অন্যদিকে, ব্যক্তিগত খরচ তার প্রায় চারগুণ ছাড়িয়ে যায়। শালমারার সুদীপ সরকারের মন্তব্য, 'শুধু খরচ নয়। চাষের ব্যস্ত মরশুমে প্রায় সব চাষি পাম্পসেট লাগালে বিদ্যুতের ভোল্টেজ সমস্যায় পড়তে হয়। ব্লকজুড়ে সমীক্ষা করে বন্ধ হওয়া সরকারি প্রকল্পগুলি চালু হোক। পাশাপাশি নতুন পাম্পও লাগানো হোক।'

জমিতে জলসেচের জন্য পাম্পসেট বসিয়েছেন এক কৃষক।

অবহেলায় ধুঁকছে রাজ আমলের মাঠ

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ, ৩১ জানুয়ারি : রাজ আমলের প্রায় ২০০ বছরের পুরোনো ফুটবল খেলার মাঠের সঙ্গে অনেক ইতিহাস জড়িয়ে আছে। তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের নাটাবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজার সংলগ্ন এলাকায় কোচবিহার নাটাবাড়ি হেরিটেজ রোডের পাশে এই ফুটবল খেলার মাঠটি অবস্থিত। রক্ষণাবেক্ষণ ও সীমানা প্রাচীর না থাকায় ইতিহাসবিজড়িত এই মাঠটির পরিধি ক্রমশ কমছে। দিন-দিন এই মাঠের করুণ দশা দেখে ক্রীড়াপ্রেমী ও সংস্কৃতিপরায়ণ মানুষ সোচ্চার হয়েছেন। একসময় কোচবিহারের মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর এই মাঠে খেলেছিলেন। কোচবিহারের রাজকন্যা গায়ত্রী দেবী এই মাঠে সভা করেছিলেন। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে মাঠটি অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় রয়েছে। এর জেরে ক্রীড়াপ্রেমীরা এই মাঠ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। মাঠের একদিকে বাজার এলাকার আবর্জনা স্তূপাকারে জমিয়ে রাখা হয়েছে। দুর্গন্ধে টেকা মুশকিল বলে স্থানীয় খেলোয়াড়রা জানিয়েছেন। স্থানীয়দের প্রশ্ন, কবে এই মাঠ তার পুরোনো চেহারায় ফিরে আসবে? নাটাবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বাবলি মণ্ডল অধিকারী বলেন, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।'

নাটাবাড়ির এই ফুলটল মাঠ নিয়ে সোচ্চার ক্রীড়াপ্রেমীরা।

যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বড় বড় অট্টালিকা তৈরি হচ্ছে। খেলার মাঠ সংকুচিত হচ্ছে। বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা মাঠের অভাবে খেলাধুলোর প্রতি আগ্রহ হারাচ্ছে। মোবাইলে আসক্ত হচ্ছে। এই মাঠে কোচবিহারের মহারাজার টিমে এখনকার মনমোহন অধিকারী খেলতেন। মাঠের যত্রতত্র আবর্জনা পড়ে থাকছে। দুর্গন্ধে মাঠে যাওয়া যায় না। স্থানীয় খেলোয়াড় বিশাল পালের কথায়, 'নিয়মিত এই মাঠে অনুশীলন করি। মাঠটি শীঘ্রই খেলার উপযোগী করে তোলা হোক।'

অনেকে এই মাঠে চাকরির পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন খেলাধুলো, দৌড় অনুশীলন করে থাকেন। মাঠ পরিষ্কার না থাকায় তাঁদের খুব অসুবিধায় পড়তে হয়। এছাড়া রাতে নানা অসামাজিক কাজকর্ম চলার অভিযোগ উঠেছে। অনেকে মদ খেয়ে কাচের বোতল ফেলে যায়। কাচের টুকরোয় অনেক খেলোয়াড়ের হাত-পা কেটে যাওয়ার ঘটনাও ঘটছে। এই অবস্থায় মাঠের সঠিক সীমানা নির্ধারণ করে প্রাচীর দেওয়া হলে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ফিরে আসতে পারে বলে স্থানীয় বাসিন্দা জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যর অনুমান। তাঁর কথায়, 'এই মাঠে সারাবছর ধরে ফুটবল, ক্রিকেট সহ আঞ্চলিক ও ব্লক পর্যায়ের বিভিন্ন খেলা হয়। একসময় এখানে বড় ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হত। রাজারাও এই মাঠে অনেকবার খেলেছেন। কাজেই মাঠটিকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব প্রশাসন ও সকলের।'

আরেক বাসিন্দা প্রকাশ পাল জানান, ২০০ বছরের পুরোনো এই মাঠকে রক্ষা করতে হলে সীমানা প্রাচীর সংস্কার করা দরকার। আমাদের মতো ক্রীড়াপ্রেমীদের একটাই দাবি, রাজ আমলের মাঠটি আবর্জনামুক্ত করা হোক। পাশাপাশি মাঠটিকে পরিষ্কার করে খেলার উপযুক্ত করে সীমানা প্রাচীর দেওয়া হোক। প্রশাসনের উচিত মাঠের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৫৩ সংখ্যা, শনিবার, ১৮ মাঘ ১৪৩১

দূষণেও রাজনীতি

দিল্লির ৭০টি আসনে ৫ ফেব্রুয়ারির ভোটের লক্ষ্যে দানখয়রাতির হরেকরকমের প্রতিশ্রুতির প্রতিযোগিতা চলছে আপ, বিজেপি ও কংগ্রেসের মধ্যে। ভোটে এ ধরনের প্রতিশ্রুতি, প্রতিপক্ষকে ব্যঙ্গবিদ্রুপ ইত্যাদি এ দেশের রাজনীতির দস্তুর। কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে অন্য সব বিষয় ছাপিয়ে ওই তিন দলের চাপানউতোরের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে যমুনার দূষণ। যমুনার জলে দূষণ নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

কিন্তু ভোট প্রচারে সাধারণ মানুষের চোখে ঠেকছে সেই জল দূষণ নিয়ে তিন প্রধান রাজনৈতিক দলের তিন মহারথীর মধ্যে প্রায় কলতলার ঝগড়া। সূচনাটা অবশ্য আপ প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালই করেছিলেন। তাঁর অভিযোগ ছিল, হরিয়ানার বিজেপি সরকার যমুনার জলে বিষ মেশাচ্ছে। প্রতিবেশী রাজ্যের জন্যই দিল্লিবাসীকে যমুনার বিষাক্ত জল খেতে হচ্ছে। একটি রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ ঘিরে উথালপাতাল শুরু হয় রাজনীতিতে। হরিয়ানায় কেজরির বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়েছে।

কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বিষাক্ত জল পাঠিয়ে হরিয়ানার মানুষ দেশের প্রধানমন্ত্রীকে মেরে ফেলতে পারে বলে কথা কীভাবে একজন বলতে পারেন, তা নিয়ে তিনি কটাক্ষ করেন। দিল্লির প্রাক্তন আপ মুখ্যমন্ত্রীর হরিয়ানা সরকারকে অপমান করার অভিযোগের পাশাপাশি তাঁকে কার্যত সনাতন বিরোধী বলে দেগে দেওয়ার চেষ্টা করেন প্রধানমন্ত্রী।

লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করা একটি ভিডিওতে দিল্লিতে যমুনার হতশ্রী ছবি তুলে ধরেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে যমুনায় দূষণ ছড়ানোর একটি বিবরণ পেশ করেছেন তিনি। বিজেপি ও কংগ্রেসের লাগাতার আক্রমণের জবাবে কেজরিওয়াল প্রকাশ্যে যমুনার জল খেতে রাহুল গান্ধি এবং অমিত শা-কে পালটা চ্যালেঞ্জ ছুড়েছেন। তাঁর এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে হোক বা না হোক, হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়েব সিং সাইনি প্রকাশ্যে যমুনার জল পান করে কেজরিওয়ালকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, জাঠভূমের সরকার মোটেই যমুনার জলকে বিষাক্ত করে না।

এই রাজনৈতিক আকচা-আকচির মধ্যে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমারের সঙ্গেও দ্বৈরথে নেমেছেন কেজরি। দিল্লির আরও অনেক সমস্যার সঙ্গে অন্যতম যমুনার দূষণও। কিন্তু এই ইস্যুতে রাজনীতির লড়াই যতটা জমে উঠছে, সমস্যা সমাধানে তৎপরতা ততটা চোখে পড়ছে না। দিল্লিতে ২০১৩ সাল থেকে একটানা ক্ষমতায় রয়েছে আপ। গতবছর পর্যন্ত দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন কেজরিওয়াল। কাজেই প্রতি নির্বাচনে যমুনার জলকে দূষণমুক্ত করতে তাঁর প্রতিশ্রুতি কেন বাস্তবায়িত হয়নি, সেই কৈফিয়ত তাঁর কাছে চাওয়াই যায়।

আবার কেন্দ্রে ২০১৪ সাল থেকে একটানা ক্ষমতায় রয়েছে মোদি সরকার। এই নিয়ে তৃতীয়বার তিনি প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে। তাঁর নাকের ডগায় ভারতের সনাতন সংস্কৃতি এবং পরম্পরার সঙ্গে যুক্ত যমুনার জল পরিষ্কার না হওয়ার বিষয়টি দেখার খানিকটা দায়িত্ব তাঁর সরকারেরও। অথচ মোদি এবং কেজরিওয়াল নিজেদের গাফিলতি বেমালুম এড়িয়ে যাচ্ছেন। যমুনার দূষণের দায় কংগ্রেসেরও। কারণ তারা দীর্ঘ সময় দিল্লি ও কেন্দ্রের সরকারে ছিল।

আপ এবং বিজেপি যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি সামনে রেখে কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিল, তার সিকিভাগও বাস্তবায়িত করেনি। যমুনায় দূষণ সেগুলির অন্যতম। সবক্ষেত্রেই স্থানীয় ইতিহাস, সংস্কৃতির সঙ্গে নদীর সম্পর্ক থাকে। কায়রোর নীলনদ, নিউ ইয়র্কের হাডসন কিংবা লন্ডনের টেমসের মতো দিল্লির সঙ্গে যমুনার সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। দিল্লির মধ্যে মাত্র ২২ কিলোমিটার যমুনার গতিপথ। যা যমুনার মোট দৈর্ঘ্যের ২ শতাংশেরও কম। অথচ যমুনার জল দূষণের প্রধান কারণ দিল্লি।

নিকাশিনালার মাধ্যমে যাবতীয় নোংরা এবং দূষিত সামগ্রী যমুনায় মেশে। নিয়মিত পরিষ্কার না করার কারণ একমাত্র দিল্লি সরকারই বলতে পারে। ভোটের পরও যদি যমুনার জল দূষণ নিয়ন্ত্রণে আনার ব্যাপারে শুধু মুখে মারিতং রাজনীতি চলতে থাকে, তাহলে তার চেয়ে দুর্ভাগ্যের কিছু থাকবে না।

অমৃতধারা

সাধারণত চেতনা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে- এদিকে ওদিকে ছুটে বেড়ায়, এ বিষয় বা ও বিষয়ের ওপর ঘোরে ফেরে। যখন স্বভাবের ভালো কিছু করতে হয় তখন প্রথম কাজ যা তুমি করবে তা হচ্ছে এইসব ছড়িয়ে পড়া চেতনাকে জড়ো করে এনে একাগ্র করে ধরা। তখন যদি তুমি ঠিকভাবে লক্ষ কর তাহলে দেখবে যে তখন চেতনা একস্থানে ও এক বিষয়ের ওপর একাগ্র হয়েছে- যেমন হয় যখন তুমি কোনও কবিতা লেখ বা কোনও উদ্ভিদবিদ কোনও ফুলের স্বরূপ সম্বন্ধে পরীক্ষা করে। যদি তুমি কোনও চিন্তাতে একাগ্র হও তাহলে মস্তিষ্কের কোনও একস্থানে হবে, যদি তুমি কোনওভাবে একাগ্র হও, তাহলে হৃদয়ে হবে। যৌগিক একাগ্রতাও সাধারণভাবে সেই একই জিনিস- কেবল তা আরও বিস্তৃত ও গভীর হবে।

-শ্রীঅরবিন্দ

পদ্ম পুরস্কারে আজও আনুগত্যের অঙ্ক

শুধু আরতি মুখোপাধ্যায় নন, পদ্ম পুরস্কারে বঞ্চিত গায়িকা অলকা ইয়াগনিকও। গানের সাম্প্রতিক বাজার অবশ্য টলমল।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

রাজনীতির লোকেরাই শুধু ভাইরাল হওয়ার মতো বিতর্কিত মন্তব্য করবেন কেন? গায়করা কি বানের জলে ভেসে এসেছেন? অবশ্যই না।

তাই গানের রিয়েলিটি শো'র বিচারকের আসনে বসে যে যা খুশি বলে যাচ্ছেন। অনেকের নিজস্ব জনপ্রিয় গান বলতে বড়জোর দুটো। সেটাকে অস্ত্র করেই আজকাল বিচারক হওয়া যায়।

রেকর্ড এখন আর হয় না। ক্যাসেট হয় না। সিডিও হয় খুব কম। জলসাও হয় কম। গানের সিডির অনেক দোকান উঠে গিয়েছে। সে জায়গায় অনেকে সিগারেট-পান বিক্রি করেন।

হয় শুধু রিয়েলিটি শো। সেখানেই নামী শিল্পীদের প্রায়ই দেখা যায়। তাঁরা মাঝে মাঝে গান করেন। সবার গানেই এমন 'কেয়া বাত' এবং 'হায় হায়'-এর বন্যা, রীতিমতো অস্বাভাবিক। এর পাশে বিতর্ক তৈরি করে দেওয়াটাও বিচারকদের কাজের মধ্যে পড়ে।

যাঁরা বিচারক হতে পারেন না, ফাংশনের ডাকও পান না, তাঁরা কী করেন? তাঁরাও এখন নানা ছোটখাটো আইপড, ইউটিউব চ্যানেলের সাক্ষাৎকারে অনেক কিছু বলে যান। বা নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় লাইভ অনুষ্ঠান করে ফেলেন নিয়মিত।

এমন দুই অনুষ্ঠানে দুই অতিপরিচিত গায়কের মন্তব্য বিতর্ক সৃষ্টি করেছে মারাত্মক। সোনু নিগম প্রশ্ন তুলেছেন পদ্মশ্রী পুরস্কার নিয়ে। অভিজিৎ প্রশ্ন তুলেছেন গান্ধিজিকে নিয়ে। ঠিকই শুনেছেন। গান্ধিকে নিয়ে।

সোনুর প্রশ্ন সত্যিই খুব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি নিজের ইনস্টা হ্যান্ডলে প্রশ্ন করেছেন, 'বর্তমান প্রজন্মের অলকা ইয়াগনিকের দারুণ, দীর্ঘ সংগীত জীবন। অথচ তিনি কোনও পুরস্কার পাননি। শ্রেয়া ঘোষাল বহুদিন ধরে মন মাতাচ্ছেন। সুনিধি চৌহান পুরো প্রজন্মকে মাতিয়েছেন অন্যরকম গলায়। কিন্তু তিনিও স্বীকৃতি পাননি।'

অভিজিৎ কী বলেছেন? তাঁর মন্তব্য, 'মহাত্মা গান্ধি যেমন জাতির জনক ছিলেন, রাহুল দেব বর্মন তেমনই গানের জগতের জনক। ভারত আগেই ছিল। পরে পাকিস্তানের জন্ম হয়েছে। এই বিভাজনের জন্য দায়ী গান্ধি। তাঁকে বরং পাকিস্তানের জনক বলা যায়।'

সোনু আরও একটি প্রশ্ন তুলেছেন, কেন কিশোরকুমারকে মরণোত্তর পদ্ম সম্মান দেওয়া হবে না? উনি কোনও স্বীকৃতি পাননি। প্রশ্ন তুলেছেন, বেশ করেছেন। আরও একটা নাম সোনুর করা উচিত ছিল। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

সোনু প্রশ্ন তুলেছেন, অলকা ইয়াগনিক কেন পাননি পদ্ম পুরস্কার। তাঁর আরও একজনের নাম করা উচিত ছিল। আরতি মুখোপাধ্যায়। তিনি এখনও রয়েছেন আমাদের মধ্যে। লবিবাজি না করায় বঞ্চিত।

অনেকেই মনে করছেন, অরিজিৎ সিং এবার পদ্মশ্রী হওয়াতেই এই প্রশ্নগুলো তুলেছেন সোনু। অরিজিৎ অবশ্যই যোগ্য। তবে সোনু যে প্রশ্ন করেছেন, তা আদৌ ফেলে দেওয়ার মতো নয়। সোনু নিজেই পদ্মশ্রী ২০২২ সালে পেয়ে গিয়েছেন। সোনুকে স্যালুট, তিনি অলকার হয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। উদিত-শানু-কবিতা-অনুরাধাদের মতো চুপ করে থাকেননি।

রফি-কিশোর-মান্না-মুকেশ-তালাত-হেমন্ত-লতা-আশাদের জমানা যদি হিন্দি গানের প্রথম স্বর্ণযুগ হয়, দ্বিতীয় স্বর্ণযুগ অবশ্যই উদিত-শানু-অভিজিৎ-সোনু-অলকা-কবিতা-অনুরাধা-সাধনাদের আমল। গায়িকাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হিট গানের মালকিন অলকাই। তিনি কেন এভাবে বঞ্চিত, সেই প্রশ্ন উঠবেই।

কবিতা কৃষ্ণমূর্তি পদ্মশ্রী পেয়েছেন ১৯ বছর আগে, ২০০৫ সালে। অনুরাধার জুটেছে আরও ১২ বছর পরে, ২০১৭ সালে। এত বছরেও তাঁর প্রজন্মে সবচেয়ে বেশি হিট গানের অলকা পদ্মশ্রী পেলেন না?

উদিত নারায়ণ ২০০৯ সালে পদ্মশ্রী, ২০১৬ সালে পদ্মভূষণ। কুমার শানু ২০০৯ সালে পদ্মশ্রী। এই দুজনের সঙ্গে যাঁর অসংখ্য ডুয়েট গান ইতিহাসে ঢুকেছে, সেই অলকার এতদিনে পদ্মশ্রী জুটল না?

এটা সরকারের ব্যর্থতা, জনতার লজ্জা। লবির খেলা যে পদ্ম পুরস্কার, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের ক্ষেত্রে কত কাজ করে, আগের চারটে তথ্য তার নিখুঁত প্রমাণ। উষা উত্থুপ পদ্মশ্রী হয়েছেন ২০১১ সালে, পদ্মভূষণ ২০২৪ সালে। সন্ধ্যা বা আরতি মুখোপাধ্যায়ের কিছুই জোটেনি। জীবনের শেষ প্রান্তে সন্ধ্যাকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল পদ্মশ্রীর। তা প্রত্যাখ্যান করেন তিনি। লতাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফেলে দেওয়া সুমন কল্যাণপুরের পদ্ম পুরস্কার জোটে সবে, ২০২৩ সালে।

পদ্মশ্রী পাওয়ার ব্যাকরণ অনেকেই এখনও জানেন না। সাধারণত প্রতিবছর ১ মে থেকে ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে পদ্ম পুরস্কারের জন্য আবেদন করা যায়। কারও হয়ে সেই আবেদন করতে পারেন সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপাল, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বা রাজ্যের মন্ত্রীরা। সাংসদ বা কোনও সংস্থা। ভারতরত্ন বা পদ্মবিভূষণরা। তার মানে বোঝা যাচ্ছে, আরতি মুখোপাধ্যায় বা অলকা ইয়াগনিক বা শ্রেয়া ঘোষালরা কোনও জোরালো খুঁটি ধরতে পারেননি। তাঁদের রাজ্যের সাংসদ বা মন্ত্রীরাও তাঁদের হয়ে আবেদন করেননি। ভক্তরাও করেননি।

এসবের মধ্যে পদ্ম পুরস্কারের ক্ষেত্রে সরকারি কর্তারা এখন চমৎকার খেলা শুরু করে দিয়েছেন। অবশ্যই আড়ালে ভালো কাজ করে যাওয়া কিছু লোককে দেওয়া হয় পুরস্কার। সরকার বাহাদুরকে সেলাম। তবে এমন পাঁচজনকে দেওয়ার পর নিজেদের লবির দু'-তিনজনকে তালিকায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয় অঙ্ক কষে। এভাবেই কার্তিক মহারাজের মতো বিপজ্জনক বিতর্কিত চরিত্র পদ্মশ্রী পেয়ে গিয়েছেন লবিবাজির কোটায়।

কোটা ঠিকঠাক রাখতে হঠাৎ মরণোত্তর পুরস্কার গণহারে চালু হয়েছে এবার। যা দিয়ে দেওয়া হয় শারদা সিনহা, মনোহর যোশী, পঙ্কজ উধাস, বিবেক দেবরায়, ওসামু সুজুকি, বাসুদেবন নায়ারদের। গুজরাটের কবি চন্দ্রকান্ত শেঠও রয়েছেন। আমাদের বাঙালি সাহিত্যিকদের কিছু জোটে না। উপেক্ষিত থেকে যান কিশোর-হেমন্ত-সন্ধ্যারা। এমন বৈষম্যের অঙ্ক কিন্তু রাজ্য সরকারের বঙ্গ পুরস্কারেও কাজ করে। সরকারের প্রতি আনুগত্য দেখালেই অনেক জুনিয়ারের জুটে যায় পুরস্কার। যা রীতিমতো দৃষ্টিকটু। এখানে পুরো ব্যাপারটাই ঠিক করেন মুখ্যমন্ত্রী।

সিনেমাতেও দেখেছি, জাতীয় পুরস্কারে একটা সময় বেঙ্গল লবি নিখুঁত অঙ্কে কাজ করে যেত। দু'-তিনজন পরিচালক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রতিবছর পুরস্কার নিয়ে চলে যেতেন। একবার সে বছর সিনেমা করলে অন্যজন বানাতেন না। পদ্ম পুরস্কারের ক্ষেত্রে বাংলার উচ্চাঙ্গ সংগীতের একটা লবি এমন নিখুঁত কাজ করে যায়। তুমি এবার আমার কথা বলো, আমি পরের বার তোমার কথা বলব-- এটাই হচ্ছে আসল মন্ত্র।

গানের জগতের উপেক্ষা এবং রাজনীতি নিয়ে কথা বলতে বলতে মনে পড়ল আর একটা দৃশ্যের কথা। আহমেদাবাদে দিন দুই আগে অনুষ্ঠান করে গেল কোল্ড প্লে ব্যান্ড। প্রধান গায়ক ক্রিস মার্টিন। নরেন্দ্র মোদির নামে স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই। মাঠের ভিতরেও জায়গা নেই। উদ্যোক্তাদের হিসেবে গান শুনতে এসেছেন ১ লক্ষ ৩৪ হাজার লোক। কারও মতে, সেদিন স্টেডিয়ামে ছিলেন দেড় লক্ষ লোক।

মোদি নিজে বলেছিলেন, কনসার্ট ইকনমির ওপর জোর দিতে। ইদানীং এটাই হচ্ছে। ক্রিস মার্টিনের ভারত সফরের আগে কলকাতায় এলেন ব্রায়ান অ্যাডামস, পরে পুনে-বেঙ্গালুরু-হায়দরাবাদ-চেন্নাইয়ে হাজির এড শিরান। আহমেদাবাদের মতো ভিড় না হলেও সর্বত্র উন্মাদনা প্রবল। শিলং, ইন্দোর, চণ্ডীগড়ের মতো ছোট শহরেও এমন কনসার্ট হচ্ছে। এবং উপচে পড়ছে ভিড়। এমন শোয়ে গানের সঙ্গে থাকছে লেসার শো, আলোর খেলা, বাজির মেলা। একেবারে অন্যরকম। একটা ভালো না লাগলে আর একটা থাকছে দর্শকদের জন্য। ভরা প্যাকেজ।

এইসব দৃশ্যপট বলে দিচ্ছে, ভারতের জেড এবং আলফা জেনারেশনের সংগীত প্রেম কোন খাতে বইছে। কোন খাতে বইবে। এঁরা হয়তো বাঙালি গায়কদের গান শুনতে ৫০০ টাকার টিকিট কিনতে যাবেন না। অরিজিৎ-শ্রেয়ার অনুষ্ঠান ২০০০ টাকাতেও শুনতে রাজি। আবার ক্রিস মার্টিন, অ্যাডামস বা শিরানের অনুষ্ঠান দেখতে ১০ হাজার টাকার টিকিট কেটে অন্য শহরে যেতেও রাজি। এই পিরামিডটা চমৎকার।

এমন পরিস্থিতিতে বাংলার শিল্পীদের কথা বাদ দিন, সর্বভারতীয় গায়ক-গায়িকারাও রীতিমতো বিপন্ন। কী যে করবেন, সত্যিই বুঝে পাচ্ছেন না। একে হিন্দি সিনেমায় গানের প্রয়োগ কমে গিয়েছে অনেক। ওয়েব সিরিজ বা টিভি সিরিয়ালে গানের প্রয়োগ খুব কম। অতীতে নায়ক-নায়িকা বাদে অন্য অনেক চরিত্রের মুখে থাকত গান। কমেডিয়ান মেহমুদের লিপে কত সুপারহিট গান রয়েছে। কৃষক, বিবেক, পুরোহিত, বৃদ্ধ ভিক্ষুক, ড্রাইভারদের লিপে পর্যন্ত থাকত গান। প্রাণ, জনি লিভার, আগা, আইএস জোহরদের লিপে কত গান রয়েছে ভাবুন। এখন সে সব পার্শ্বচরিত্রের লিপে গান কার্যত অকল্পনীয়।

প্রশ্ন হল, তা হলে আমাদের শিল্পীরা কীভাবে ঢেউয়ের মধ্যে নিজেদের ভাসিয়ে রাখতে পারবেন?

তাঁরা নিজেরাও নানা পরীক্ষায় ভাসিয়ে রাখতে চান নিজেদের। ফেসবুক লাইভ। বিতর্কিত মন্তব্য। ইউটিউবে রোজগার। সরকারের গানের অনুষ্ঠানে ইট পেতে রাখা। কিছু মন্তব্য, কিছু গান ভাইরাল করার চেষ্টা। আর যদি রিয়েলিটি শোয়ে বিচারক হওয়া যায়, তা হলে তো সোনায় সোহাগা। ঝামেলাহীন উপার্জন এবং প্রচারের আলোয় থাকা। এখনকার যুগে একদিক দিয়ে প্রচার পাওয়া খুব কঠিন, আর একদিক দিয়ে প্রচার পাওয়া খুব সোজা।

এতক্ষণ তো শুধু নামী শিল্পীদের নিয়েই কথা বলে গেলাম। গ্রাম, মফসসল, ছোট শহরের শিল্পীদের হাতে তো অস্ত্র আরও কম। নামীরাই যদি অস্তিত্বের সংকটে ভোগেন, অনামীদের কী ভবিষ্যৎ?

আলোঝলমল পাহাড়ের নীচে উপত্যকা পড়ে থাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষার অন্ধকারে।

আরতি মুখোপাধ্যায়, অলকা ইয়াগনিক বহুদিন গাইলেও উপেক্ষিত। পরের প্রজন্মের শ্রেয়া ঘোষাল, সুনিধি চৌহানও বঞ্চিত।

আজ

১৯২২

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন ঔপন্যাসিক শক্তিপদ রাজগুরু।

১৯৬৯

আর্জেন্টাইন ফুটবলার গাব্রিয়েল বাতিস্তুতার জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

ঝড়, তুফান, বন্যা, খরা, বৃষ্টি যাই হোক না কেন, বাংলাদেশে নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন হতেই হবে। এর কোনও বিকল্প হতে পারে না। এই লক্ষ্যের পথে কেউ বাধা হয়ে দাঁড়ালে আমরা তাদের প্রতিহত করব।

- তারেক রহমান
(বাংলাদেশে বিএনপির কার্যনির্বাহী চেয়ারম্যান, খালেদার ছেলে)

ভাইরাল/১

এআইএডিএমকের এক নেতাকে জুতোপেটার ভিডিও ভাইরাল। তামিলনাড়ুর ওই নেতা মেয়েদেরকে ঘরভাড়া দিয়েছিলেন। যৌন হেনস্তার অভিযোগে তাঁরা ঘর ছেড়ে চলে যান। তারপরেও তাঁদের পিছু ছাড়েননি নেতাটি। পুলিশের হাতে দেওয়ার আগে নেতাকে 'শিক্ষা' দেন মেয়েরা।

ভাইরাল/২

পাকিস্তানে এক আদালতের বাইরে তুমুল মারপিট হচ্ছিল। আইনজীবী বনাম তাঁদের ক্লায়েন্ট। আইনজীবীরা চেয়ার ছুড়ে তিন ক্লায়েন্টকে মারতে থাকেন। কেউ আর কাউকে বাধা দিচ্ছিলেন না। একজন অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকেন।

উত্তরের পাঁচালি

স্মৃতিমাখা নীলকুঠি

নীল বিদ্রোহের কথা ছোট-বড় সকলেরই জানা। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের স্মৃতি আজও ভাসে বইয়ের পাতায়। উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর মহকুমার অধীনে রায়গঞ্জের অদূরেই করণদিঘির লাহুতাড়া গ্রাম। সেখানে আছে এক নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ। আজও ভাঙা ভাঙা ইটের টুকরো আর ঝোপজঙ্গল ফিশফিশ করে কথা বলে যায়। স্থানীয় মানুষের কাছে জানা যায় ব্রিটিশ নীলকরেরাই এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই কুঠি নির্মিত হয়েছিল ১৮০০ সাল থেকে ১৮৫৫ সালের মধ্যে। এই নীলকুঠি নির্মিত হয়েছিল পঞ্চাশ একর জমির ওপর উইলিয়াম কেরির তত্ত্বাবধানে। ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে স্থানীয় নীলচাষিদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনী যেন এই নীলকুঠির চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। সেই ১৮৩৯ থেকে ১৮৬০ সালের নীল বিদ্রোহের কথাই যেন উড়ছে কুঠি ঘিরে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হেরিটেজ কমিশন ৩০ মে ২০১১ সালে প্রথম নোটিফিকেশন জারি করে। শেষে ২০১৫ সালে এই নীলকুঠিকে হেরিটেজ ঘোষণা করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হেরিটেজ কমিশন। এই স্মৃতিবিজড়িত কুঠিকে পর্যটন মানচিত্রে স্থান দেওয়ার ব্যাপারে জোরদার সওয়াল করেছেন ইতিহাসপ্রেমীদের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দারাও।

-সুকুমার বাড়ই

নজরে।। করণদিঘির লাহুতাড়া গ্রামে নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ।

ওদের পাশে

আরতি সাহা।

পশুপ্রেমের আর এক নাম আরতি সাহা। প্রথাগত শিক্ষা সেভাবে নেই তবে পূর্ণ হৃদয় আর কঠোর পরিশ্রম নিয়ে দৈনিক ৯-১০টি বিড়াল, ১৭-১৮টি কুকুর, ২০-২২টি গোরুর খাবারের জোগান দেন। গত কয়েক বছর ধরে তাঁর এই কর্মকাণ্ড চলছে। নীরবে। ঠোঙা বানানো, চা পাতা ও ব্লিচিং পাউডার বিক্রিই সম্বল। নিজে নিরামিষাশী অথচ কুকুরদের জন্য দৈনিক রান্না করেন মুরগির মাংস। সবসময় সঙ্গে রাখেন ব্যাগভর্তি বিস্কুটের প্যাকেট। যেখানে যে কুকুর দেখতে পান ছড়িয়ে দেন। শুধু তাই নয় অসুস্থ পশুদের যতটুকু সাধ্য চিকিৎসা করেন। নিজের বাড়ির পাঁচিল ঘেঁষে কুকুরদের জন্য তৈরি করেছিলেন ইটের তৈরি ছয় কামরাবিশিষ্ট ঘর। এসবের জন্য পাড়াপ্রতিবেশীদের কাছ থেকে বিদ্রুপ এবং বিরোধিতা উভয়ই পেতে হয়। তবে শিলিগুড়ির সুকান্তনগরের এই বাসিন্দা দমবার পাত্র নন।

– সম্পা পাল।

'উত্তরের পাঁচালি' বিভাগে অভিনব যে কোনও বিষয়ে অনধিক ১৫০ শব্দে লেখা পাঠান। নির্বাচিত লেখা এই বিভাগে ছাপা হবে। পুরো নাম, ঠিকানা সহ লেখা পাঠান : বিভাগীয় সম্পাদক, উত্তরের পাঁচালি, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-এই ঠিকানায়। অনলাইনে (ইউনিকোড ফন্ট) লেখা পাঠানোর ঠিকানা : uttorerlekha@gmail.com

টেকনলজি যেভাবে দূষণ বাড়াচ্ছে পরিবেশে

এআইয়ের লুকোনো খরচ অনেক। এআই ব্যবহার করে ১০০ শব্দের ই-মেল লেখার পিছনে ১৬.৯ আউন্স বোতল জল দরকার।

মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায়

লস অ্যাঞ্জেলেসে ভয়াবহ আগুনের ছবিগুলো আমার স্ক্রিনজুড়ে জ্বলজ্বল করছিল। ছবিগুলোয় ঘরহারানো শোকাহত মানুষের স্মৃতি ছাই হয়ে যেতে দেখছি। আমি আমার টেবিলে থাকা জলের বোতলের দিকে তাকাই আর মনে হয়, জল আজকের পৃথিবীতে তরল সোনায় পরিণত হয়েছে।

চ্যাটজিপিটি এই অগ্নিকাণ্ডের জন্য সরাসরি দায়ী নাও হতে পারে, কিন্তু এই প্রসঙ্গে এআই প্রযুক্তি সম্পূর্ণরূপে দায় থেকে সরে যেতে পারে, এমন দাবি করা বিভ্রান্তিকর হবে।

চ্যাটজিপিটি সহ এআই প্রযুক্তিগুলি বিশাল ডেটা সেন্টারে থাকা কম্পিউটেশনাল পাওয়ারের ওপর নির্ভর করে। তাদের সার্ভারগুলিকে ঠান্ডা করার জন্য উল্লেখযোগ্য সম্পদ বিশেষত জল ব্যবহার করে। জানা যায়, তথ্যকেন্দ্রগুলি প্রতি কিলোওয়াট-ঘণ্টা শক্তি খরচ করে ০.১৮ থেকে ১.১ লিটার পরিষ্কার জল ব্যবহার করে ঠান্ডা করতে।

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, এআই ব্যবহার করে একটি সাধারণ ১০০ শব্দের ই-মেল লেখার পিছনে ১৬.৯ আউন্স বোতল জল দরকার হয়। তথ্যগুলি ইঙ্গিত করছে, এআই খুব দ্রুত ৬০ লক্ষ জনসংখ্যার দেশ ডেনমার্কের তুলনায় বার্ষিক ছয়গুণ বেশি জল ব্যবহার করছে। যেখানে ফায়ার হাইড্র্যান্টগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে, সেখানে লোকেরা চ্যাটজিপিটি-কে তাদের দৈনন্দিন খাওয়াপরার জন্য ব্যবহার করার বিষয়টি বড্ড অস্বস্তিকর।

জল ছাড়াও তথ্যকেন্দ্রগুলোর প্রচুর শক্তি প্রয়োজন। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী বিদ্যুৎ খরচের প্রায় ৪ শতাংশের জন্য দায়ী এই টেকনলজি। দেখা যাচ্ছে, ২০৩০ সালের মধ্যে এই চাহিদা বেড়ে দাঁড়াবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট বিদ্যুৎ ব্যবহারের ৮ শতাংশ। পরিবেশের ক্ষতি সেখানেই সীমাবদ্ধ নয়। এআই হার্ডওয়্যার, বিশেষ করে জিপিইউ নির্ভর করে অ্যালুমিনিয়াম, তামা, লিথিয়াম, কোবাল্ট এবং টাংস্টেনের মতো ধাতুর ওপর। এই সমস্ত ধাতু খনি থেকে তোলায় পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে। পাশাপাশি খনি অঞ্চলে মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং সশস্ত্র সংঘাত তৈরি হচ্ছে।

এআই-এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। যেখানে ই-বর্জ্য তৈরি হচ্ছে এবং কার্বন নির্গমন ঘটছে এআই মডেলগুলির গোটা প্রশিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে। এআই ব্যবস্থাকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য বিদেশযাত্রার সমপরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গত হচ্ছে। যা উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবেশগত খরচ বাড়িয়ে দিচ্ছে।

এর সমাধান কী? আইনের মাধ্যমে কর্পোরেশনগুলিকে তাদের কার্বন ফুটপ্রিন্টের জন্য দায়ভার চাপাতে হবে। পাশাপাশি টেকসই এআই অনুশীলন প্রচার চালাতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, মাইক্রোসফটের 'গ্রিন এআই' উদ্যোগ। যা পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিকে অগ্রাধিকার দেয় এবং সেটি একটি আশাব্যঞ্জক নজির স্থাপন করেছে। এআই ডেভেলপার, ডেটা সেন্টার এবং এনার্জি সেক্টরের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রযুক্তির অগ্রগতিকে পরিবেশ রক্ষার সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে। এবং এতে এআই-এর খরচ কমার সম্ভাবনা রয়েছে।

(লেখক টাটা স্কলার, ক্যালিফোর্নিয়ায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৫৪

পাশাপাশি : ১। পুরো পাকেনি, আধ পাকা ফল ৩। কয়েকটি পরগণার সমষ্টি ৫। পানের বাটা বা পান রাখার পাত্র ৭। যে কন্দ মশলা হিসেবে ব্যবহৃত হয় ৯। পৃথিবীর যতদূর পর্যন্ত সূর্যের আলো পৌঁছায় ১১। আচমকা বা অপ্রত্যাশিতভাবে ১৪। যা অনুমোদন করা হয়েছে ১৫। এ রাজ্যের একজন সংগীত শিল্পী।

উপর-নীচ : ১। রাজার বিচারসভা ২। একটি টক ফলের নাম ৩। ইলিশের মতো দেখতে ছোট মাছ ৪। সহায় সম্বলহীন ৬। খুব তীক্ষ্ম ৮। নিটোল বা সুঠাম, সুগঠিত ১০। যে মেয়ের গায়ে কলঙ্কের দাগ আছে ১১। আয়েশ, আনন্দ বা সুখ ১২। হোঁচট বা ঠোকর খাওয়া ১৩। গোলা ছোড়ার অস্ত্র।

সমাধান ■ ৪০৫৩

পাশাপাশি : ১। কীর্তন ৩। ব্যাধ ৫। বোঙ্গা ৬।অলকা ৮।নবম ১০।চম্পক ১২।শীতলা ১৪।বচ ১৫।চঞ্চু ১৬।মড়ক।

উপর-নীচ : ১। কীর্তিমান ২। নবোদ্যম ৪। ধবল ৭। কারু ৯। আশী ১০।চমচম ১১।কপর্দক ১৩।তথাচ।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

নতুন অ্যাপ

হাতির হানায় ক্ষতিপূরণের আবেদনের জন্য একটি নতুন অ্যাপ চালু করতে চলেছে রাজ্য সরকার। খুব শীঘ্রই এই অ্যাপ আসছে।

খুন

ফের ব্যারাকপুর মহকুমায় শুটআউটের ঘটনা ঘটল। শুক্রবার দুপুরে নৈহাটির ব্যানার্জিপাড়ায় সন্তোষ যাদব নামে এক তৃণমূল কর্মীকে গুলি করে খুন করেছে দুষ্কৃতীরা।

রিপোর্ট তলব

রাজ্যের স্মার্ট ক্লাসরুমগুলির পড়াশোনা নিয়ে রিপোর্ট তলব করল শিক্ষা দপ্তর। স্মার্ট ক্লাসরুমগুলিতে পড়াশোনার মান বৃদ্ধি কতটা হয়েছে, তা ওই রিপোর্টে জানাতে হবে।

বাতিল ট্রেন

সপ্তাহান্তে ফের ভোগান্তির শিকার হবেন শিয়ালদা শাখার যাত্রীরা। শনি ও রবিবার বালি ব্রিজে কাজের জন্য ১০৮টি লোকাল ট্রেন বাতিল করা হচ্ছে।

সরস্বতী আসেন যদি আজ আমাদের পাড়ায়...

হাতেটানা রিকশায় গৃহস্থের ঘরের পথে। শুক্রবার কলকাতায়। - এএফপি

নিষিদ্ধ আরও ১৭টি ওষুধ

রাজ্যজুড়ে চিকিৎসায় সংকটের আশঙ্কা

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি : গুণমান নিয়ে অভিযোগ ওঠার পর ফার্মা ইমপেক্স ল্যাবরেটরির স্যালাইন উৎপাদন বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এবার ওই সংস্থার ১৭টি ওষুধ নিষিদ্ধ ঘোষণা করল স্বাস্থ্য ভবন। রাজ্যের সমস্ত হাসপাতালে নির্দেশ পাঠিয়ে বলা হয়েছে, ফার্মা ইমপেক্স ল্যাবরেটরির তৈরি কোনও ওষুধ যেন ব্যবহার করা না হয়। এভাবে স্যালাইন ও জীবনদায়ী ওষুধ বাতিলের ফলে রাজ্যজুড়ে চিকিৎসা সংকটের সম্ভাবনা রয়েছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন চিকিৎসকরা।

মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এক প্রসূতির মৃত্যু ও চার প্রসূতির অসুস্থ হওয়ার পরই স্যালাইন নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এক্ষেত্রে অভিযোগ স্যালাইনের জন্যই মৃত্যু হয়েছে এক প্রসূতির। এই অভিযোগের পরই পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালসের উৎপাদিত সমস্ত ওষুধ ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করে স্বাস্থ্য ভবন। কালো তালিকাভুক্ত করা হয় ওই সংস্থাকে। রাজ্যের সমস্ত হাসপাতালে ওই কোম্পানির স্যালাইন সহ বিভিন্ন ওষুধই ব্যবহার করা হত। সেই স্যালাইন ও ওষুধ ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়ায় তার বদলে ফার্মা ইমপেক্সের স্যালাইন ও ওষুধ ব্যবহারের নির্দেশ দেয় স্বাস্থ্য দপ্তর।

সম্প্রতি ফার্মা ইমপেক্সের স্যালাইন নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। কেন্দ্র ও রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোল আধিকারিকরা সংস্থার বারুইপুরের কারখানায় পরপর তিনদিন যৌথ অভিযান চালায়। স্যালাইন সহ অন্যান্য ওষুধের গুণমান পরীক্ষা করা হয়। এরপরই জানানো হয়, ফার্মা ইমপেক্সের স্যালাইনেও সমস্যা আছে। প্রথমে নির্দেশ দেওয়া হয়, ওই কোম্পানির স্যালাইন যেন ব্যবহার না করা হয়। পরে কোম্পানির আরও ১৭টি ওষুধ ব্যবহারেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। কালো তালিকাভুক্ত করা হয় ফার্মা ইমপেক্সকে। ওই দুই সংস্থার স্যালাইন ও ওষুধ নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে হাসপাতালগুলিতে ওষুধের সংকটের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

এই বিষয়ে অভয়া আন্দোলনের অন্যতম মুখ জুনিয়ার ডাক্তার অনিকেত মাহাতো বলেন, 'চিকিৎসা নিয়ে যে রাজ্য সরকারের সদিচ্ছা নেই তা বোঝা যাচ্ছে। এভাবে একের পর এক সংস্থার স্যালাইন ও ওষুধ বাতিল হলে রাজ্যজুড়ে চিকিৎসা সংকট শুরু হবে। অবিলম্বে দুর্নীতিমুক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা চালু করতে হবে। এজন্যই আমরা লড়ছি।' সিনিয়ার ডাক্তার সুবর্ণ গোস্বামী বলেন, 'ইতিমধ্যেই হাসপাতালগুলিতে স্যালাইন সহ বিভিন্ন অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের আকাল দেখা দিয়েছে। সমস্যা হচ্ছে বিকল্প ওষুধ সরকারের কাছে নেই। তাই রোগীদের সঠিক চিকিৎসা করা সম্ভব হচ্ছে না। চিকিৎসক হিসেবে আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন।'

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সিনিয়ার চিকিৎসক ডাঃ উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বেগের সঙ্গে বলেন, 'রাজ্যজুড়ে সংকট নয়, হাহাকার শুরু হয়েছে। স্যালাইন সহ অধিকাংশ জীবনদায়ী ওষুধকেই বাতিল বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর। অথচ বিকল্প কোনও ব্যবস্থা নেই। স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার মুখে। জীবনদায়ী ওই সমস্ত ওষুধ না থাকায় রোগীদের চিকিৎসা করা অসম্ভব হয়ে পড়ছে।'

অ্যাসোসিয়েশন অফ হেল্থ সার্ভিসেস ডক্টরস-এর পক্ষে ডাঃ মানস গুমটা বলেন, 'রাজ্যের চিকিৎসা ব্যবস্থা এক ভয়ংকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছে। সরকারি হাসপাতালে ৮০-৯০ শতাংশ প্রান্তিক মানুষ চিকিৎসা নিতে যান। হাসপাতাল থেকে জীবনদায়ী ওষুধ না পেয়ে তাঁরা বাইরে থেকে ওষুধ কিনতে বাধ্য হচ্ছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন স্যালাইনের। এই সংকটের জন্য যাঁরা দায়ী তাঁদের কী হবে?'

আরজি করে দুর্নীতি, মঙ্গলে চার্জ গঠন

কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি : আরজি করের আর্থিক দুর্নীতি মামলায় সন্দীপ ঘোষ সহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার চার্জ গঠন হবে বলে জানিয়ে দিল নিম্ন আদালত। শুক্রবার আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালতের বিচারক জানিয়ে দেন, ওইদিনই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন হতে চলেছে। আর্থিক দুর্নীতিতে নিম্ন আদালতে দ্রুত বিচারপ্রক্রিয়ার নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। এদিন সেই নির্দেশ পুনর্বিবেচনার আর্জি জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন সন্দীপ ঘোষ ও আশিস পান্ডে। তবে তাঁদের আবেদন খারিজ করে দেন বিচারপতি তীর্থংকর ঘোষ। তিনি মন্তব্য করেন, 'আরজি কর দুর্নীতি মামলায় বিচারে প্রক্রিয়াগত দেরি (সিস্টেমেটিক ডিলে) করা হচ্ছে। কে বা কারা করছে আমি সেদিকে যাচ্ছি না।'

আরজি করের আর্থিক দুর্নীতি মামলায় বিচারপতি তীর্থংকর ঘোষের এজলাসে সম্প্রতি সিবিআই জানায়, আর্থিক দুর্নীতিতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বিচারপ্রক্রিয়ার শুরুতে সরকারি অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। তারপরই সাতদিনের মধ্যে নিম্ন আদালতে বিচার শুরুর নির্দেশ দেওয়া হয়। দ্রুত বিচারপ্রক্রিয়া শেষ করতে বলে হাইকোর্ট। সেই নির্দেশ মেনে বৃহস্পতিবার চার্জশিট গ্রহণ করে নিম্ন আদালত। এই নির্দেশই পুনর্বিবেচনার আর্জি জানানো হয়। তবে তাতে বিশেষ আমল দেননি বিচারপতি। এদিন আদালতে সন্দীপের আইনজীবী দাবি করেন, হাইকোর্টের নির্দেশের পর তিনদিনের মধ্যে চার্জ গঠন করতে চাইছে সিবিআই। এতদিন তারা নথি পায়নি। এখন হাইকোর্টের নির্দেশের পর ১০ হাজার পাতার নথি দেওয়া হয়েছে, যা দ্রুত পড়ে ওঠা সম্ভব নয়। ফলে অভিযুক্তদের নিজেদের পক্ষে যথাযথ বক্তব্য রাখা যাবে না। তাই দ্রুত শুনানির আবেদন করা হয়। তখনই বিচারপতি বলেন, 'গত বছরের নভেম্বরে চার্জশিট জমা দেওয়ার পরও ট্রায়ালে দেরি হচ্ছে এটা লক্ষ্য করেছি। সেই কারণেই দ্রুত বিচারপ্রক্রিয়া শুরুর নির্দেশ দেওয়া হয়।'

কড়া ব্যবস্থা চান বিমান

কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি : সরকার এত দুর্বল নয় যে, এসব ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারবে না। যোগেশচন্দ্র ল কলেজে সরস্বতীপুজো করতে না দেওয়া নিয়ে তৃণমূলের ছাত্রনেতার মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে এই কথা বলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দোপাধ্যায়। যদিও অভিযুক্ত ছাত্রনেতার পাশে দাঁড়িয়ে পুরো ঘটনাকে বিজেপির উসকানি বলেই দাবি করেছে তৃণমূল। সিপিএমের পালটা দাবি, আসলে এটা তৃণমূল-বিজেপির বোঝাপড়া।

এদিন বিধানসভায় অধ্যক্ষ বলেন, 'ওই কলেজে বরাবর ছাত্রছাত্রীরা সরস্বতীপুজো করে। কেউ যদি তা বন্ধ করার হুমকি দেয় তাহলে তার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। আমার মনে হয় সরকার এত দুর্বল নয় যে, এসব ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারবে না।' কলেজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনেরও সহযোগিতা করা উচিত বলেও মন্তব্য করেন বিমান। যদিও এই ঘটনায় কার্যত ওই ছাত্রনেতার পাশেই দাঁড়িয়েছে দল।

নজর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ওপর

কৃষিঋণের বরাদ্দ বাড়তে পারে বাজেটে

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি : ২০২৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনের আগে এটাই শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট। তাই আসন্ন বাজেট যে জনমোহিনী হতে চলেছে, সেই ধারণা করেছেন অনেকেই। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, এবারের বাজেটে নিম্ন মধ্যবিত্ত মহিলা ও কৃষকদের জন্য একগুচ্ছ পরিকল্পনা নিচ্ছে রাজ্য সরকার। সেই পরিকল্পনার কথা রাজ্য বাজেটে ঘোষণা করতে পারেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। মূলত স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে ঋণদানের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে নিম্ন মধ্যবিত্ত মহিলাদের আর্থিক দিক থেকে আরও স্বনির্ভর করে তুলতে চাইছে রাজ্য সরকার। কৃষকদের আরও কাছে টানতে কৃষিঋণের পরিমাণ বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্য সরকারের। সাধারণত স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও কৃষকদের ঋণ দেয় সমবায় ব্যাংকগুলি। এই ব্যাংকগুলি রাজ্য সরকারের সমবায় দপ্তরের অধীনে। ইতিমধ্যেই সমবায় দপ্তরের কর্তাদের সঙ্গে এই নিয়ে কথা বলেছেন অর্থ দপ্তরের কর্তারা। কৃষিঋণ ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে ঋণদানের এনপিএ (নন পারফর্মিং অ্যাসেট)-এর হার অত্যন্ত কম। তাই কৃষক ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে আরও ঋণ দিতে চাইছে রাজ্য সরকার।

নবান্ন সূত্রে খবর, ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে কৃষিঋণের জন্য বরাদ্দের পরিমাণ ১০ হাজার কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ১২ হাজার কোটি টাকা করা হয়েছিল। রাজ্য সরকারের হিসাব মতো কৃষকরা এই পরিমাণ টাকাই ঋণ নিয়েছে। রাজ্য সরকার কৃষিঋণ দেওয়ার ফলে কৃষকদের আর মহাজনদের কাছ থেকে মোটা সুদে ঋণ নিতে হচ্ছে না। তাঁরা উপকৃত হচ্ছেন। সেই কারণে এবারের বাজেটে এই ঋণদানের জন্য বরাদ্দ ১২ হাজার কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৫ হাজার কোটি টাকা করার পরিকল্পনা রয়েছে। আবার স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকেও ঋণ দেওয়ার ফলে গ্রামাঞ্চলে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা অনেক বেশি স্বনির্ভর হয়েছেন। তাঁদের উৎপাদিত জিনিস বিপণনের ব্যবস্থাও করছে রাজ্য সরকার। ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে ঋণদানের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল ১৪ হাজার কোটি টাকা। আগামী অর্থবর্ষে অর্থাৎ ২০২৫-'২৬ সালে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে ঋণদানের জন্য বরাদ্দ ১৬ হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত করা হতে পারে। ইতিমধ্যেই সমবায় দপ্তরের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই নিয়ে কথা হয়েছে।

এবারের বাজেট যে যথেষ্ট চমকপ্রদ হতে চলেছে, তার আভাস ইতিমধ্যেই মিলেছে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে বরাদ্দ বাড়বে বলে উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে নিজেই জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। মহিলাদের জন্য আরও কিছু সামাজিক প্রকল্প আনার পরিকল্পনাও রয়েছে। তবে এই সামাজিক প্রকল্প চালাতে রাজ্য সরকারকে বিপুল পরিমাণ ব্যয় করতে হবে। সেই কারণে রাজ্য নিজস্ব আয় বাড়াতে বিশেষ নজর দিচ্ছে। ভূমি ও ভূমি সংস্কার, পরিবহণ, আবগারি, খনিজ সম্পদ প্রভৃতি দপ্তরে যাতে রাজস্ব আরও বাড়ানো যায়, সেদিকে নজর দিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রধান সচিবদের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

উদ্যোগী রাজ্য

- নিম্ন মধ্যবিত্ত মহিলা ও কৃষকদের জন্য একগুচ্ছ পরিকল্পনা
- ২০২৫-'২৬ সালে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে ঋণদানের জন্য বরাদ্দ ১৬ হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত করা হতে পারে
- মহিলাদের জন্য আরও কিছু সামাজিক প্রকল্প আনার পরিকল্পনা

ফের জামিন খারিজ পার্থর

কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি : প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় শুক্রবারও জামিন পেলেন না প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। এদিন সিবিআইয়ের তরফে আদালতে চার্জশিটের কপি জমা দেওয়া হয়নি। তারা তিনটি চার্জশিটের কপি জমা দেওয়ার জন্য সময় চেয়ে নেয়। সঠিক সময়ে অভিযুক্তদের প্রয়োজনীয় নথি দিতে না পারায় এদিন প্রশ্নের মুখে পড়ে সিবিআই। বিচারক সিবিআইয়ের আইনজীবীর থেকে জানতে চান, কেন এত সময় লাগছে। কারণ, এই মামলায় প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় সহ প্রভাবশালী ব্যক্তিরা রয়েছেন।

এদিন সিবিআইয়ের আইনজীবী আদালতে জানান, এখনও পর্যন্ত তিনটি চার্জশিটের কপি জমা দেওয়ার জন্য সময় চাওয়া হয়েছে।

পুলিশি নিরাপত্তায় পুজো

কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি : যোগেশচন্দ্র আইন কলেজে এবার পুলিশি নিরাপত্তায় সরস্বতী পুজো হতে চলেছে। শুক্রবার ওই কলেজে পুলিশ মোতায়েন করে পুজোর অনুমতি দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত এদিন নির্দেশ দেন, লালবাজারে যুগ্ম কমিশনার (অপরাধ) নিরাপত্তার নজরদারি করবেন। বহিরাগতরা কলেজে যাতে প্রবেশ করতে না পারে তা দেখবে পুলিশ। কলেজের যেখানে পুজো হয় সেখান থেকে অস্থায়ী নির্মাণ সরানোর দায়িত্ব নেবে চারুমার্কেট থানা।

মুখ্য সচেতকের পাশের আসনে বালু

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি : বিধানসভার আসন্ন বাজেট অধিবেশনে মুখ্য সচেতকের পাশের আসনেই বসবেন হাবড়ার তৃণমূল বিধায়ক ও প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। র‍্যাশন দুর্নীতি কাণ্ডে ইডির হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার পর প্রায় ১৪ মাস পর সদ্য জামিনে হাজতবাস থেকে মুক্তি পেয়েছেন জ্যোতিপ্রিয়। সম্প্রতি বিধায়ক হিসাবে বিধানসভায় ঢোকার ছাড়পত্র পেতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রও জমা দেন তিনি। এরপরই আসন্ন বিধানসভার বাজেট অধিবেশন কক্ষে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের আসন নির্দিষ্ট করতে মুখ্য সচেতককে নির্দেশ দেন স্পিকার। তার ভিত্তিতেই আপাতত বিধানসভার ট্রেজারি বেঞ্চে মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষের পাশের আসনটিই তাঁর জন্য বরাদ্দ করল বিধানসভা। শুক্রবার অধ্যক্ষ বিমান বন্দোপাধ্যায় বলেন, 'জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক অধিবেশনে যোগ দেবেন। তিনি বিধানসভার সদস্য। বিধানসভার অধিবেশনে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে ওঁর বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতের কোনও নির্দেশ নেই।' রাজনৈতিক মহলের মতে, মন্ত্রী না থাকলেও বিধানসভায় জ্যোতিপ্রিয়র আসনই বলে দিচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এখনও 'গুরুত্বপূর্ণই' আছেন জ্যোতিপ্রিয় ওরফে বালু।

পছন্দের বইয়ের খোঁজে। শুক্রবার কলকাতা বইমেলায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল

ক্যালেন্ডার বিতর্কে 'জল' অভিষেকের

কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি : জানুয়ারি মাসের প্রথমেই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিস থেকে বিলি হওয়া ক্যালেন্ডার নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। তারপরই ওই ক্যালেন্ডার বাতিল করে নতুন ক্যালেন্ডার জেলাগুলিতে বিলি করা হয়েছে। এই বিষয়ে দলের পক্ষ থেকে এতদিন কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

শুক্রবার দিল্লি যাওয়ার আগে কলকাতা বিমানবন্দরে এই ইস্যুতে মুখ খুললেন অভিষেক। তিনি বলেন, 'এই বিষয়ে আমি কিছু জানি না।' তাঁর পালটা প্রশ্ন, 'কী হয়েছে?' তারপরই বিষয়টি খোলসা করে দিয়ে অভিষেক বলেন, 'দুটি ক্যালেন্ডারেই দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি ছিল। আমি শুনেছি, কিছু কিছু সংবাদমাধ্যম একটি নির্দিষ্ট অ্যাঙ্গেল থেকে এই নিয়ে খবর করেছে। সেটা ঠিক নয় বলেই আমি মনে করি।'

অভিষেক বলেন, 'একটি ক্যালেন্ডার শুধুমাত্র ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের জন্য দেওয়া হয়েছিল। অন্য একটি ক্যালেন্ডার দলের মাধ্যমে পৌঁছেছিল। পরে শুনেছিলাম, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিটি পছন্দ নয়। তাই তিনি ক্যালেন্ডার ব্যবহার করতে নিষেধ করেছিলেন। তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। এর মধ্যে তো কোনও বিরোধ নেই।'

এই বছর প্রথমে যে ক্যালেন্ডার পাঠানো হয়েছিল, তাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তুলনায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি আকারে বড় ছিল। এই নিয়ে বিতর্ক তৈরি হওয়ার পরই ওই ক্যালেন্ডার ব্যবহার করতে জেলাগুলিকে নিষেধ করা হয়।

তারপর নতুন যে ক্যালেন্ডার দেওয়া হয়েছে, তাতে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি তুলনামূলকভাবে অনেকটা বড়। অভিষেকের ছবি কিছুটা হলেও ছোট। ওই নতুন ক্যালেন্ডারই জেলায় ব্যবহার করা হচ্ছে। এই ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে অভিষেকের দূরত্ব তৈরি হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেছিলেন। কিন্তু অভিষেক আবারও স্পষ্ট করে দিলেন দলনেত্রীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

অভিনব।। নতুন-পুরোনো বই সংগ্রহ করে এই ট্রাম সাজিয়েছে বইপ্রেমীদের সংগঠন সরস্বতী ভাণ্ডার। এই সব বই কেনার জন্য নয়, বিনামূল্যে দেওয়ার জন্য। ট্রামটি ছাড়বে ধর্মতলা থেকে। শ্যামবাজার হয়ে ফিরবে আবার ধর্মতলায়। মাঝে থামবে অনেকবার। কলকাতা অনাথ আশ্রমের ছোটদের হাতে তুলে দেওয়া হবে বই। ছবি ও তথ্য : আবির চৌধুরী

কেউ নিখোঁজ, কেউ ফিরলেন মৃতাবস্থায়

দক্ষিণবঙ্গ ব্যুরো

৩১ জানুয়ারি : প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভে পুণ্য অর্জনের আশায় গিয়ে নিখোঁজ হয়েছেন বাংলার অনেকে। ইতিমধ্যে কারও কারও মৃতদেহ বাড়িতে পৌঁছেও গিয়েছে। যদিও নিয়মনীতি না মেনে দেহ পাঠানোর অভিযোগ উঠেছে উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথের সরকারের বিরুদ্ধে। মহাকুম্ভে পদপিষ্টের ঘটনার পর থেকে এখনও নিখোঁজ বীরভূমের রামপুরহাটের গায়ত্রী দে। রামপুরহাট পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের ডাক্তারপাড়ার বাসিন্দা ৫৮ বছর বয়সি গায়ত্রীদেবী ২৭ জানুয়ারি আত্মীয়দের সঙ্গে প্রয়াগরাজে গিয়েছিলেন। ২৯ জানুয়ারি দুর্ঘটনার পর থেকে তাঁর আর খোঁজ মেলেনি। এই ঘটনায় রামপুরহাট থানায় লিখিত অভিযোগ করেছে তাঁর পরিবার।

অন্যদিকে, পদপিষ্টে মৃত ৭৮ বছর বয়সি ঊর্মিলা ভুঁইয়ার দেহ শুক্রবার বিকেলে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পৌঁছায়। সেখানে ময়নাতদন্তের পর ওই বৃদ্ধার দেহ শালবনি ব্লকের গুড়াইপাটানা গ্রামে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। শালবনির বিডিও রোমান মণ্ডল মৃতার পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন।

এদিকে ময়নাতদন্ত না করে, মৃত্যুর শংসাপত্র ও নথি ছাড়াই প্রয়াগরাজ থেকে বিনোদ রুইদাসের মৃতদেহ আসানসোলের জামুড়িয়ায় পাঠাল যোগী সরকার। প্রশ্ন উঠছে, এভাবে দেহ বাড়িতে পাঠানো কতটা আইনসংগত?

এদিন সকাল ১১টার পরে একটি অ্যাম্বুল্যান্সে করে উত্তরপ্রদেশ পুলিশের এক কনস্টেবল বিনোদের মৃতদেহ জামুড়িয়ায় নিয়ে আসেন। সঙ্গে ছিলেন বিনোদের শ্যালক বিষ্ণু রুইদাস ও তাঁর বন্ধু প্রেম কুমার। সেই অ্যাম্বুল্যান্স সোজা যায় জামুড়িয়া থানার কেন্দা ফাঁড়িতে। ময়নাতদন্ত না করে এভাবে দেহ পাঠানোয় ক্ষোভ প্রকাশ করে পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেন, 'এমন অমানবিক আচরণ কোনও রাজ্যের সরকার যে করতে পারে তা আমার জানা ছিল না।'

কুপিয়ে বাবার প্রেমিকাকে খুন নাবালকের

কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি : বাবার সঙ্গে পরকীয়া মেনে নিতে পারেনি ১৬ বছরের কিশোর। তাই বাবার প্রেমিকাকে প্রকাশ্যে গলার নলি কেটে ও কুপিয়ে খুন করল সে। সঙ্গী তার মা ও এক তুতোভাই ওয়াসিম আক্রাম। বৃহস্পতিবার রাতে হাড় হিম করা এই খুনের ঘটনাটি ঘটে ইএম বাইপাসের ধারে। পুলিশ অভিযুক্ত তিনজনকেই গ্রেপ্তার করেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, মহম্মদ ফারুক আনসারি নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন রফিয়া শাকিল শেখ নামে এক তরুণী। এই নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই ফারুকের পরিবারে ঝামেলা চলছিল। বিশেষ করে তাঁর কিশোর পুত্র ও স্ত্রী তীব্র আপত্তি জানাচ্ছিলেন। কিন্তু বেপরোয়া ফারুক কারও কথাই শুনতেন না। গাড়ি ভাড়া দেওয়ার ব্যবসা করেন ফারুক। বৃহস্পতিবার রাতে রফিয়াকে নিয়ে একটি গাড়ি করে রাত ৮.৫০ নাগাদ বাইপাস ধাবার কাছে একটি চায়ের দোকানে গিয়েছিলেন ফারুক। তখনই তাঁর কিশোর পুত্র অপর একটি গাড়িতে তার মা ও এক ভাইকে নিয়ে ওই ধাবার কাছে যায়। এক্ষেত্রে বাবা ফারুকের মোবাইলের জিপিএস ট্র্যাক করে ওই ধাবার কাছে তারা গিয়েছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে। সেখানে গিয়ে রফিয়ার ওপর চড়াও হয় তারা। ফারুকের নাবালক পুত্র তাঁর গলায় কোপ মারে। রক্তাক্ত অবস্থায় রফিয়া পালানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁকে ধরে ফেলে ওয়াসিম। তখনই ওই তরুণীর শরীরে একের পর এক কোপ দেয় ফারুকের ছেলে। সেইসময় ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় ফারুক। যে গাড়িতে করে ফারুকের ছেলে এসেছিল, সেই গাড়ির চালকও ভয়ের চোটে পালায়।

চিৎকার চ্যাঁচামেচি ও তরুণীর আর্তনাদে স্থানীয় মানুষ ছুটে আসেন। তাঁরাই রফিয়াকে উদ্ধার করে এনআরএস হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। স্থানীয়রা ওই নাবালককেও ধরে ফেলেন। খবর পেয়ে আসে পুলিশ। তারা তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। পরে ওই কিশোর জানায়, হাতেনাতে ধরতে বাবার গাড়িতে জিপিএস ট্র্যাকার লাগিয়ে রেখেছিল সে। পুলিশ তাদের ব্যবহৃত অস্ত্রগুলি বাজেয়াপ্ত করেছে।

মমতার বিবৃতি দাবি

কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি : শহরের বহুতল দুর্নীতি কাণ্ডে কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে গ্রেপ্তারের দাবি জানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। আসন্ন বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে কলকাতার বহুতল ভেঙে পড়া কাণ্ড নিয়ে বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি দাবি করবে বিজেপি। শুক্রবার কলকাতা পুরসভা সংলগ্ন এলাকায় বহুতল দুর্নীতি কাণ্ডে প্রতিবাদ সভা করল বিজেপি। সেখানে শুভেন্দুর দাবি, তৃণমূল জমানায় অন্তত ৫ হাজারের বেশি জলাশয় বুজিয়ে বহুতল নির্মাণ করা হয়েছে। এইসব বেআইনি নির্মাণের পিছনে কলকাতা পুরসভার কাউন্সিলার ও মেয়র সরাসরি যুক্ত। শুভেন্দুর দাবি, অবিলম্বে রুরকির মতো আইআইটিকে দিয়ে কলকাতার সমস্ত বহুতলের মাটি পরীক্ষা ও নকশা পরীক্ষা করাতে হবে পুরসভাকে।

উত্তরকণ্ঠের বাচিক সন্ধ্যা

কবিতার বোধের সঙ্গে জীবন বোধ মিলে গেলে আবৃত্তি স্থান ও কালের সীমানা অতিক্রম করে যায়। আর এভাবেই আবৃত্তিকার তখন হয়ে ওঠেন মহাকালের ভাষ্যকার। বাচিকশিল্পী শান্তনু তালুকদার ক'দিন আগে দীনবন্ধু মঞ্চে উত্তরকণ্ঠ আবৃত্তি শিক্ষায়তনের দ্বিতীয় দ্বিবার্ষিক অনুষ্ঠানে নীলাচলে মহাপ্রভুর অন্তিমক্ষণের যে ধারাভাষ্য শুনিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে একটি মাস্টারপিস হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। শব্দ শিক্ষায় যাঁরা ব্রহ্মত্ব লাভ করেন তাঁরাই এ ধরনের মাইলস্টোন পুঁতে যেতে পারেন। এই অনুষ্ঠান ছিল মূলত উত্তরকণ্ঠের কর্ণধার এই শহরের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় বাচিকশিল্পী রিনিক্তা দাশগুপ্ত ও তাঁর শিক্ষার্থীদের। আর শিল্পী শান্তনু তালুকদার ছিলেন সেখানে আমন্ত্রিত অতিথিশিল্পী। শিল্পীর সঙ্গে উত্তরকণ্ঠের এই অনুষ্ঠানের দীপালোক পর্বে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন উত্তালের বর্ষীয়ান নাট্যব্যক্তিত্ব পলক চক্রবর্তী, প্রবীণ বাচিকশিল্পী স্বাগতা পাল এবং সংগীতশিল্পী মৌসুমি দাশগুপ্ত।

এই অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের নানা ধরনের আবৃত্তি, শ্রুতিনাটক নিবেদনের সঙ্গে ছিল সকলের ভালোলাগার নাটক 'চমচম কুমার'। শিক্ষার্থীদের নিবেদনে আন্তরিক অনুশীলনের প্রতিফলন ছিল। রিনিক্তার নিবেদন ছিল রবীন্দ্রনাথের 'ঝড়ের খেয়া' এবং অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'মানুষ ঈশ্বর হবে'। মঞ্চজুড়ে তখন এক আশ্চর্য অনুভূতি। মনে হল এ যেন পূর্ণকুম্ভে অবগাহনের প্রশান্তি। এদিনের অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন অমিতাভ ঘোষ।

- ছন্দা দে মাহাতো

ছন্দোবদ্ধ।। *শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে উত্তরকণ্ঠ আবৃত্তি শিক্ষায়তনের দ্বিতীয় দ্বিবার্ষিক অনুষ্ঠান।*

রিঙ্কু স্মরণ

মাথাভাঙ্গা তথা কোচবিহার জেলার নাট্য জগতের একজন প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী ছিলেন রিঙ্কু সাহা ভট্টাচার্য। গত ২৪ ডিসেম্বর মাথাভাঙ্গা শহরের নজরুল সদনে ওই নাট্যকর্মীর ১৭তম প্রয়াণ দিবস পালন করল রিঙ্কু সাহা ভট্টাচার্য স্মৃতিরক্ষা সমিতি। সহযোগিতায় ছিল মাথাভাঙ্গা গিলোটিন। গিলোটিন নাট্য সংস্থাতেই তাঁর নাট্যজীবন মূলত আবর্তিত ছিল।

প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। শিশুশিল্পী আরুষি বসুর উদ্বোধনী সংগীত এবং বিভিন্ন শিল্পীর নাচ ও গানে পরিপূর্ণ ছিল গোটা অনুষ্ঠান। প্রয়াত অভিনেত্রীর কর্মময় জীবনের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন পুত্র আকাশ সাহা ও গিলোটিনের সভাপতি জয়ন্ত গুহঠাকুরতা।

স্মৃতিরক্ষা সমিতির পক্ষে জয়ন্ত সাহা জানান, এবার থেকে প্রতি বছরই দিনটি পালন করা হবে। থিয়েটারের প্রসারের স্বার্থে স্মৃতিরক্ষা সমিতি বছরভর কাজ করে যাবে। অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকেই কোচবিহার জেলার থিয়েটারে অসামান্য অবদানের জন্য কোচবিহার ইন্দ্রায়ুধ গোষ্ঠীকে ২০২৪ সালের রিঙ্কু সাহা স্মৃতি সম্মান প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে মঞ্চস্থ হয় দুটি একাঙ্ক প্রযোজনা। ইন্দ্রায়ুধ প্রযোজিত 'জ্বালা' ও গিলোটিনের নতুন প্রযোজনা 'মারি ফারারের জবানবন্দি।'

–বিশ্বজিৎ সাহা

নানা কথা

সমাজসেবী তথা উত্তরবঙ্গের প্রথম মহিলা টোটোচালক মুনমুন সরকার ওরফে মুনিয়া সরকারের আত্মজীবনীমূলক বই 'আমি টোটো মুনিয়াদি' কিছুদিন আগে পাঠকদের হাতে ধরা দিয়েছে। শহরতলি প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত এই বইটির পাতায় পাতায় মুনিয়ার জীবনলড়াইয়ের পাশাপাশি সমাজসেবার কথা রয়েছে। কীভাবে প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকতে হয় তা এই বইটি পড়লে উপলব্ধি সম্ভব। অন্যদিকে, শিলিগুড়ির বাসিন্দা ভাষাকর্মী সজলকুমার গুহর বাংলা ও ইংরেজিতে লেখা পঞ্চম বই 'নানা বিষয় নানা কথা' ৪২তম উত্তরবঙ্গ বইমেলার লিটল ম্যাগাজিন মেলার মঞ্চে প্রকাশিত হয়েছে। বিপ্লবী, মনীষীদের পাশাপাশি মন, মগজের মতো নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে এই বই। অন্যদিকে, কবি ধনঞ্জয় পালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'চিরদিনের' অনেকের নজর কাড়ল। *–সম্পা পাল*

জমজমাট।। *শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে দেবশংকর হালদার অভিনীত 'বনস্পতির ছায়া' নাটকের একটি মুহূর্ত।*

সব ভালোর নাট্যমেলা

পায়ে পায়ে ২২ বছর ধরে পথ হেঁটে শিলিগুড়ি নাট্যমেলা ২০২৫-এ কর্পোরেট নাটকের সঙ্গে ঢালতরোয়ালহীন মফসসলের নাটকের মল্লযুদ্ধ দেখা গেল। এ লড়াইয়ে কলকাতার সঙ্গে পাল্লা দিতে কোমর কষে নেমেছিল শিলিগুড়ির সব নাট্যদলের জোট শিলিগুড়ি নাট্যমেলা সমন্বয়। প্রযোজনা ছিল পল্লব বসুর নির্দেশনায় নাটক 'ফুটুস'। তার আগে বাদল সরকারের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে অণুনাটক 'বাদল ছায়ায়' পরিবেশিত হয়। রচনা ও পরিচালনায় ছিলেন বর্ষীয়ান নাট্যব্যক্তিত্ব কুন্তল ঘোষ।

কলকাতার তারকা খচিত নাটকে প্রত্যাশিতভাবেই থাকে পেশাদারি দক্ষতা। নাট্যমেলায় কলকাতার ছয়টি নাটকের মধ্যে ছিল নয়ে নাটুয়ার প্রযোজনা 'দুসরা', উষনিক কলকাতার প্রযোজনা 'ভূত', কলকাতা টুইস্টের প্রযোজনা 'বনস্পতির ছায়া', ইচ্ছেমতো কলকাতার নাটক 'ঘুম নেই', চাকদহ নাট্যজনের প্রযোজনা 'মালা ও মলি' এবং বালিগঞ্জ স্বপ্ন সূচনার প্রযোজনা 'তিন নম্বর চোখ'। এই সময়ের এই নজরকাড়া প্রযোজনাগুলিতে মঞ্চে ও নেপথ্যে কাজ করেছেন দেবশংকর হালদার, গৌতম হালদার, শুভাশিস মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীব সরকার, বিন্দিয়া ঘোষ, সৌরভ পালোধি, বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো একগুচ্ছ স্টার শিল্পী। আর তাঁদের পাশে বেথলেহেমের তারা হয়ে জ্বলে উঠতে দেখা গেল প্রবীণ নাট্য ব্যক্তিত্ব অণু চক্রবর্তীর নাতিকে। রতনকুমার দাসের লেখা 'ফুটুস' নাটকের ওই চার বছরের শিশুই (দীপ্রজ্যোতি মুখোপাধ্যায়) কলকাতাকে বুঝিয়ে দিয়েছে এ লড়াই চলবে।

অর্থ কীভাবে মানুষের পারিবারিক সম্পর্ককেও নিয়ন্ত্রণ করে এই নাটক তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে। পেশাদারিত্বের পাশে মনপ্রাণ ঢালা অভিনয়ে পাল্লা দিয়েছেন শংকর ঘোষ, সোনালি দে, জয়দীপ বড়াল, প্রশান্ত পাল, ইতিকণা চক্রবর্তী, নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, অরূপ রতন রায়, শম্পা সাহা, উজ্জ্বল রায়, প্রদীপ দাস, রমেন রায়, রঞ্জিত গুপ্তা, শুভম সিং এবং সুরজ গুপ্তা। সন্দেহ নেই পরিচালক পরম মমতায় নাটকটিকে সব রকম উপাদান দিয়ে সাজিয়ে দর্শকদের কাছে উপভোগ্য করার চেষ্টা করেছেন। কম্পোজিশনের কিছু খামতি বাদ দিলে সামগ্রিক অভিনয় বেশ ভালো। নেপথ্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন ধনপতি মণ্ডল, রমেন রায়, কুন্তল ঘোষ, শক্তিপ্রসাদ আইচ, প্রলয় সরকার ও সঞ্চিতা বসু।

সমবেত।। *নাটক শেষে মঞ্চে 'ফুটুস'-এর কলাকুশলীরা।*

এবার নাট্যমেলার উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব তথা চলচ্চিত্র অভিনেতা দেবদূত ঘোষ। সঙ্গে ছিলেন নাট্যকার রতনকুমার দাস, নাট্যমেলা কমিটির পক্ষে অশোক ভট্টাচার্য, ডঃ তপন চট্টোপাধ্যায়, পল্লব বসু ও জয়দীপ বড়াল। সঞ্চালনায় ছিলেন সুদীপ চৌধুরী ও পারমিতা বিশ্বাস। শেষ দিনে দুজন প্রবীণ শিল্পীকে নাটকে তাঁদের অবদানের জন্য সম্মাননা জানানো হয়। নাট্যমেলা সম্মাননা পান রতন নন্দী এবং রত্না ভট্টাচার্য স্মৃতি সম্মাননা পান পম্পা কর্মকার। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে মঞ্চে ছিলেন অশোক ভট্টাচার্য, উত্তরবঙ্গ সংবাদের জেনারেল ম্যানেজার প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী ও সঞ্জীবন দত্ত রায়।

'বাদল ছায়ায়' নাটক এগিয়েছে এই সময়ের একজন নাট্যকারের সঙ্গে বাদল সরকারের সাক্ষাৎকারের সূত্র ধরে। অভিনয়ে নাট্যকারের ভূমিকায় ছিলেন কুন্তল ঘোষ এবং বাদল সরকারের ভূমিকায় সলিল কর। বাদল সরকারের কাজ ও সময় সম্পর্কে এ নাটক খানিকটা ধারণা দেবার চেষ্টা করেছে। অভিনয়ে দুজনেই চরিত্রকে সফলভাবে মঞ্চে রূপায়ণ করে নাটকের মূল বার্তা দর্শকদের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছেন।

পরপর অনেকগুলো বিভিন্ন ধরনের ভালো মিষ্টি খেলে মুখ মেরে আসে। স্বাদের অভিজ্ঞতাও গুলিয়ে যায়। কখনও মনে হয় প্রথম দুটো বেশি ভালো ছিল। কখনও মনে হয় শেষের দুটো। কেউ বলবেন মাঝের দুটো। সব মিলিয়ে এই উৎসবে কলকাতার নাটক ছিল ছয়টি। আর দর্শকদের ভালোলাগার সংখ্যাও ছয়। গৌতম হালদারের পরিচালনায় 'দুসরা', ঈশিতা মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'ভূত', বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় 'বনস্পতির ছায়া', সৌরভ পালোধির নির্দেশনায় উৎপল দত্তের নাটক 'ঘুম নেই', সুদীপ্ত দত্তের পরিচালনায় 'মালা ও মলি' এবং অতনু সরকারের পরিচালনায় 'তিন নম্বর চোখ'। আর ম্যান অফ দ্য ম্যাচ ছিলেন নাট্যকার রতনকুমার দাস। তাঁর তিন-তিনটি নাটক এই নাট্যমেলায় মঞ্চস্থ হয়েছে। দুজন প্রবীণ নাট্যশিল্পীকে নাটকে তাঁদের অবদানের জন্য সম্মাননা জানানো হয়। নাট্যমেলা সম্মাননা পান রতন নন্দী এবং রত্না ভট্টাচার্য স্মৃতি সম্মাননা পান পম্পা কর্মকার। সব মিলিয়ে শিলিগুড়ি নাট্যমেলা ২০২৫ যে এবার সবদিক থেকেই ভালো হয়েছে এ বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। *– ছন্দা দে মাহাতো*

সম্মানিত সাংবাদিক

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির আয়োজনে সম্প্রতি শিলিগুড়িতে লিটল ম্যাগাজিন মেলা হয়ে গেল। মেলার শেষ দিনে উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রবীণ সাংবাদিক জ্যোতি সরকারকে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। উত্তরের হাওয়া লিটল ম্যাগাজিন মেলার মুক্তমঞ্চে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সচিব বাসুদেব ঘোষ প্রবীণ সাংবাদিকের সম্মাননা হাতে তুলে দেন।

তিনি বলেন, 'জ্যোতিবাবু দীর্ঘদিন যাবৎ সংবাদ পরিবেশনের পাশাপাশি নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে চলেছেন। দুটি বইও লিখেছেন। আশা করব, আগামীতেও তাঁর পথ চলা এভাবেই অম্লান থাকবে।' উমেশ শর্মা, শিশির রায়নাথ, সুতপা সাহা, দেবব্রত চাকি, গৌতম ভাদুড়ি, পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বিশিষ্টরা এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

শালবাগানে সমারোহ

কোচবিহার অনাসৃষ্টির ব্যবস্থাপনায় শালবাগান নাট্যোৎসব এবারে পঞ্চম বছরে। প্রকৃতির কোলে, প্রকৃতির মাঝে সম্পূর্ণ অকৃত্রিম আবহে সকাল থেকে সন্ধ্যা অনাসৃষ্টি মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির মেলবন্ধন রচনা করল আরও একবার। কিছুদিন আগে কোচবিহার শালবাগানের প্রাকৃতিক মঞ্চে অভিনীত হল বেশ কয়েকটি নাটক। অনাসৃষ্টির পরিবেশ সংরক্ষণ ও সামাজিক সচেতনতা প্রচারের উদ্দেশ্যেই এমন স্থান বাৎসরিক উৎসবের জন্য তারা গত পাঁচ বছর ধরে বেছে নিচ্ছে। নাটক ছাড়াও নানা সাংস্কৃতিক এবং পরিবেশগত কার্যক্রম এই উৎসবকে সার্থক করে তুলেছিল। মঞ্চস্থ হল কোচবিহার অগ্নি নাট্য সংস্থার নাটক 'ফেরা', কোচবিহার অনুভবের 'ইনাসিমিয়া', বাগানবাড়ি ড্রামাটিক ক্লাব; মুর্শিদাবাদের 'যমুনার জলে', চন্দননগর স্বপ্ননীড়ের প্রযোজনা 'অন্য পৃথিবী', ইন্দ্রায়ুধের 'একটি কুকুরের শ্রেণী চরিত্র', কাঁকিনাড়া শিল্পায়নের নাটক 'আদাব', ঠাকুরপুকুর রাজাসাজা নাট্য সংস্থার 'কল্পনা', দুবরাজপুর সেঁজুতি নাট্য সংস্থার প্রযোজনা 'চিঠি', সাঁইথিয়া ওয়েক আপ নাট্য দলের 'ফকির কলমা অপেরা', কোচবিহার ব্রাত্যসেনার 'সঞ্জয় উবাচ', কোচবিহার আইপিএ'র 'মানুষ', কালকূটের নাটক 'ভারী', কোচবিহার আনন্দম কালচারাল সেন্টারের প্রযোজনা 'লতা', কোচবিহার কলেজের প্রযোজনা 'অদ্ভুত' এবং আয়োজক সংস্থার দু'খানি প্রযোজনা 'পাখি' ও 'মাশান'। এছাড়াও আয়োজিত হয় আন্তঃবিদ্যালয় নাট্য প্রতিযোগিতা, যাতে সেরার শিরোপা পেয়েছে সদর গভর্নমেন্ট হাইস্কুল, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানে ছিল যথাক্রমে সিস্টার নিবেদিতা হাইস্কুল এবং ডুয়ার্স ইন্টারন্যাশনাল পাবলিক স্কুল। দিনের আলোয় এবং রাতে মশালের আলোয় আয়োজিত উৎসবের নাটকগুলি ছিল প্রাণবন্ত আবহে জারিত। নাটকের উৎসবকে ঘিরে চিত্রকলা প্রদর্শনী, শালবাগান হাটে হাতের কাজের পসরা প্রদর্শন এবং জঙ্গল পাঠাগার বৈচিত্র্যের স্বাদ দিয়েছে। *–নীলাদ্রি বিশ্বাস*

টানটান।। *কোচবিহার অনাসৃষ্টির ব্যবস্থাপনায় শালবাগান নাট্যোৎসবের একটি মুহূর্ত।*

ভিন্ন আঙ্গিকে

সম্প্রতি জলপাইগুড়ি আনন্দ চন্দ্র কলেজের অধ্যাপক গবেষক রঞ্জিৎ বর্মনের বই 'সমাজতন্ত্রের আলোকে প্রাগজ্যোতিষপুরের পৌরাণিক ইতিহাস'-এর আনুষ্ঠানিক উন্মোচন হল। শিক্ষাবিদ ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষের হাতে। সৌমেন্দ্রপ্রসাদ সাহা, ডঃ সুপম বিশ্বাস, গবেষক আবদুল লতিফ, ডঃ ফুলচান বর্মন প্রমুখ বইটির বিষয়ে আলোচনা করেন। লেখকের গবেষণার বিষয়ে সুমন রায় সকলকে অবহিত করেন। অন্যদিকে, জলপাইগুড়ি সুভাষ ভবনে গোবিন্দ রায়ের লেখা 'মিশন চায়না' বইটি প্রকাশিত হল। রামঅবতার শর্মার হাত ধরে। লেখকের চিন ভ্রমণ নিয়ে বইটি। *–জ্যোতি সরকার*

নতুন ধারা

কিছুদিন আগে শিলিগুড়িতে বইমেলায় শহরতলি প্রকাশনী একগুচ্ছ বই নিয়ে হাজির হয়েছিল। প্রকাশক তন্ময় বসাক বললেন, 'এই বইগুলির মধ্যে 'ল্যান্ডোর ডায়েরিজ' গদ্যের চলনে এক নতুন ধারা যুক্ত করল। যেখানে গদ্যের ভেতর কবিতার মেজাজে এগিয়েছে একজোড়া নাম না জানা যুগলের ভালোবাসার গল্প। এই গদ্য সংগ্রহের স্রষ্টা সৌরভ মজুমদারের এটি তৃতীয় গদ্যের বই। সুপ্রসন্ন কুণ্ডুর প্রচ্ছদ সকলের নজর কাড়ল।

–অনিন্দ্য পাল

সমবেত উদ্যোগ

সৃষ্টিসুখ।। *ইসলামপুর কালচারাল ডেভেলপমেন্ট ফোরামের উদ্যোগে সাংস্কৃতিক কর্মশালা।*

ইসলামপুর কালচারাল ডেভেলপমেন্ট ফোরামের উদ্যোগে সাংস্কৃতিক বিষয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল ১১ জানুয়ারি শনিবার। নৃত্য, সংগীত ও আবৃত্তি এই তিনটি বিষয়ে কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন যথাক্রমে শিলিগুড়ির নৃত্যশিল্পী ঋতুপর্ণা মুখোপাধ্যায়, আলিপুরদুয়ারের সংগীতশিল্পী জ্যোতির্ময় সেন ও মালবাজারের বাচিকশিল্পী মীনাক্ষী ঘোষ। কর্মশালায় শতাধিক শিক্ষার্থী অংশ নেয়। উপস্থিত তিনজন প্রশিক্ষকের সংস্থার তরফে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ইসলামপুর ফিউচার ক্যাম্পাসে সংগীত বিষয়ক, ইসলামপুর টাউন লাইব্রেরি হলে আবৃত্তি বিষয়ক এবং মুক্তমঞ্চে নৃত্য বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজক সংস্থার যুগ্ম সম্পাদক আইভি বিশ্বাস ও সুশান্ত নন্দী জানান, যাঁরা নৃত্য, সংগীত এবং আবৃত্তিচর্চা করেন কর্মশালার মাধ্যমে তাদের জ্ঞানের বিকাশের বিষয়টিকে সামনে রেখেই প্রতিবার এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় ইসলামপুর মহকুমার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা অংশ নেয়।

–সুরমা রানি

বইটই

মোহিত স্মরণ

জন্মের পর তাঁকে দেখে তাঁর দিদি নাকি খুবই মোহিত হয়েছিলেন। তাই তাঁর নাম রাখা হয় 'মোহিত'। পদবী ঘোষ। অনন্য লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত মানুষটি তিনটি চা বাগানের ডিরেক্টর ছিলেন। জলপাইগুড়ির মানুষটি আকাশবাণী শিলিগুড়ির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। তাঁকে স্মরণ করে প্রকাশিত হয়েছে কিরাতভূমির **কবি মোহিত ঘোষ জন্মশতবার্ষিকী স্মারক সংখ্যা (১৯২১-২০২১)** কলম ধরেছেন আনন্দগোপাল ঘোষ, উমেশ শর্মা, গৌতমেন্দু নন্দী, মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস, গোপা ঘোষ পালচৌধুরীর মতো অনেকেই। সম্পাদক সুমন রায়ের কথায়, 'কবি মোহিত ঘোষের মহাজীবনকে সবার সামনে তুলে ধরতেই আমাদের এই প্রচেষ্টা।'

অজানা তথ্য

বাংলা-বিহার-নেপাল সীমান্তে ঠাকুরবাড়ি এস্টেট সংলগ্ন ২৫০ বছরের বনেদি দেশীয় জমিদারবাড়ি। এমন একটি বিষয়টি নিয়ে সবার মনে কৌতূহল থাকাটাই স্বাভাবিক। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ উমেশ শর্মা সবার সেই কৌতূহল নিরসনে লিখেছেন **চুরলি এস্টেট**। মোগল-বৌদ্ধ ও করিন্থিয়ান স্থাপত্যের নিদর্শন এস্টেটের প্রাসাদ। এখানকার দুর্গাপুজো সারা বাংলায় অদ্বিতীয় ও মূর্তি চিন্তনে ব্যতিক্রমী। এমন নানা বিষয়কে লেখক খুব যত্ন সহকারে পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন। বর্ষীয়ান এই লেখক অবশ্য সব সময়ই অনালোচিত নানা বিষয়কে এভাবেই সবার সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। প্রকাশনী বিয়ন্ড হরাইজন পাবলিকেশন।

জাগুক বিবেক

'রাজপথে আছড়ে পড়ে/ যৌবনের ঢেউ,/ শুনছে কানে দেখছে বসে/ তোলপাড় করছে টিভির পর্দার কেউ।' লিখেছেন শিউলি চক্রবর্তী। 'ঢেউ' শীর্ষকে কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছে উত্তরবঙ্গ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদের ত্রৈমাসিক মুখপত্র **উত্তরধ্বনি**র **প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা**য়। আরজি কর কাণ্ডে নির্যাতিতাকে নিয়ে এই সংখ্যার অনেকটা অংশ। তাপস দাসের লেখা 'বাচিক শিল্প ও সামাজিক মূল্যবোধ' লেখাটি বেশ ভালো লাগে। শশাঙ্কশেখর মাইতি, দেবব্রত দত্তদের লেখাগুলি মনকে বেশ ভাবায়। সমাজকে ভালোভাবে জাগিয়ে তুলতে সম্পাদক উৎপল চৌধুরীর প্রচেষ্টা যে কতটা দরদি তা পত্রিকার প্রতিটি পাতাতেই স্পষ্ট।

ছোটদের জন্য

ছোটদের জন্য বলা ভুল। এ বই আসলে বড়দের জন্যও। রোগ ঠেকিয়ে ছোটরা ভালো থাকলে আখেরে তো বড়দেরই লাভ। সব দুশ্চিন্তার অবসান। আর এই জন্যই ডাঃ বাসবকান্তি দিন্দা লিখে ফেলেছেন **ছোটদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ভেষজ উদ্ভিদ**। বইটিতে সাতটি অধ্যায় ও প্রামাণ্য ছবি সহ ভেষজ উদ্ভিদ নিয়ে পরিবেশিত হয়েছে নানা আলোচনা। এই যেমন রোজ সকালে খালি পেটে কাঁচা তুলসী পাতার রস খেলে তা নানা রোগ ঠেকাবে বা থানকুনি পাতার রস খেলে পেটে ব্যথা বা আমাশার প্রকোপ কমবে।

সংগ্রহে রাখার মতো বইটির সুন্দর প্রচ্ছদ এঁকেছেন নিতাই দাস।

জীবন যেমন

আলিপুরদুয়ারের আরতি ধর ১৮ বছর ধরে ইটানগরে ছোটদের একটি স্কুলে পড়িয়েছেন। পড়ানোর পাশাপাশি নিজে পড়তে ও লিখতে ভালোবাসেন। তাঁর লেখা **এই মধ্য বেলায়** এই ভালোবাসারই সাক্ষী। মোট পাঁচটি গল্পের সংকলন এই বইটি নানা আঙ্গিকে জীবনকে পাঠকদের সামনে তুলে ধরে। আরতি বহুদিন ধরেই লেখালেখির সঙ্গে জড়িয়ে। ২০২২ সালে তাঁর একক সংকলন 'ইচ্ছে অসুখ' প্রকাশিত হয়েছে। ছড়া, কবিতা ও গল্পে বাস্তবের প্রেক্ষাপটকে পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে সদাই আগ্রহী। মাটির গন্ধ গায়ে মেখে মাটিতে মিশে যাওয়ার আগে এভাবেই নিজের ভালোলাগার বিষয়টিকে আঁকড়ে এগিয়ে যেতে চান।

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১।

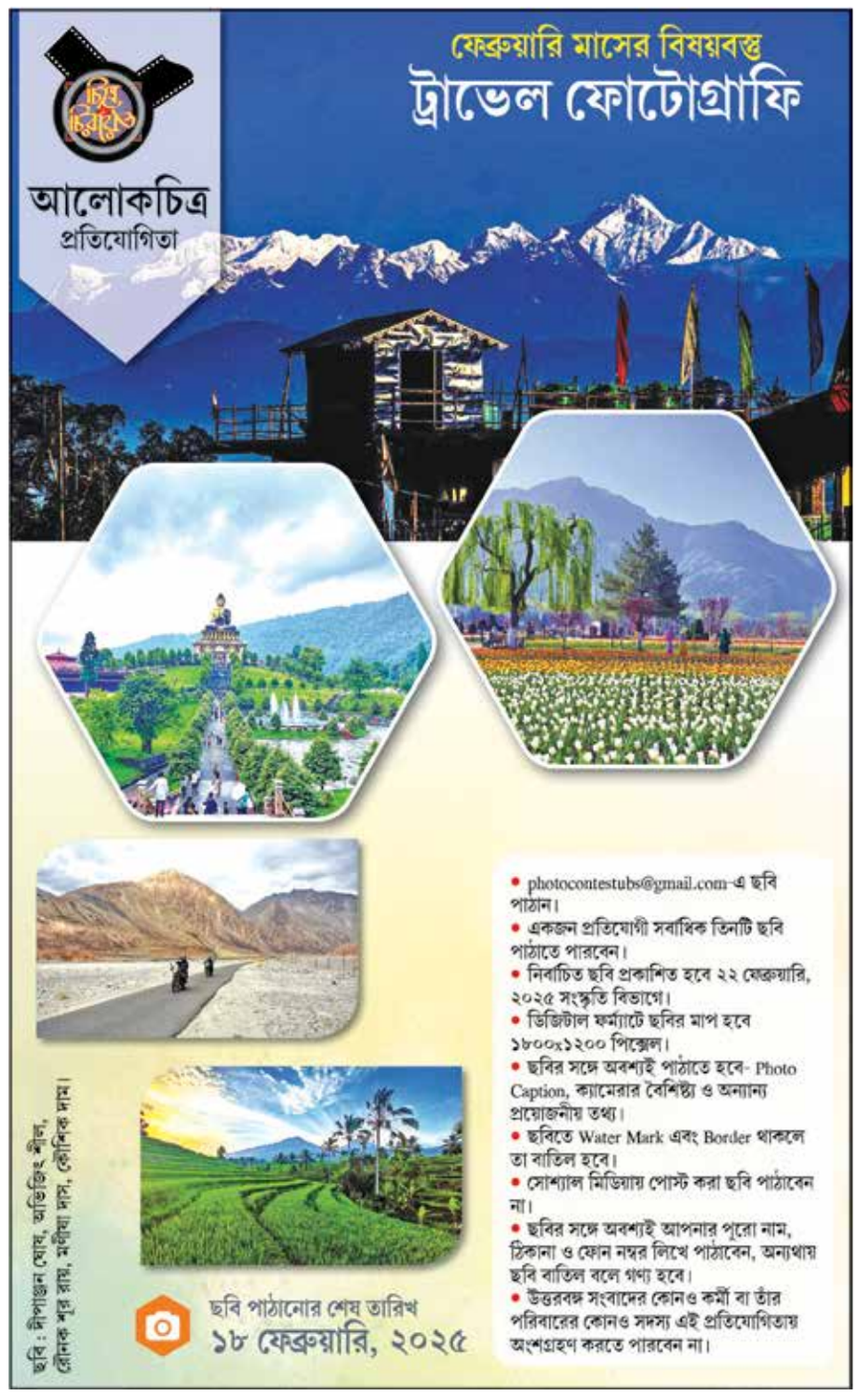

‘বিদেশি প্রভাব’ নিয়ে সরব মোদি

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি : সংসদের অধিবেশনের আগে বিরোধীদের আক্রমণ করা যেন রীতিতে পরিণত হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে বাজেট অধিবেশনের প্রাক্কালে ফের বিরোধীদের তীব্র কটাক্ষ করলেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীকে জবাব দিতে দেরি করেনি বিরোধী শিবিরও। শুক্রবার সংবাদমাধ্যমের সামনে মোদি বলেন, ‘২০১৪-র পর এই প্রথম সংসদের অধিবেশন দেখছি, যখন বিদেশ থেকে উসকানি দেওয়ার চেষ্টা হয়নি। সাধারণত অধিবেশনের দু’-তিন দিন আগে বিদেশ থেকে ভারতে অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। আর এই দেশে তো সেই আগুনে হাওয়া দেওয়ার লোকের অভাব নেই।’

প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্যে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, মোদির বক্তব্যের মূল লক্ষ্য ছিল হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ। কয়েক বছর ধরে মার্কিন সংস্থাটি ভারতের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে, শিল্পপতি গৌতম আদানির কিছু ব্যবসায়িক কার্যকলাপ এবং শেয়ার নিয়ন্ত্রক সংস্থা সেবি’র প্রধান মাধবী পুরী বুচের পরিবারের সঙ্গে আদানি গোষ্ঠীর সম্পর্ক নিয়ে হিন্ডেনবার্গের রিপোর্ট বিরোধীদের অস্ত্র হয়ে উঠেছিল। সেই অভিযোগকে ভিত্তি করেই বারবার মোদি সরকারকে চাপে ফেলেছে বিরোধীরা। তবে এবারের বাজেট অধিবেশনের আগে তেমন কোনও বিতর্ক দেখা যায়নি, যা হয়তো মোদির এই মন্তব্যের পটভূমি তৈরি করেছে।

২০১৪-য় ক্ষমতায় আসার পর থেকেই প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং তাঁর সরকারের মন্ত্রীরা বিভিন্ন সময়ে বিদেশি ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলেছেন। কখনও ‘ডিপ স্টেট’ ষড়যন্ত্র, কখনও পশ্চিমা শক্তির ভারতবিরোধী নীতি, আবার কখনও ইসলামি মৌলবাদী নাশকতা— এই সব তত্ত্বকে হাতিয়ার করেই শাসকদল বিরোধীদের আক্রমণ করেছে। বামপন্থী এবং অতিবামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির ওপর বিদেশি শক্তির সঙ্গে যোগসাজশের অভিযোগও এনেছে বিজেপি।

এই প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন উঠছে, সংসদ অধিবেশনের আগেই বিদেশি শক্তির প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী আসলে কাকে বার্তা দিতে চাইলেন? বিরোধী দলগুলির প্রতি তাঁর চিরাচরিত সন্দেহের প্রকাশ, নাকি ভিন্ন কোনও রাজনৈতিক কৌশল? বিশ্লেষকদের মতে, এবারের বাজেট অধিবেশনে যাতে বিরোধীরা আগের মতো বিতর্ক তৈরি করতে না পারে, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই প্রধানমন্ত্রী তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করেছেন।

মোদির কৌশল আঁচ করে পালটা সরব হয়েছে বিরোধীরাও। কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি বলেন, ‘তিনি (মোদি) জনগণের সমস্যা নিয়ে কথা বলেন না। তাঁদের সমস্যার সমাধান করেন না। আমরা গত অধিবেশনে দেখেছি, তিনি বিতর্কের অনুমতি দেননি। তাই এখন এই ধরনের কথাবার্তা বলা হচ্ছে।’ তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘যতদিন মোদি সরকার ক্ষমতায় রয়েছে, ততদিন ওদের কাছে গরিব মানুষের জন্য কিছু আশা করা বৃথা। কারণ এই সরকারের আমলে গরিব আরও গরিব হয়েছে, ধনী আরও ধনী হয়েছে। ওরা সাধারণ মানুষ, বেকার ছেলেমেয়েদের জন্য কিছুই করেনি।... নোটবন্দি থেকে বেকারত্ব, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের আমলে কোনও প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়নি। এদের কাছে এসব আশা করা উচিত নয়।’

এদিন বাজেট অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর ভাষণের আগে লক্ষ্মী স্তব পাঠ করেন প্রধানমন্ত্রী। বিকশিত ভারতকে আরও শক্তিশালী করার পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘সিদ্ধি বুদ্ধি প্রদে দেবী ভুক্তি মুক্তি প্রদায়িনী, মন্ত্রমূর্তে সদা দেবী মহালক্ষ্মী নমোস্তুতে।’ তাঁর কথায়, ‘মা লক্ষ্মী আমাদের সিদ্ধি, বুদ্ধি ও সমৃদ্ধি দিন। প্রার্থনা করি দেশের প্রান্তীয় ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির ওপর মা লক্ষ্মীর আশীর্বাদ বজায় থাকুক।’

মহাকুম্ভে আইসক্রিমে মজে সাধু। মেলার পথে পুণ্যার্থীরা। শুক্রবার প্রয়াগরাজ অনেকটাই স্বাভাবিক।

মণিপুরে হিংসার নেপথ্যে খালিস্তানিরা

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি : নিষিদ্ধ ঘোষিত খালিস্তানি সংগঠন শিখস ফর জাস্টিস (এসএফজে)-এর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলল কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক বলেছে, সংগঠনটি মণিপুরের খ্রিস্টান, তামিল ও মুসলিম সম্প্রদায়কে ভারতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে উসকে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

গোয়েন্দা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গুরুপতবন্ত সিং পান্নুনের নেতৃত্বাধীন এসএফজে শুধুমাত্র খালিস্তানি বিচ্ছিন্নতাবাদের পক্ষে প্রচার চালাচ্ছে না, বরং মণিপুরের খ্রিস্টানদের ‘স্বাধীন দেশ’ গঠনের জন্যও উসকানি দিচ্ছে। একইভাবে ওই সংগঠনটি তামিলদের ‘দ্রাবিড়স্তান’ এবং ভারতীয় মুসলিমদের ‘উর্দুস্তান’ গঠনের জন্য উত্তেজিত করছে। উসকানি দিচ্ছে দলিত সম্প্রদায়কেও। আসলে ধর্ম ও বর্ণভেদের সুযোগ নিয়ে তার ভিত্তিতে দেশে রক্ত ঝরানোর ছক কষেছে খালিস্তানিরা।

২০২০ সালের জুলাই মাসে পান্নুনের এসএফজেকে নিষিদ্ধ

দাবি কেন্দ্রের

ঘোষণা করা হয়। তারপর থেকেই ভারতের অভ্যন্তরে নানা প্রান্তে বিচ্ছিন্নতাবাদের আগুনে ঘি ঢালার কাজে আরও বেশি করে ঝাঁপিয়ে পড়ে খালিস্তানি সংগঠনের সদস্যরা। তিন কৃষি আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে রাস্তায় নামতে পান্নুনের নিষিদ্ধ সংগঠনই কৃষকদের প্ররোচনা দিয়েছিল বলে দাবি করা হয়েছে গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টে।

কেন্দ্রের গোয়েন্দা রিপোর্টে এসএফজে’র মণিপুরের খ্রিস্টানদের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য উসকানি দেওয়ার বিষয়টি নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের অস্থিরতার পিছনেও খালিস্তানিদের হাত থাকতে পারে বলে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে রিপোর্টে। ২০২৪ সালের মে মাসে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দাবি করেছিলেন, একটা ষড়যন্ত্র চলছে বাংলাদেশের চট্টগ্রামের কিছু অংশ, মায়ানমারের কিছু অংশ ও বঙ্গোপসাগরের একটি এলাকাকে নিয়ে একটি খ্রিস্টান দেশ গঠনের। সেই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে পান্নুন গোষ্ঠীর সম্পর্ক আছে কি না তা অবশ্য স্পষ্ট নয়।

ভোটের মুখে দলত্যাগ ৭ আপ বিধায়কের

যেতে পারেন বিজেপিতে

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি : বিধানসভা ভোটের মাত্র ৫ দিন আগে ধাক্কা খেল অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আপ। শুক্রবার দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং আপ নেতৃত্বের প্রতি আস্থা হারানোর কথা জানিয়ে দলের প্রাথমিক সদস্যপদ ছাড়লেন ৭ বিদায়ি বিধায়ক। এই ৭ জনের মধ্যে ৬ জনকে এবার টিকিট দেয়নি দল। আপের এই সিদ্ধান্তে তাঁরা গোড়া থেকেই ক্ষুব্ধ ছিলেন। সূত্রের খবর, ওই ৭ জন বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন। যাঁরা এদিন আপ ছেড়েছেন তাঁরা হলেন পালামের বিধায়ক ভাবনা গৌড়, কস্তুরবানগরের বিধায়ক মদন লাল, ত্রিলোকপুরীর বিধায়ক রোহিত মেহরাউলিয়া, জানকপুরীর বিধায়ক রাজেশ ঋষি, মেহরৌলির বিধায়ক নরেশ যাদব, আদর্শনগরের বিধায়ক পবন শর্মা, বিজওয়াসনের বিধায়ক বিএস জুন। দিল্লিতে ৫ ফেব্রুয়ারি বিধানসভা ভোট। এই দলত্যাগের ঘটনায় খানিকটা হলেও বিপাকে আপ। এদিকে যমুনার জল বিতর্কে নির্বাচন কমিশনে হাজির হন কেজরিওয়াল। সেখানে কমিশনের নোটিশের লিখিত জবাব জমা দেন তিনি।

সোমবার দিল্লিতে প্রচারের শেষদিন। তার আগে এদিন প্রচারযুদ্ধ তুঙ্গে তোলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, তাঁর বোন তথা কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা এবং আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল। প্রধানমন্ত্রী দ্বারকায় একটি জনসভা করেন। সেখানে তিনি বলেন, ‘আপ দিল্লির উন্নয়ন স্তব্ধ করে দিয়েছে। তারা দিল্লিকে শুধুমাত্র তাদের রাজনৈতিক এটিএম হিসেবে ব্যবহার করেছে। বিজেপি দিল্লিকে আধুনিক শহর হিসেবে গড়ে তুলতে চায়। কিন্তু আপদা দিল্লির টাকা লুটেছে এবং সেই টাকা নিজেদের রাজনৈতিক দলের সংগঠন বিস্তারের কাজে লাগিয়েছে। দিল্লিবাসীর পকেট থেকে তারা টাকা কেটে নিয়েছে।’ এদিন এনডিএ-র বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, শাসক শিবিরের সমস্ত সাংসদ যেন দিল্লির ভোটে ঝাঁপিয়ে পড়েন। উলটোদিকে কংগ্রেসের হয়ে মাদিপুরে একটি জনসভা করেন রাহুল গান্ধি। সেখানে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের পাশাপাশি বিজেপি-আরএসএসকেও নিশানা করেন তিনি। প্রিয়াংকা এদিন নাংলোই জাট এলাকায় একটি রোড শো করার পাশাপাশি মুস্তাফাবাদে একটি জনসভাও করেন।

> আপ দিল্লির উন্নয়ন স্তব্ধ করে দিয়েছে। তারা দিল্লিকে শুধুমাত্র তাদের রাজনৈতিক এটিএম হিসেবে ব্যবহার করেছে। বিজেপি দিল্লিকে আধুনিক শহর হিসেবে গড়ে তুলতে চায়। কিন্তু আপদা দিল্লির টাকা লুটেছে এবং সেই টাকা নিজেদের রাজনৈতিক দলের সংগঠন বিস্তারের কাজে লাগিয়েছে। দিল্লিবাসীর পকেট থেকে তারা টাকা কেটে নিয়েছে। **নরেন্দ্র মোদি**

রাজধানীর ভোটের আগে রোড শো প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরার। শুক্রবার নয়াদিল্লিতে।

ট্রাম্পের সম্ভাব্য বাছাই প্যাটেল বর্ণবৈষম্যের শিকার

ওয়াশিংটন, ৩১ জানুয়ারি : মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই)-এর প্রধান হিসেবে ট্রাম্পের সম্ভাব্য পছন্দ হলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত কাশ প্যাটেল। ট্রাম্প মনোনীত কাশ বর্ণবৈষম্যের শিকার হয়েছেন আমেরিকায়।

বৃহস্পতিবার সেনেটে ‘জয় শ্রীকৃষ্ণ’ বলে মা-বাবাকে অভিবাদন জানিয়ে ভাষণ দেওয়ার সময় কাশ প্যাটেল বলেছেন, ‘আমি কীভাবে বর্ণবৈষম্যের শিকার হয়েছি, তা এই মুহূর্তে বলছি না। এখানে আমার পরিজনেরা রয়েছেন। তাঁদের উপস্থিতিতে আমি এই সমস্ত বলতে চাই না।’ বিচারবিভাগীয় কমিটির সদস্যদের কাছে প্যাটেল বলেন, ‘দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাকে বর্ণবৈষম্যের শিকার হতে হয়েছে।’

কাশ জানিয়েছেন, ‘হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়, আমি যে দেশ থেকে এসেছি, আমাকে সেখানে ফিরে যেতে হবে। আমার এখানে থাকার অধিকার নেই।’ তিনি একা নন, এদেশের বহু মানুষকে বর্ণবৈষম্যের শিকার হতে হয়েছে। প্রশাসনিক সদস্যদেরও এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে। কাশ প্যাটেল এফবিআই প্রধান হিসেবে অনুমতি পেলে তিনি-ই হবেন প্রথম হিন্দু ভারতীয় মার্কিন যিনি এফবিআই-এর নেতৃত্ব দেবেন। প্যাটেলের বক্তৃতা শেষ হলে সেনেটর টিলিস বলেছেন, ‘এফবিআই-এর প্রধান হওয়ার জন্য কাশ দক্ষ।’ সেনেটর গ্রাসলির কথা, ‘কাশের জীবন যেন লড়াইয়ের ইতিহাস। তিনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়েছেন। আমেরিকার স্বার্থকে সবার আগে দেখেন।’ কাশ বলেছেন, ‘এফবিআই-এর প্রধান হলে আমি গুরুত্ব দেব জননিরাপত্তায়। শিশুদের জন্য পার্ক থাকুক। তারা যেন নেশার পথে হাঁটতে বাধ্য না হয়।’

কাশের জন্ম ১৯৮০ সালে নিউ ইয়র্ক সিটিতে। তাঁরা আদতে গুজরাটি। প্যাটেল পরিবার উগান্ডায় বসবাস শুরু করে। ইদি আমিনের স্বৈরাচারী শাসন থেকে বাঁচতে প্যাটেল পরিবার উগান্ডা ছাড়ে। পরে কানাডা থেকে নিউ ইয়র্কের অভিবাসী হন।

সিআরপিএফ তরুণীর বিয়ে রাষ্ট্রপতি ভবনে

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি : প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে সিআরপিএফ-এর মহিলা দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন পুনম গুপ্তা। ১২ ফেব্রুয়ারি তাঁকে দেখা যাবে কনের সাজে। বিয়ে হবে রাষ্ট্রপতি ভবনে।

এই প্রথম কোনও মহিলা সিআরপিএফ অফিসারের বিয়ে হবে দেশের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ স্থান রাষ্ট্রপতি ভবনে। আসন্ন বিয়ের অনুষ্ঠানের কথা জানার পর দারুণ খুশি রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তিনি নিজে উদ্যোগ নিয়ে ভবনের ক্রাউন কমপ্লেক্সে বিবাহ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছেন। মনে হচ্ছে যেন তিনি কন্যাপক্ষ।

আর ক’দিন পরে বিয়েবাড়ির সাজে সেজে উঠবে নয়াদিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবন। চার হাত এক হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন কন্যা ও পাত্রপক্ষের পরিজনেরা। কনে সিআরপিএফ অফিসার পুনম গুপ্তা রাষ্ট্রপতি ভবনে পিএসও হিসাবে রয়েছেন। পাত্র অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডান্ট অবনীশ কুমার। তিনি জম্মু ও কাশ্মীরে কর্মরত। রাষ্ট্রপতি ভবনে এর আগেও অনেক বিবাহ অনুষ্ঠিত

হয়েছে, কিন্তু এই প্রথম কোনও সরকারি আধিকারিকের বিয়ে।

সূত্রের খবর, রাষ্ট্রপতি ভবনে বিয়ের আসর বলেই আমন্ত্রিতদের তালিকা ছেঁকে করা হয়েছে। অতিথি তালিকায় নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের যে নাম রয়েছে, তাঁদের প্রবেশে অনুমতি দেওয়ার আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া এখন চলছে।

পুনম নিরাপত্তার কাজ করেন বটে, কিন্তু পড়াশোনায় কৃতী। অঙ্ক নিয়ে স্নাতক। স্নাতকোত্তর ইংরেজি সাহিত্যে। বি.এড করেছেন গোয়ালিয়রের জিওয়াজি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। আর কিছুদিন পরে সহকর্মীরা তাঁকে দেখবেন নববধূর সাজে।

নোবেল শান্তির জন্য প্রস্তাব মাস্কের নাম

ওয়াশিংটন, ৩১ জানুয়ারি : বাকস্বাধীনতার প্রসারে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখায় চলতি বছরের নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য ধনকুবের এলন মাস্কের নাম সুপারিশ করেছেন ইউরোপীয় সংসদের এক সদস্য।

টেসলা ও স্পেসএক্সের প্রধান নিবাহীকে শান্তিতে নোবেল পুরস্কারের জন্য বিবেচনায় আনতে নরওয়ের নোবেল কমিটির কাছে করা আবেদন গৃহীত হয়েছে, বলেছেন ব্র্যাঙ্কো গ্রিমস নামের ওই স্লোভেনীয় রাজনীতিক। মাস্কের জন্য করা আবেদন গ্রহণ করে নরওয়ের নোবেল কমিটি যে ফিরতি ই-মেল পাঠিয়েছে, গ্রিমস তা সমাজমাধ্যমে সকলের সঙ্গে ভাগও করেছেন। ওই ই-মেলে বলা হয়েছে, ‘২০২৫ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য আপনার মনোনয়ন যথাযথভাবে জমা পড়েছে।’ গত বছরের ফেব্রুয়ারিতেও নরওয়ের সাংসদ মারিয়াস নিলসেন নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য এলন মাস্ককে মনোনীত করেছিলেন। তাতে অবশ্য শিঁকে ছেড়েনি বিশ্বের শীর্ষ এই ধনকুবেরের। এবার কী হয়, সেটাই দেখার।

‘এক দেশ, এক ভোট’

কমিটির মেয়াদ বৃদ্ধি, রাজ্য সফরে জেপিসি

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি : ‘এক দেশ, এক ভোট’ বিষয়ক যৌথ সংসদীয় কমিটি (জেপিসি)-র মেয়াদ বাড়তে চলেছে। শুক্রবার কমিটির বৈঠকের পর চেয়ারম্যান পিপি চৌধুরী জানান, কমিটির সদস্যরা দেশের সবকটি রাজ্যে সফর করবেন। তারপর কমিটির মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য স্পিকারের কাছে আবেদন জানানো হবে।

সূত্রের খবর, নির্বাচন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করবে যৌথ সংসদীয় কমিটি। জাতীয় ও আঞ্চলিক দলের নেতাদের পাশাপাশি মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক, নির্বাচন কমিশনারদের সঙ্গে মতবিনিময় করা হবে। এছাড়া হাইকোর্টের বিচারপতি, প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি, প্রবীণ আইনজীবী ও সংবিধান বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া হবে। শিক্ষাবিদ, অর্থনীতিবিদ সহ নাগরিকসমাজের বিভিন্ন অংশের সঙ্গেও আলোচনা করবে জেপিসি।

এনডিএ-র শরিক দলগুলির মধ্যে জেডিইউ ও টিডিপি এই বিষয়ে ‘ধীরে চলো’ নীতি নেওয়ার পক্ষে মত দিয়েছে। তাদের দাবি, ‘এক দেশ, এক ভোট’ বাস্তবায়নের আগে আরও আলোচনার প্রয়োজন।

এদিকে ওয়াকফ বিল সংক্রান্ত খসড়া রিপোর্ট থেকে বিরোধী সাংসদদের দেওয়া সুপারিশ ও পর্যবেক্ষণ বাদ দেওয়া হয়েছে। কেন এই পর্যবেক্ষণগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, সে বিষয়ে কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। বিরোধীদের অভিযোগ, খসড়া রিপোর্ট তৈরির সময় ওয়াকফের ইতিহাস, ইসলামি আইন ও রীতিনীতিকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তারা দাবি করেছে, আইন কাঠামোর মধ্যেই সুপারিশ ও পর্যবেক্ষণ থাকা উচিত ছিল।

আখড়া থেকে বহিষ্কৃত মমতা

লখনউ, ৩১ জানুয়ারি : উত্তরপ্রদেশের কিন্নর আখড়া থেকে মহামণ্ডলেশ্বর পদে অধিষ্ঠিত মমতা কুলকার্নিকে বহিষ্কার করা হল। বহিষ্কৃত হয়েছেন আখড়ার প্রেসিডেন্ট লক্ষ্মীনারায়ণ ত্রিপাঠী। তিনি আচার্য মহামণ্ডলেশ্বর পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। কিন্নর আখড়ার প্রতিষ্ঠাতা অজয় দাস এই পদক্ষেপ করেছেন। শুক্রবার তিনি ঘোষণা করেন, নতুন করে আখড়া গঠিত হবে। খুব তাড়াতাড়ি নিযুক্ত হবেন মহামণ্ডলেশ্বর। কিন্নর আখড়ায় একজন মহিলাকে কেন মহামণ্ডলেশ্বর করা হল, তা নিয়েই বিতর্ক ওঠে। অতীতে মাদক মামলায় নাম জড়িয়েছিল মমতার। কেনিয়ার পুলিশ তাঁকে আটক করে। সন্ন্যাস গ্রহণের পর মমতা জানিয়েছিলেন, তিনি আর বলিউডে ফিরবেন না।

কুম্ভ নিয়ে উত্তাল সংসদ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি : সংসদের বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিনেই মহাকুম্ভ মেলায় পদপিষ্টের ঘটনা নিয়ে উত্তাল হয়ে উঠল লোকসভা ও রাজ্যসভা। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু অধিবেশনের সূচনা ভাষণে মৃতদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

তবে ভাষণের বাকি অংশ পাঠ করেন উপরাষ্ট্রপতি ও রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকর। তখনই বিরোধী শিবির ঐক্যবদ্ধভাবে কুম্ভ মেলার দুর্ঘটনার প্রকৃত তথ্য প্রকাশের দাবিতে সরব হয়।

রাষ্ট্রপতির ভাষণের পর দ্বিতীয়বার সভা শুরু হলে বিরোধীরা রাজ্যসভায় কুম্ভ ইস্যুতে বিস্তারিত আলোচনার দাবি করে। কিন্তু সেই দাবি খারিজ করা হয়। এরপর লোকসভার বিষয় উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকেও তৃণমূল, সমাজবাদী পার্টি (সপা) সহ সমস্ত বিরোধী দল কুম্ভ মেলার দুর্ঘটনা নিয়ে আলোচনা চায়। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু এবং লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। বিরোধীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে স্পিকার জানান, সরকারের সঙ্গে আলোচনা করেই তিনি এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।

এদিন উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদজ্ঞাপন সংক্রান্ত আলোচনা ৩ ও ৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে, যা মোট ১২ থেকে ১৫ ঘণ্টা চলতে পারে। ৪ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৫টায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লোকসভায় জবাবি ভাষণ দেবেন।

৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের কারণে সংসদ স্থগিত থাকবে। ৬ থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাজেট নিয়ে আলোচনা চলবে। ১১ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বাজেট বিতর্কে জবাব দেবেন।

কোচিতে ধৃত ২৭ বাংলাদেশি

কোচি, ৩১ জানুয়ারি : কেরলের কোচিতে অবৈধভাবে বসবাস ও কাজ করার অভিযোগে ২৭ জন বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শুক্রবার তারা জানিয়েছে, এর্নাকুলাম জেলার উত্তর পারাভুর এলাকায় এর্নাকুলাম গ্রামীণ পুলিশ ও সন্ত্রাসদমন শাখার যৌথ অভিযানে তাঁদের আটক করা হয়।

পুলিশের এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, ‘ধৃতরা পশ্চিমবঙ্গের অভিবাসী শ্রমিক সেজে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করছিলেন।’

দু’সপ্তাহ আগে ২৮ বছর বয়সি তসলিমা বেগম নামে এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর ‘অপারেশন ক্লিন’ নামের বিশেষ অভিযান শুরু করে এর্নাকুলাম গ্রামীণ জেলা পুলিশ। সেই অভিযানের অংশ হিসাবেই এদিন ধরা হয় ২৭ জন বাংলাদেশিকে।

বিমান দুর্ঘটনা বাইডেন-ওবামাকে তোপ ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ৩১ জানুয়ারি : ওয়াশিংটনে বিমান-চপার সংঘর্ষের পর চব্বিশ ঘণ্টা কেটে গিয়েছে। কোনও যাত্রী বেঁচে নেই বলে একরকম ধরেই নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ৪০টি দেহ উদ্ধার করা হয়েছে নদী থেকে। হোয়াইট হাউস থেকে মাত্র ৫ কিমি দূরে এই দুর্ঘটনার জন্য প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দায়ী করেছেন পূর্বতন ডেমোক্র্যাট সরকারের নীতিকে।

জো বাইডেন এবং বারাক ওবামা প্রশাসনকে কাঠগড়ায় তুলে ট্রাম্পের অভিযোগ, আমেরিকার বিমান বিভাগে পূর্বতন সরকারের আমলে অযোগ্য কর্মীদের নিয়োগ করা হয়েছে। তারই ফল বৃহস্পতিবারের দুর্ঘটনা। তাঁদের আমলে বিমান বিভাগে নিয়োগে বর্ণবৈষম্য এড়াতে জোর দেওয়া হত বৈচিত্র্য এবং সমতায়। কিন্তু এই নীতি প্রয়োগ করতে গিয়ে ওবামা, বাইডেন সরকার আকাশপথের সুরক্ষার সঙ্গে আপস করেছে।

আমেরিকার ফেডেরাল অ্যাভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে (এফএএ) নিয়োগপ্রক্রিয়া নিয়ে আগেও প্রশ্ন উঠেছে। প্রাক্তন পরিবহণ সচিবের দিকে সরাসরি আঙুল তুলে ট্রাম্প বলেন, ‘আমার আমলে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারদের মানদণ্ড কঠোর করা হলেও পরবর্তী ডেমোক্র্যাট সরকার তা শিথিল করেছে, যা এই দুর্ঘটনার জন্য আংশিক দায়ী।’

ইতিমধ্যে বিমানের ব্ল্যাক বক্স উদ্ধার হয়েছে। এতে থাকা ফ্লাইট ডেটা এবং ককপিটের অডিও বিশ্লেষণ করে দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করা হবে। এনটিএসবি গবেষণাগারে ব্ল্যাক বক্সের তথ্য পরীক্ষানিরীক্ষার পর ৩০ দিনের মধ্যে প্রাথমিক রিপোর্ট প্রকাশ করা হতে পারে।

আমেরিকান এয়ারলাইন্সের বিমানটির অবতরণের কথা ছিল রেগান ওয়াশিংটন ন্যাশনাল বিমানবন্দরে। অভিযোগ, ঘটনার সময়ে সেখানে পর্যাপ্ত কর্মচারী ছিলেন না। সাধারণত বিমান এবং হেলিকপ্টারের ‘ট্রাফিক’ নিয়ন্ত্রণের জন্য বিমানবন্দরে দু’জন করে কর্মী দায়িত্বে থাকেন। কিন্তু দুর্ঘটনার সময়ে ছিলেন মাত্র একজন কর্মী। কেন এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলে কম সংখ্যক কর্মী ছিলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

জাতীয় পরিবহণ নিরাপত্তা বোর্ড (এনটিএসবি) এবং ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ) যৌথভাবে এই দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করছে। তাদের প্রাথমিক রিপোর্ট বলছে, ওই রাতে যে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার দায়িত্বে ছিলেন, তাঁকে একসঙ্গে ওঠা-নামা করা সব বিমানের পাশাপাশি হেলিকপ্টারের গতিবিধিও সামলাতে হচ্ছিল। এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের রেকর্ডিং বিশ্লেষণে দেখা যায়, কন্ট্রোলার বারবার হেলিকপ্টারটির অবস্থান সম্পর্কে জানতে চাইছিলেন এবং তাকে বিমানের পিছন দিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। তবে সংঘর্ষের আগে সবকিছু নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা টুইটারে লিখেছেন, ‘ওয়াশিংটন ডিসির মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণহানির খবরে গভীরভাবে শোকাহত। মার্কিন জনগণের প্রতি আমাদের সমবেদনা ও সংহতি রইল।’

‘আমি কি নদীতে সাঁতার কাটব?’

ওয়াশিংটন, ৩১ জানুয়ারি: মাঝআকাশে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার পর প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটি হালকা মন্তব্য নিয়ে শুরু হয়েছে তুমুল বিতর্ক। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকে এক প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প ঠাট্টার ছলে বলেন, ‘আপনি কি চাইছেন আমি নদীতে সাঁতার কাটতে যাই?’

হোয়াইট হাউসের এক প্রেস ব্রিফিং চলাকালীন এক সাংবাদিক ট্রাম্পের কাছে জানতে চান, তিনি দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যাচ্ছেন কি না। এর উত্তরে ট্রাম্প বলেন, ‘আমার যাওয়ার পরিকল্পনা আছে, তবে জায়গাটা তো একটা নদী! আমরা কি সাঁতার কাটতে যাব?’

বুধবার রাতে আমেরিকান এয়ারলাইন্সের একটি বিমান এবং মার্কিন সেনাবাহিনীর একটি ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টারের সংঘর্ষে ৬৭ জনের মৃত্যু হয়। সেই আবহে ট্রাম্পের এহেন মন্তব্য নিয়ে সমাজমাধ্যমে তীব্র শোরগোল শুরু হয়। অনেকেই প্রেসিডেন্টের মন্তব্যকে ‘নিষ্ঠুর’ ও ‘অসংবেদনশীল’ বলেন।

কুমোরটুলি থেকে বাড়ির পথে বাগদেবী।। কোচবিহার শহরে ভাস্কর সেহানবিশের তোলা ছবি।

সীমানার কাছে পোস্ট, বাড়ি তৈরি

বিএসএফের বাধায় বন্ধ বিজিবি'র নির্মাণকাজ

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ৩১ জানুয়ারি : নিয়ম অনুযায়ী, সীমানার দেড়শো গজের ভেতরে কোনও নির্মাণ করা যায় না। তবে মেখলিগঞ্জের কুচলিবাড়ি সীমান্তে ওই দেড়শো গজের মধ্যে অমর ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় বিজিবি একটি সেন্ট্রি পোস্ট নির্মাণের কাজ করছিল। শুধু তাই নয়, সেখানে কুচলিবাড়ির জিকাবাড়ি এলাকায় দুটি পাকাবাড়ি নির্মাণ শুরু করেছে বাংলাদেশিরা বলে অভিযোগ। বিষয়টি নজরে আসতেই শুক্রবার বিএসএফ তড়িঘড়ি সেই নির্মাণকাজ বন্ধ করে দেয়। এতে খুশি এলাকার কৃষকরা।

অনুপ রায় নামে এক কৃষকের কথায়, 'আমরা নিয়ম অনুযায়ী কাজ করলেও বিজিবি বাধা দিচ্ছে। বিএসএফ বেশ করেছে তাদের নির্মাণকাজ বন্ধ করে দিয়েছে। বিএসএফকে স্যালুট জানাই।'

তিনবিঘা করিডর চুক্তি অনুযায়ী, জিরো পয়েন্টে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া যায়। তবে বারবার বিজিবি মেখলিগঞ্জের কুচলিবাড়ি সীমান্তে কাঁটাতারের অস্থায়ী বেড়া নির্মাণে বাধা দিয়েছে বলে অভিযোগ। যদিও সেই বাধা উপেক্ষা করে পাচার রুখতে ও সীমান্ত এলাকার ফসল বাঁচাতে গ্রামবাসীরা অনেকাংশেই অস্থায়ী বেড়া দিয়েছে।

> নিয়ম অনুযায়ী দেড়শো গজের ভেতর পাকা নির্মাণ করা যাবে না দুই দেশের। সেই নিয়ম মেনেই বিজিবির সেন্ট্রি পোস্ট ও দুটি বাড়ি নির্মাণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।
>
> **সূর্যকান্ত শর্মা** আইজি

কুচলিবাড়ি সীমান্তে বিজিবি'র সেন্ট্রি পোস্ট নির্মাণ করা হচ্ছিল।

তবে বিজিবির বাধা ভালো চোখে নেয়নি কেউই। তবে এভাবে নির্মাণকাজ বন্ধ করা বাংলাদেশের সঙ্গে বেড়া নির্মাণের ঝামেলার জন্য নয়, তা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন বিএসএফের উত্তরবঙ্গের আইজি সূর্যকান্ত শর্মা। তিনি বলেন, 'নিয়ম অনুযায়ী দেড়শো গজের ভেতর পাকা নির্মাণ করা যাবে না দুই দেশের। সেই নিয়ম মেনেই বিজিবির সেন্ট্রি পোস্ট ও দুটি বাড়ি নির্মাণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।'

ভারত-বাংলাদেশ সীমানা লাগোয়া এলাকায় অনেক জায়গায় বাড়ি রয়েছে বাংলাদেশিদের। বাংলাদেশের সরকার পরিবর্তনের পর বাংলাদেশ যেভাবে একে একে উসকানিমূলক কথাবার্তার মাধ্যমে সীমান্ত উত্তপ্ত করার চেষ্টা করছে, এই পরিস্থিতিতে বিএসএফের এরকমই কঠোর মনোভাব হওয়া উচিত বলে মনে করছেন সীমান্তের বাসিন্দারা। কুচলিবাড়ি সংগ্রাম কমিটির সম্পাদক উৎপল রায় বলেন, 'আমরা চাই দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক ভালো হোক। কিন্তু তাঁরা সেটা চাইছেন না।'

বিএসএফের জলপাইগুড়ি সেক্টরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, সীমান্তে কঠোরভাবে নিরাপত্তা রয়েছে। সীমান্তে অনুপ্রবেশ থেকে পাচার রুখে দেওয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশের অবৈধ কাজ নিয়েও সজাগ রয়েছেন বিএসএফ জওয়ানরা। সেইমতো নির্মাণকাজ বন্ধ করা হয়েছে। এতে সম্পর্কে কোনও প্রভাব পড়বে না। অবৈধ কাজ অবৈধই হয়। এনিয়ে বিজিবির সঙ্গে বৈঠক করা হবে।

চোখ খুঁজে পেল ফিকির

প্রথম পাতার পর

তিনি বোধহয় স্বপ্নেও ভাবেননি, রাজাভাতখাওয়ায় বক্সার এন্ট্রি ফি বেশি বলে মুখ্যমন্ত্রীকে নালিশ করার পরিণামে বাংলার সমস্ত জঙ্গল অবারিতদ্বার হয়ে যাবে। সুমন শুধু প্রবেশমূল্যের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়ার উমেদারি করে জনসাধারণের প্রিয় হতে চেয়েছিলেন। রাজনৈতিক নেতা হিসেবে এভাবে নিজের স্কোরশিটে বাড়তি নম্বর যোগ করার উদ্দেশ্য ছিল তাঁর। যা পরের ভোটে তাঁর কাজে লাগবে।

ছাত্রাবস্থা থেকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি বলেই বলছি, তিনি জঙ্গল, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা জানেন। কিন্তু যাঁদের নির্দিষ্ট স্বার্থ আছে, জয়ন্তীর ডলোমাইট নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য শুনেই লোভে তাঁদের চোখ চকচক করে উঠেছিল। সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌঁছোনোর উপায় তাঁদের নেই। সাহসও নেই। কিন্তু সেই স্বার্থান্বেষী মহল তৃণমূল ঘনিষ্ঠতার সুবাদে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে কলকাঠি নেড়ে গিয়েছে।

আলিপুরদুয়ার ১ নম্বর ব্লকের সেই ব্যবসায়ী তৃণমূল নেতার কাছে সেই কলকাঠি নাড়ানোর খবরটা ছিল। সুমনের আর্জি সেই মহলকে স্বার্থসিদ্ধির পথে একধাপ এগিয়ে দিল। অপ্রত্যাশিতভাবে গোটা জঙ্গলে অবাধ প্রবেশাধিকারে পর্যটক, পরিবেশপ্রেমী কিংবা নিছক জঙ্গলে সময় কাটাতে ইচ্ছুকদের খুশি করেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই সুযোগের অপব্যবহার করতে এখন মুখিয়ে রয়েছেন জয়ন্তীর ডলোমাইট ভাণ্ডারের প্রতি লোভী ব্যবসায়ীরা।

এই ব্যবসায়ীদের উল্লেখযোগ্য অংশের ঘনিষ্ঠ যোগ তৃণমূলের সঙ্গে। যাঁরা নেতাদের টাকা জোগান, নানা আবদার পূরণ করেন, দলের প্রয়োজনে মোটা অঙ্কের চাঁদা দেন। সব বড় শিল্পের যেমন অনুসারী শিল্প থাকে, তেমনি ডলোমাইটের কারবারের পাশাপাশি চোরাশিকার, বৃক্ষনিধনে যুক্তদের ষোলোআনা সুযোগ এনে দিয়েছে জঙ্গলে অবাধ প্রবেশের ছাড়পত্র। শুধু বক্সা নয়, বাংলার সমস্ত জঙ্গল এখন উন্মুক্ত। যার খুশি সে ভেতরে যেতে পারছে বিনা বাধায়।

আলিপুরদুয়ারে প্রশাসনিক সভায় টিভি চ্যানেলের ক্যামেরার সামনে ধমক খেয়ে বনকর্তারা কার্যত হাত তুলে নিয়েছেন। সামান্যতম নিয়ন্ত্রণ, কড়াকড়ি করতেও ভয় পাচ্ছেন তাঁরা। তার ওপর এত বিরাট বিরাট জঙ্গলে যথেচ্ছ লোক ঢুকে গেলে নজরদারি করার মতো বন দপ্তরের না আছে পরিকাঠামো, না আছে প্রয়োজনীয় কর্মী। এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগাতে দুর্বৃত্তরা উন্মুখ হয়ে আছে সন্দেহ নেই।

বক্সায় যেমন ডলোমাইট, জলদাপাড়া ও গরুমারার আকর্ষণ তেমনই একশৃঙ্গ গন্ডার। যে প্রাণীর খড়্গের ওপর নজর থাকে বন্যপ্রাণের দেহাংশের কারবারিদের। সম্পূর্ণ এই বেআইনি কারবারের চক্র দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিদেশে বিস্তৃত। জলদাপাড়ায় একসময় গন্ডারের সংখ্যা দুই অঙ্কে নেমে গিয়েছিল চোরাশিকারের কারণে। যৌথ বন পরিচালন ব্যবস্থায় বন লাগোয়া গ্রামবাসীকে যুক্ত করে সেই বিপদ একসময় ঠেকিয়েছিল জলদাপাড়া।

প্রবেশমূল্যের একাংশ সেই গ্রামবাসীর উন্নয়নে কাজে লাগত। রোজগারের বন্দোবস্ত ছিল। সেই ব্যবস্থা বন্ধ হলে যৌথ বন পরিচালনা ভেঙে পড়তে বাধ্য। স্বার্থান্বেষী মহল সেটাই চায়। এই সর্বনাশা দিকগুলি মুখ্যমন্ত্রীকে যথাযথভাবে জানানো হয়েছে বলে মনে হয় না। ধমক খেয়ে সেই সাহস দেখাতে পারেননি বনকর্তারাও। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক সময় তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অভ্যস্ত। ভোটের রাজনীতির তাগিদে মানুষকে রিলিফ দেওয়ার সুযোগ পেলে তিনি অনেক কিছুর সঙ্গে আপস করেন। জঙ্গলে অবাধ প্রবেশাধিকার, এন্ট্রি ফি পুরোপুরি মকুব ইত্যাদি তেমনই এক আপসের সিদ্ধান্ত। তাতে কিছু মানুষ ধন্য ধন্য করায় স্বার্থান্বেষী মহলের আরও সুবিধা। আমি নিশ্চিত, প্রবেশমূল্য পুরোপুরি উঠে যাক, সেটা আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক চাননি। তিনি চেয়েছিলেন, প্রবেশমূল্য, কড়াকড়ি কিছুটা অন্তত কমুক। কিন্তু অবাধ প্রবেশাধিকারের সৌজন্যে স্বার্থান্বেষীরা নরুনের পাশাপাশি নাকও পেয়ে গেল। কলকাঠি নেড়ে প্রেক্ষাপট তৈরিতে সফল তারা। এই স্বার্থান্বেষীদের লালসার শিকার হয়ে যেতে পারে ডুয়ার্স-তরাই-পাহাড়ের বিভিন্ন জঙ্গলের সঙ্গে সুন্দরবনও।

খোলা আকাশের নীচে ব্যবসা

স্টল বণ্টন বিলম্বে ক্ষোভ মারুগঞ্জে

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

তুফানগঞ্জ, ৩১ জানুয়ারি : তিন বছর হল পাঁচ কোটি টাকা ব্যয়ে মারুগঞ্জ বাজারে মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি হয়েছে। তবে যে উদ্দেশ্যে তা তৈরি করা হয়েছে সেটা পূরণ আর হল কই। মার্কেট কমপ্লেক্সের উদ্বোধনই হয়নি। বিদ্যুৎ সংযোগ পর্যন্ত দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। প্রশাসনিক উদাসীনতায় স্টল না পেয়ে ব্যবসায়ীরা খোলা আকাশের নীচে পসরা সাজিয়ে বসতে বাধ্য হচ্ছেন। এতে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীরা। এই নিয়ে রাজ্যের শাসকদলকে কটাক্ষ করতে ছাড়ছে না বিরোধীরা। বিজেপির জেলা সহ সভাপতি উজ্জ্বলকান্তি বসাক বলেন, 'সরকারি অর্থ ব্যয় করে শুধুমাত্র শোপিস করে রাখা হয়েছে মার্কেট কমপ্লেক্স। ঝড়-বৃষ্টির দিনে দোকান করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছেন ব্যবসায়ীরা। দ্রুত সেগুলি বণ্টন করা উচিত।'

যদিও উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, 'সেখানে জমি নিয়ে সমস্যা রয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি সেই জটিলতা কাটিয়ে মার্কেট কমপ্লেক্সটি উদ্বোধন করা হবে।'

তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের মারুগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের মারুগঞ্জ বাজার এলাকায় ২০২২ সালে শুরু হয় ওই মার্কেট কমপ্লেক্স নির্মাণের কাজ। তিন বছর আগে কাজ শেষ হলেও উদ্বোধন করা হয়নি। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের তহবিল থেকে এত টাকা খরচ করে তৈরি মার্কেট কমপ্লেক্স এখন সমাজবিরোধীদের আড্ডার জায়গায় পরিণত হয়েছে। বসছে মদ-গাঁজার আসর। কী কারণে মার্কেট কমপ্লেক্স চালু করা হচ্ছে না তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে ব্যবসায়িক মহলে।

প্রশাসনিক তরফেও এ ব্যাপারে স্পষ্ট করে কিছু জানানো হচ্ছে না বলে অভিযোগ ব্যবসায়ীদের। মার্কেট কমপ্লেক্স চালুর ব্যাপারে একাধিকবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েও কাজ হয়নি, বলছেন মারুগঞ্জ বাজার শাখা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বাপি প্রামাণিক।

এদিকে, দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার না হওয়ায় বাজারের নিকাশিনালা মজে গিয়েছে। ব্যবসায়ীরাও অসুবিধায় পড়েছেন। মারুগঞ্জ শাখা ব্যবসায়ী সমিতির সেক্রেটারি মলয় দেব বলেন, 'মারুগঞ্জ বাজারে অনেকেই ফুটপাথে দোকান বসান। বৃষ্টি ও রোদে তাঁদের

বন্ধ মারুগঞ্জ মার্কেট কমপ্লেক্স।

> সেখানে জমি নিয়ে সমস্যা রয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি সেই জটিলতা কাটিয়ে মার্কেট কমপ্লেক্সটি উদ্বোধন করা হবে।
>
> **উদয়ন গুহ**
> উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী

অসুবিধা হয়। মার্কেট কমপ্লেক্সের স্টলগুলি চালু হলে অনেকে সেগুলিতে স্থায়ীভাবে দোকান করতে পারবেন। মারুগঞ্জ বাজারের উন্নতি ঘটবে। অনেক ব্যবসায়ী উপকৃত হবেন।' এদিকে, বিরোধীদের অভিযোগ মানতে নারাজ ঘাসফুল শিবির। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, 'বিরোধীরা না জেনে মন্তব্য করছেন। উন্নয়নমন্ত্রী থাকাকালীন আমি মারুগঞ্জ বাজারের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য মার্কেট কমপ্লেক্স নির্মাণ করেছিলাম। স্টল বণ্টনের বিষয়টি প্রশাসন খতিয়ে দেখবে।'

ঘাসফুলের কোন্দলে ভোগান্তি

প্রথম পাতার পর

চেয়ারপার্সনকে আগেও বহুবার জানিয়েছিলাম। কিন্তু লাভ হয়নি। এভাবে পুরসভা চলতে পারে?' এ ব্যাপারে চেয়ারপার্সন কৃষ্ণা ঈশোর বলেন, 'কাউন্সিলারদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি। ৫ নম্বর ওয়ার্ডের পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে কাউন্সিলারের সঙ্গে আগেই আলোচনা হয়েছে। লাইটের সমস্যাটিও নজরে রয়েছে। গ্রিনসিটি প্রকল্পের লোক এলেই খুব তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করা হবে।' নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে দলের নির্দেশ না পেলে সেক্ষেত্রে কী করবেন? এর উত্তরে চেয়ারপার্সন বলেন, 'দলের প্রতি আস্থা রয়েছে। দল নিশ্চই কিছু একটা জানাবে। অতএব দল যা ভালো মনে করবে আমি সেটাই মেনে নেব।'

দলীয় সূত্রে খবর, সম্প্রতি চেয়ারপার্সনের ঘোষিত দেড় কোটির গ্রিনসিটি প্রকল্পও নিয়েও কটাক্ষ ছুড়েছেন ওই কাউন্সিলাররা। শুক্রবার বিক্ষুব্ধদের হয়ে ২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সুধাংশুশেখর সাহা বলেন, 'অনাস্থা নিয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত অনড়। নির্দিষ্ট দিনের ভিতরে তলবি সভা না ডাকলে, পুর আইন মেনে সম্মিলিতভাবে আমরা পদক্ষেপ করব।' সবমিলিয়ে দু'পক্ষের দড়ি টানাটানিতে তুফানগঞ্জ পুরসভায় নাজেহাল পরিস্থিতি সাধারণ মানুষের।

দ্রৌপদী নিয়ে জলঘোলা

প্রথম পাতার পর

সোনিয়া ও রাহুলের মন্তব্যকে কুরুচিকর, দুর্ভাগ্যজনক এবং এড়ানো যোগ্য আখ্যা দিয়ে বিবৃতিতে লেখা হয়, 'এ ধরনের কথা রাষ্ট্রপতির মর্যাদাকে আঘাত করেছে।' সমালোচনার মুখে মায়ের হয়ে সাফাই দিয়ে সোনিয়া-কন্যা প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা বলেন, 'আমার মা ৭৮ বছরের মহিলা। উনি খুব সাধারণভাবে বলেছেন, রাষ্ট্রপতি দীর্ঘ ভাষণ দিয়েছেন। তিনি হয়তো ক্লান্ত ছিলেন।'

ওয়েনাডের সাংসদের বক্তব্য, 'সংবাদমাধ্যম তিলকে তাল করেছে, সেটা খুব দুর্ভাগ্যজনক। আমার মা মোটেও রাষ্ট্রপতিকে অসম্মান করেননি।'

সিকিমের নয়া উদ্যোগ হাসি ফেরাল পর্যটকদের

ভাড়া নির্দিষ্ট করে ক্যাব চালু

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৩১ জানুয়ারি : পর্যটক টানতে নতুন পথে সিকিম। গ্রীষ্মকালীন পর্যটন মরশুম শুরুর আগেই পাহাড়-সমতল ক্যাব চালুর সিদ্ধান্ত নিল সিকিমের পরিবহণ দপ্তর। ভাড়াও নির্দিষ্ট করে দিয়েছে প্রেম সিং তামাংয়ের প্রশাসন। শুক্রবার সিকিম পরিবহণ দপ্তরের তরফে যে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে, তাতে লাক্সারি গাড়িতে গ্যাংটক ও শিলিগুড়ির ক্ষেত্রে আপ-ডাউন মিলিয়ে ভাড়া নির্দিষ্ট করা হয়েছে এক হাজার টাকা। সিকিমের এই সিদ্ধান্তে পর্যটক মহলে স্বস্তির হাওয়া নিয়ে এলেও চিন্তায় পড়েছেন সমতলের গাড়িচালক, পরিবহণ ব্যবসায়ীরা।

যেহেতু আন্তঃরাজ্য পরিষেবা, সেক্ষেত্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের অনুমতি নেওয়া হয়েছে কি না, প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা। যদিও দার্জিলিংয়ের আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিক মিল্টন দাস বলেন, 'সিকিমের ক্যাব চালুর বিষয়টি আমার জানা নেই। বিষয়টি সম্পর্কে খোঁজ নিতে হবে। তবে অনুমতি নিলে তা দপ্তরের কলকাতাস্থিত প্রধান দপ্তর থেকেই নেবে।'

পর্যটন মরশুমে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় ফি বছরের ঘটনা। মরশুমে লাক্সারি গাড়িতে শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটক যাওয়ার ক্ষেত্রে ৯-১০ হাজার টাকা পর্যন্ত নেওয়া হয়। ফিরতি পথেও ভাড়াটা কাছাকাছি। মূলত গাড়ির কৃত্রিম সংকট দেখিয়ে ইচ্ছেমতো ভাড়া আদায় করা হয়

বলে বারবার অভিযোগ ওঠে। ভাড়া নিয়ে চালকদের দুর্ব্যবহারের মুখেও অনেক পর্যটককে পড়তে হয়। সিকিম শেয়ার অ্যাপ ক্যাব চালু করায়, ইচ্ছেমতো গাড়িভাড়া আদায়ের প্রবণতা কমবে।

এরাজ্যেও 'যাত্রী সাথী' অ্যাপ ক্যাব চালু রয়েছে। কিন্তু তা মূলত রিজার্ভ পরিষেবাতে সীমাবদ্ধ। ফলে এক-দুজনের জন্য একটি গাড়ি ভাড়া করতে বাধ্য হন অনেকেই। এক্ষেত্রেও তাঁদের বাড়তি টাকা গুনতে হয়। এবার একধাপ এগিয়ে শেয়ার ক্যাব চালুর সিদ্ধান্ত সিকিমের পরিবহণ দপ্তর নেওয়ায় স্বাভাবিকভাবে নির্দিষ্ট

নির্দেশিকা জারি

- সিকিমের শেয়ার অ্যাপ ক্যাবে শিলিগুড়ি-গ্যাংটক আপ-ডাউন ভাড়া হাজার টাকা
- প্রেম সিং তামাং সরকারের এই উদ্যোগে বাড়তি টাকা গুনতে হবে না পর্যটকদের
- সিকিমের এমন সিদ্ধান্তে স্বস্তিতে পর্যটকরা, অসন্তুষ্ট সমতলের চালকরা

খরচে পাহাড়ে উঠতে বা সেখান থেকে ফিরতে পারবেন পর্যটক এবং সাধারণ মানুষ। কেননা, একটি লাক্সারি গাড়ি রিজার্ভ না করে এমন গাড়ির একটি সিট বুক করার সুযোগ পাবেন তাঁরা। বেড়াতে এসে বাড়তি টাকা গুনতে হবে না পর্যটকদের। পর্যটন মরশুমে গাড়িভাড়া সংক্রান্ত যে অভিযোগ ওঠে, তা অনেকাংশেই হ্রাস পাবে বলে মনে করছেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। সিকিমের পরিবহণ সচিব রাজ যাদবের বক্তব্য, 'যাত্রীদের সুবিধার্থে শেয়ার অ্যাপ ক্যাবের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং। ভাড়াও নির্দিষ্ট করা হয়েছে সাধারণের আর্থিক অবস্থার দিকে নজর রেখে।' সিকিমের পরিবহণ দপ্তর সূত্রে খবর, কিছুদিনের মধ্যে গ্যাংটক থেকে নামচি, পেলিং, দার্জিলিং, কালিম্পং সহ বেশ কয়েকটি এলাকায় এই পরিষেবা চালু করা হবে।

এতেই অশনিসংকেত দেখছেন গাড়ির চালকদের একাংশ। তাঁদের বক্তব্য, সমতলের গাড়ি সিকিমের সর্বত্র যেতে পারে না। কিন্তু সেখানকার গাড়ি সমতলের সর্বত্র চলতে পারছে।

এরপর যদি সিকিমের শেয়ার ক্যাব সমতলে নামে, তবে তাঁদের রুটিরুজিতে টান পড়বে। জাতীয়তাবাদী ট্যাক্সি অ্যান্ড প্রাইভেট কার ড্রাইভার ইউনিয়নের (এনজেপি শাখা) কার্যনির্বাহী সভাপতি উদয় সাহা বলছেন, 'সিকিমে আমরা সাইট সিইং করতে পারি না। পার্কিংয়ের সমস্যাও রয়েছে। সমতলে যদি সিকিম ব্যবসা করতে চায়, তবে আমরা খাব কী?'

সরস্বতীর সঙ্গে

প্রথম পাতার পর

দীর্ঘকাল থেকে চলে আসছে সেসবের পিছনে শাস্ত্রীয় বিধান রয়েছে। রাজ আমল থেকে সেই পরম্পরা আজও চলে আসছে।'

মদনমোহনবাড়ির মহাসরস্বতীর মূর্তি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কিংবা বাড়িতে পুজো হওয়া সরস্বতীর মূর্তির থেকে অনেকটাই আলাদা। এখানে দেবী চতুর্ভুজা। সাধারণত দেবীর দুটি হাত থাকলেও মহাসরস্বতীর চারটি হাত রয়েছে। দেবীর বাহন হিসেবে প্রতিমার চারদিক ঘিরে রয়েছে চারটি হাঁস। রাজ আমল থেকে হয়ে আসা এই পুজোতে দুই জোড়া পায়রা বলি দেওয়ার রীতি রয়েছে। সেখানে ফলমূল, লুচি, মিষ্টির পাশাপাশি দেবীর ভোগ হিসেবে খিচুড়ি, অন্ন, ডাল, পায়েস সহ পঞ্চব্যঞ্জন সহকারে ভোগ দেওয়া হয়। মন্দির সূত্রে জানা গিয়েছে, এবছর মন্দিরের মহাসরস্বতীপুজোর বাজেট রয়েছে ৩,৩৮১ টাকা।

মন্দির সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সন্ধেতে মন্দির লাগোয়া পলাশ গাছের তলায় আবির দিয়ে বিশেষ পুজো করা হবে। ওই আবিরই বসন্ত উৎসবের সময় কোচবিহারবাসীর প্রাণের ঠাকুর মদনমোহনের পায়ে ছিটিয়ে দোল উৎসবের সূচনা হবে। বর্তমান দুয়ারবক্সি অজয়কুমার দেববক্সীর সেদিন পলাশতলার পুজোয় উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে।

সরস্বতীপুজোর জন্য ক্লাব

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ৩১ জানুয়ারি : ক্লাবের নাম ভ্রাতৃসংঘ। কোথাও আবার নামটা হয়ে গিয়েছে কিশোর সংঘ, সবুজ সংঘ, স্কুলপাড়া ইউনিট, সম্রাট সংঘ বা অন্য কিছু। সব ক্লাবই গজিয়ে উঠেছে সরস্বতীপুজোর জন্য। সবার মিল একটা জায়গায়। তা হল, ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত খুদে স্কুল পড়ুয়ারা। স্কুলে যেমনই পুজো হোক না কেন, পাড়ার পুজো নিয়ে এখন ব্যস্ত তারা।

নিজেরা পুজো করতে গেলে তো খরচ আছে। তাই বড়দের কাছে অনেক কাকুতিমিনতি করে রসিদও ছাপানো হয়েছে। সেই রসিদ বই হাতে নিয়ে সকাল-দুপুর-সন্ধ্যায় রাস্তায় বাঁশ ফেলে চাঁদা আদায়ে নেমে পড়েছে এই খুদেবাহিনী। ফালাকাটা ও আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বিভিন্ন গ্রামের রাস্তায় এখন এই খুদেদের আবদারপর্ব চলছে। তবে দাবি বেশি নয়। পাঁচ-দশ-কুড়ি টাকাতেই সন্তুষ্ট সবাই। নিজেদের ছোটবেলার কথা ভেবে হাসিমুখে চাঁদাও দিয়ে দিচ্ছেন পথচলতিরা।

ফালাকাটা ব্লকের মোট গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা ১০। বাড়ি বা স্কুলের পুজো বাদ দিলে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অন্তত ৫০টি করে তো সরস্বতীপুজো হবে। আর এই হিসেবে গোটা ব্লকে পাড়ার সরস্বতীপুজোর সংখ্যা প্রায় পাঁচশো। পুজোয় সব দায়িত্ব সামলাবে খুদে পড়ুয়ারাই। পুজো উপলক্ষ্যে পুরোনো কিছু ক্লাব পাশাপাশি নতুন ক্লাবও

কিউআর কোডও চাঁদা

গজিয়ে উঠছে। চাঁদার রসিদের পাশাপাশি কেউ কেউ কিউআর কোড দিয়েও চাঁদা সংগ্রহ করছে।

ফালাকাটার জাতীয় সড়কের কোথাও অবশ্য এভাবে সরস্বতীপুজোর চাঁদা তুলতে দেখা যাচ্ছে না। মূলত ফালাকাটা-কুঞ্জনগর, শিশাগোড়-বংশীধরপুর, রাইচেঙ্গা-কাদম্বিনী, বালুরঘাট-হুরকুরহাট, কালীপুর-লাফাবাড়ি, বাবুরহাট-গুমানি সহ জটেশ্বর, গুয়াবরনগর, ধনীরামপুর, দেওগাঁও এলাকার বহু গ্রামীণ রাস্তায় এখন কেউ যাতায়াত করলেই চাঁদার আবদার মেটাতে হচ্ছে। শিশাগোড়-বংশীধরপুর রাস্তায় ভ্রাতৃসংঘ নামে একটি ক্লাব পুজোর চাঁদা তুলছে। শিবু সরকার, বিক্রম সরকার, শুভ সরকার, জিত সরকারের মতো পড়ুয়ারা তাই দলবেঁধে চাঁদা তুলছে। এখানে পুজোর মূল উদ্যোক্তা শিবু-বিক্রম-শুভ তিন ভাই। তাই ক্লাবের নাম ভ্রাতৃসংঘ। রীতিমতো বাঁশ ফেলে রাস্তা আটকে চাঁদার বিল কাটছে তারা। শিবুর কথায়, '১৫ দিন আগে একবার মিটিং করি। তারপর ক্লাবের নাম ঠিক করে কাকুকে দিয়ে রসিদ ছাপিয়ে আনি। এখন চাঁদা তোলা হচ্ছে।' জিতের কথায়, 'চাঁদার জন্য কাউকে জোর করা হয় না। পাঁচ-দশ টাকা দিলেই আমরা খুশি।' পলাশবাড়িতে বটতলা ইউনিট নামে ক্লাব গড়ে উঠেছে পুজোর জন্যই। সেখানে বট গাছ আছে বলে এমন নামকরণ। পাড়ার স্কুল ছাত্রীরাও পুজোয় যুক্ত। সুস্মিতা রায় নামে নবম শ্রেণির এক ছাত্রীর কথায়, 'পাড়ার সব ভাইবোন মিলে পুজো করব বলেই চাঁদা তুলছি।' এভাবে দুর্ঘটনার শঙ্কাও রয়েছে। পড়ুয়াদের বক্তব্য, গ্রামীণ রাস্তা। বাইক, সাইকেল, টোটো চালকদের থেকেই চাঁদা তোলা হয়। জুলুম করা হয় না।

বাজেটে আশা দেখছেন না অভিষেক

কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি : কেন্দ্রীয় বাজেটে আশার কিছু নেই বলেই দাবি করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার দিল্লি যাওয়ার আগে কলকাতা বিমানবন্দরে অভিষেক বলেন, '২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে বিজেপি পরিচালিত সরকারের বাজেটে সাধারণ মানুষ কি আদৌ উপকৃত হয়েছে? তাদের সময় ধনী আরও ধনী হয়েছে, গরিব আরও গরিব হয়েছে। নোটবন্দির সময় থেকে বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার শুধুমাত্র ভাঁওতা দিয়ে গিয়েছে। সাধারণ মানুষ কোনওভাবেই উপকৃত হননি। তাই এই বাজেট নিয়ে আমার আশা করার মতো কিছু নেই। দেশের মানুষ যে কেন্দ্রীয় সরকারের এই বাজেট নিয়ে খুব বেশি আশাবাদী, আমার তা মনে হয় না।' অভিষেক বলেন, 'বাজেটে নতুন কোনও দিশা কেন্দ্রীয় সরকার দেখাতে পারবে বলে মনে হয় না।'

মৃত্যু গোপনের

প্রথম পাতার পর

তাঁর অভিযোগ, 'উত্তরপ্রদেশে এখনও সরকারিভাবে মৃতের সংখ্যা জানানো হয়নি। কখনও বলছে ৩০, কখনও বলছে ৪০।' যোগী সরকার মহাকুম্ভে গরিবদের জন্য কোনও ব্যবস্থা করেনি বলে তাঁর অভিযোগ। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যে পদপিষ্টের ঘটনায় ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলেছিলেন। অখিলেশ এদিন পালটা বলেন, 'কোনও ষড়যন্ত্র নেই। এটা শুধু সরকারের ব্যর্থতা। সাধুসন্তরাও বলছেন, যোগী আদিত্যনাথ মিথ্যাবাদী।'

মহাকুম্ভের পরিস্থিতি নিয়ে শুক্রবার সংসদে আলোচনার জন্য এদিনই বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটির বৈঠকে দাবি তোলে সমাজবাদী পার্টি। সমর্থন জানায় কংগ্রেস, তৃণমূল সহ সমস্ত বিরোধী দল। সরকারপক্ষ রাজি না হওয়ায় পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানান লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা।

ডিসেম্বরে পাতা তুলতে চেয়ে মমতাকে চিঠি

শুভজিৎ দত্ত

!নাগরাকাটা, ৩১ জানুয়ারি : বদলে গিয়েছে জলবায়ু। তার প্রভাবে উৎপাদন কমে গিয়েছে চা বাগানের। তার ওপর এবার শীতের মরশুমে আগেভাগেই চা পাতা তোলায় নিষেধাজ্ঞা জারি করায় উৎপাদন আরও মার খাচ্ছে। তাই এখন থেকে প্রতি বছর উত্তরবঙ্গে গোটা ডিসেম্বরজুড়েই থাকুক কাঁচা পাতা তোলার অনুমতি সহ উৎপাদন। এব্যাপারে কেন্দ্রের শিল্প-বাণিজ্যমন্ত্রকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিল জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতি। মঙ্গলবার ই-মেল মারফত মুখ্যমন্ত্রীকে পাঠানো ওই চিঠিতে আখের মতো কাঁচা চা পাতারও ন্যায্য মূল্য ঠিক করে দিতে তিনি যাতে কেন্দ্রকে জানান, এমন আর্জিও জানানো হয়েছে। অন্যদিকে, সম্প্রতি টি বোর্ড জানিয়েছিল, এবছর ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ডুয়ার্স-তরাইয়ে কাঁচা পাতা তোলার কাজ শুরু হবে। সেই দিনক্ষণ বদলে ১০ ফেব্রুয়ারি করা হয়েছে।

সংগঠনের সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'কাঁচা পাতা তোলার শেষ দিন এবার অনেকটাই এগিয়ে নিয়ে আসার কারণে গত ২৩ জানুয়ারি কালচিনির সুভাষিণী চা বাগানের সরকারি অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গের উৎপাদনের ওপর ধাক্কার বিষয়টি তুলে ধরে উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি সেদিন বিষয়টি নিয়ে মুখ্যসচিবকে খতিয়ে দেখতে নির্দেশও দেন। তাঁর ওই পদক্ষেপ সাধুবাদযোগ্য।' তাঁর সংযোজন, 'জলবায়ুতে আমূল পরিবর্তন এসে গিয়েছে। চা শিল্পকেও এর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য নীতিগত কিছু সংস্কার জরুরি হয়ে পড়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের গোচরেও আনবেন বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।'

শীতের চা বাগান।

জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতি জানিয়েছে, টি বোর্ড গত আট বছর ধরে নির্দেশিকা জারি করে শীতকালীন উৎপাদন বন্ধ রাখার কথা বলে আসছে। এর মূল কারণ, উদ্বৃত্তে রাশ টানা ও উচ্চমানের উৎপাদন নিশ্চিত করা। এর আগে ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে উৎপাদন বন্ধ রাখার কথা বলা হত। তবে ২০২৪ সালে তা হঠাৎই অনেকটা এগিয়ে এনে ৩০ নভেম্বর করা হয়। বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করার আর্জি জানালেও টি বোর্ড তাতে সাড়া দেয়নি। ফলে ডিসেম্বরে যে কাঁচা পাতা পাওয়া যায়, তা থেকে উৎপাদনের সুযোগ পায়নি উত্তরবঙ্গের চা মহল।

২০২৩ সালের ডিসেম্বরে এখানে চার কোটি কেজি চা উৎপাদন হয়েছিল বলে ওই সংগঠনটি মুখ্যমন্ত্রীকে পাঠানো চিঠিতে জানিয়েছে। আগের অন্য বছরগুলির তুলনায় ২০২৪-এর ডিসেম্বরে তিন সপ্তাহ বন্ধ থাকায় উত্তরবঙ্গ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ মার খায় বলেও চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। যা অন্যান্য চা উৎপাদক রাজ্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি। এর ফলে রাজ্য সরকার জিএসটি বাবদ ১ হাজার কোটি টাকা আয় থেকেও বঞ্চিত হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রীকে সংগঠনটি জানিয়েছে। জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতি আসন্ন বাজেটে কৃষকবন্ধু, বাংলা কৃষি সেচ যোজনার মতো রাজ্য সরকারের নানা প্রকল্পে যাতে ক্ষুদ্র চা চাষিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় সে ব্যাপারে চিঠিতে জানানো হয়েছে।

ছোট্ট তারা

অঙ্কন সাহা শীতলকুচি সারদা শিশুতীর্থের প্রথম শ্রেণির ছাত্র। আবৃত্তিতে বেশ কয়েকটা পুরস্কার রয়েছে। পড়াশোনার পাশাপাশি ঢোলক বাজাতেও সে খুব ভালোবাসে।

পুজোয় ভিনগাঁয়ের পলাশ

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ৩১ জানুয়ারি : সরস্বতীপুজোর আগে স্থানীয় গাছগুলিতে এখনও পলাশের দেখা না পাওয়ায় রীতিমতো চিন্তিত শহরের ফুল ব্যবসায়ীরা। অগত্যা ঝাড়খণ্ড থেকে পলাশ ফুল অর্ডার দিয়েছেন ফুল ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যদের একাংশ। তাঁদের কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার কিছুদিন আগে পুজো হচ্ছে। সেজন্য গাছগুলিতে ফুলের কুঁড়ি এলেও এখনও সেভাবে ফুল ফোটেনি। বিষয়টি নিয়ে ফুল ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য নিরেন দেব বলেন, 'অন্যান্য বছর পলাশবাড়ি থেকে পলাশ ফুল আনা হলেও এবার স্থানীয় এলাকায় পলাশ সেভাবে ফোটেনি। এদিন ঝাড়খণ্ডের মহাজনের থেকে মোট ১২ কেজি পলাশ ফুল অর্ডার দিয়েছি।'

কৃষি বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, এবার শীত খানিকটা দেরিতে পড়ার কারণেই স্থানীয় গাছগুলিতে এখনও পলাশের দেখা নেই। বিষয়টি নিয়ে কোচবিহার কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের বিজ্ঞানী শংকর সাহার কথা, 'এবার অনেকটা দেরি করে ঠান্ডা পড়েছে। সাধারণত অগ্রহায়ণ মাস থেকে জাঁকিয়ে শীত পড়ার কথা থাকলেও, এবার সেসময় অতটাও ঠান্ডা ছিল না। এবছর মাঘে ঠান্ডা জাঁকিয়ে পড়েছে। আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণেই এতদিনে স্থানীয় গাছগুলিতে কুঁড়ি এলেও ফুল সেভাবে হয়নি।'

মাঘ মাসের পঞ্চমী তিথিতে গৃহস্থ বাড়ির পাশাপাশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতেও পূজিতা হন দেবী সরস্বতী। এবার ২ এবং ৩ তারিখে বাগদেবীর আরাধনায় মেতে উঠবেন সকলে। এই পুজোর গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রীগুলির মধ্যে অন্যতম পলাশ ফুল। বিষয়টি নিয়ে কোচবিহার টাউন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক লিটন দাস বলেন, 'পলাশ ফুল ছাড়া সরস্বতীপুজো অসম্পূর্ণ। পলাশের চাহিদার কথা মাথায় রেখে আমরা আগেভাগেই এক ফুল ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথা বলে রেখেছি।'

এদিকে, শহরের নরেন্দ্রনারায়ণ পার্ক এবং বৈরাগীদিঘি সংলগ্ন এলাকায় থাকা পলাশ ফুলের গাছগুলিতে কুঁড়ি ফুটলেও এখনও ফুলের দেখা নেই। প্রতিবারই শহরের বাসিন্দাদের কেউ কেউ সেখান থেকে ফুল সংগ্রহ করেন। সেখানেও পলাশের দেখা না মেলায় কিছুটা হলেও মনখারাপ তাদের।

শহরের সিলভার জুবিলি রোড এলাকায় বেশ কিছু ফুলের দোকান রয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন বাজারে ছোট ছোট বেশ কয়েকটি ফুলের দোকান রয়েছে। ফুল বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, ঠান্ডা দেরিতে পড়ায় এবার গাছগুলিতে পলাশ ফুল এখনও ফোটেনি। হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকার ব্যবসায়ী অরূপ কর্মকার বললেন, 'এবার এখনও পলাশ ফুল পাওয়া যাচ্ছে না। স্থানীয় গাছগুলিতে কুঁড়ি এলেও পলাশের দেখা নেই। সেকারণে বাইরের ফুলেই আমাদের ভরসা রাখতে হচ্ছে।'

এমন পলাশ অমিল কোচবিহারে।

আবহাওয়া বদল

- কোচবিহারের গাছে ফুলের কুঁড়ি এলেও এখনও সেভাবে ফুল ফোটেনি
- পলাশবাড়ি থেকে সরস্বতীপুজোয় এ শহরে পলাশ ফুলের জোগান আসে
- এবার পুজোর জন্য পলাশ ফুল আসছে ঝাড়খণ্ডের মহাজনের কাছ থেকে
- আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণেই গাছে কুঁড়ি এলেও ফুল সেভাবে ফোটেনি

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

এ পজিটিভ	–	১
বি পজিটিভ	–	১
এবি নেগেটিভ	–	২
ও পজিটিভ	–	১
ও নেগেটিভ	–	১

মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	–	২
বি পজিটিভ	–	২
বি নেগেটিভ	–	২
এবি পজিটিভ	–	২
ও পজিটিভ	–	৪
ও নেগেটিভ	–	১

দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	–	৮
এ নেগেটিভ	–	১
বি পজিটিভ	–	৩
বি নেগেটিভ	–	১
এবি পজিটিভ	–	১০
এবি নেগেটিভ	–	০
ও পজিটিভ	–	৯
ও নেগেটিভ	–	০

বাগদেবী বন্দনায় মহার্ঘ ফল

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ৩১ জানুয়ারি : মাঝে আর মাত্র একদিন। তারপরই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে পাড়ায় পাড়ায় এমনকি প্রতি বাড়িতেও পূজিতা হবেন বাগদেবী। তাই স্কুল-কলেজ থেকে শুরু করে শিল্পালয়- সর্বত্রই এখন শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে। এদিকে, পুজোর কয়েক ঘণ্টা বাকি থাকলেও এখনও বাজারে পলাশের দেখা না পাওয়ায় চিন্তিত সকলেই।

এদিন বাজারে গিয়ে দেখা গেল, সরস্বতীপুজোয় ফলের পাশাপাশি মহার্ঘ প্রতিমাও। পুজোর আগেই জিনিসপত্রের দাম লাফিয়ে বাড়ায় মধ্যবিত্তের কপালে চিন্তার ভাঁজ। যদিও দাম বেশি থাকলেও পুজো আরাধনায় কোনওরকম খামতি রাখতে চাইছেন না কেউই। জিনিসপত্রের দামকে উপেক্ষা করেই বাজারে ভিড় জমিয়েছেন ক্রেতারা।

এদিন বিকেলে পুজোর বাজার সারছিলেন আঞ্জুমান-ই-ইসলামিয়া নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারাও। বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা দেবলীনা বিশ্বাসের কথা, 'পুজো এলে প্রতিবারই ফলের বাজার আগুন হয়। তাই আমরা আগেভাগেই বিদ্যালয়ের পুজোর বাজার সেরে নিলাম।'

এদিকে, তিথি অনুযায়ী এবছর দু'দিন পুজো পড়লেও রবিবারই অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পুজো সারবার কথা ভেবেছেন শিক্ষকরা। এদিন বাজারে গিয়ে দেখা গেল, শাঁকালু কেজিপ্রতি ৫০ টাকা, পেয়ারা কেজিপ্রতি ১৩০ টাকা, আপেল ১৮০ টাকা প্রতি কেজি, মুসাম্বি ৬০-৭০ টাকা প্রতি কেজি, কমলা হালা প্রতি ৪০-৬০ টাকা, কুল ৮০ টাকা প্রতি কেজি, আপেল কুল কেজিপ্রতি ৫০ টাকা, শসা ৩০-৪০ টাকা, লাল আলু ৪০ টাকা প্রতি কেজি, আঙুর কেজিপ্রতি ২০০-২৩০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। ফল বিক্রেতা উত্তম দে বলেন, 'পুজোর এখনও একদিন বাকি রয়েছে। এখনও সেভাবে বাজার জমেনি। আশা করছি শনিবার সকাল থেকেই বাজার জমে উঠবে।'

ফলের দামের প্রসঙ্গে ফল ব্যবসায়ীদের অনেকেই অবশ্য বলছেন, যে কোনও পুজোর আগেই বাজারগুলিতে অস্থায়ী বেশ কিছু দোকান বসে। সেক্ষেত্রে কিছু ব্যবসায়ী বেশি দাম নিয়ে থাকেন। তবে স্থায়ী দোকানগুলিতে দামের সেভাবে হেরফের হয়নি। ফল বিক্রেতা গোবিন্দ কুণ্ডু বলেন, 'পুজোর আগে ফলের দাম কিছুটা বাড়ে। তবে আমাদের এখানে সেভাবে দামের হেরফের হয়নি। সন্ধেতে কেনাকাটা করতে বাজারে ভালো ভিড় হয়েছে।'

শহরের ২০ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে পালপাড়া। এছাড়াও শহরের বেশ কিছু জায়গায় কয়েকঘর প্রতিমাশিল্পী থাকেন। তাঁদের শিল্পালয়ের পাশাপাশি ভবানীগঞ্জ বাজারে বিভিন্ন ধরনের প্রতিমা বিক্রি হচ্ছে। ১২০ টাকা থেকে শুরু করে বিভিন্ন দামের প্রতিমা কিনতে বাজারে ভিড় জমাচ্ছেন পড়ুয়া থেকে শুরু করে বড়রাও। মৃৎশিল্পী কানাই পাল বললেন, 'মাটি সহ রংয়ের জিনিসপত্রের দাম বাড়ায় আমরা প্রতিমার দাম কিছুটা বাড়িয়েছি। ইতিমধ্যেই প্রতিমা দেখতে অনেকেই শিল্পালয়ে আসতে শুরু করেছেন।'

কোচবিহার ভবানীগঞ্জ বাজারে সরস্বতী পুজোর কেনাকাটা। জয়দেব দাস

বাজারদর (কেজি)

	টাকা
শাঁকালু	৫০
পেয়ারা	১৩০
আপেল	১৮০
মুসাম্বি	৬০-৭০
কমলা(হালা)	৪০-৬০
কুল	৮০
আপেল কুল	৫০
লাল আলু	৪০
আঙুর	২০০-২৩০

বেআইনি নির্মাণ ভাঙল পুরসভা

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ৩১ জানুয়ারি : মাথাভাঙ্গা শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডে মানসাই নদীবক্ষে টিনের বেড়া দিয়ে ঘিরে দিনরাত কাজ করে বেআইনিভাবে তৈরি হচ্ছিল একটি মাদ্রাসা। ওই ওয়ার্ডের বাসিন্দা সানোয়ার হোসেন, ইয়াকুব মিয়াঁ, মহিমুদ্দিন মিয়াঁ প্রমুখের নেতৃত্বে রীতিমতো কংক্রিটের পিলার তৈরি করে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মাদ্রাসা নির্মাণকাজ চলছিল। পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যানের ওয়ার্ডে এ ধরনের কাজ চললেও বিষয়টি নাকি তাঁর নজরে পড়েনি। বৃহস্পতিবার বিষয়টি সংবাদমাধ্যমের নজরে আসায় তা প্রকাশ্যে আসে।

শুক্রবার পুলিশ প্রশাসন, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর ও সেচ দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে ওই বেআইনি নির্মাণ ভাঙলেন চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিক। বৃহস্পতিবার চেয়ারম্যান বলেছিলেন, নদীবক্ষে নির্মাণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে মাথাভাঙ্গা শহরেও সরকারি জমিতে বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক অভিযান শুরু হয়। তবে কয়েকদিন অভিযানের পর অজ্ঞাত কারণে তা বন্ধ হয়ে যায়। বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক অভিযান হতে পারে এই ভয়ে কিছুদিন শহরজুড়ে সরকারি জমিতে বেআইনি নির্মাণ বন্ধ ছিল। তবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতেই ফের সরকারি জমিতে বেআইনি নির্মাণের রমরমা শুরু হয় শহরজুড়ে।

বেআইনি জবরদখলকারীদের থাবা সরকারি জমি ছাড়িয়ে নদীবক্ষেও চলে যায়। গত কয়েকদিন ধরে ১ নম্বর ওয়ার্ডে মানসাই নদীবক্ষ টিনের বেড়া দিয়ে ঘিরে দিনরাত কংক্রিটের পিলার দিয়ে বেআইনি নির্মাণ চলছিল। বিষয়টি সংবাদমাধ্যমের নজরে আসায় বৃহস্পতিবার মাথাভাঙ্গা পুরসভার চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিক, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর এবং সেচ দপ্তরের আধিকারিকদের কাছে কেন নদীবক্ষে বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না তা জানতে চান জবরদখলের বিষয়টি সার্ভে করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট পাঠানো হচ্ছে এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।' সেচ দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীবাস ঘোষও এদিনে অভিযানে ছিলেন।

শুক্রবার মাথাভাঙ্গায় বেআইনি নির্মাণ ভাঙল পুরসভা ও প্রশাসন।

থাবা নদীবক্ষেও

- গত কয়েকদিন ধরে মানসাই নদীবক্ষে টিনের বেড়া দিয়ে ঘিরে বেআইনি নির্মাণ চলছিল
- টিনের বেড়া দিয়ে ঘিরে কংক্রিটের পিলার তৈরি করে মাদ্রাসা নির্মাণ চলছিল
- বৃহস্পতিবার পুরসভা বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানায়
- শুক্রবার পুলিশ নিয়ে গিয়ে ওই নির্মাণ ভেঙে দেন চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিক

তিনি বলেন, 'বাঁধের গায়ে বেআইনি নির্মাণের তালিকা প্রস্তুত করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পাঠানো হয়েছে।' চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিক বলেন, 'শহরবাসীর কাছে আবেদন, সরকারি জমি দখল করে শহরে কোথাও বেআইনি নির্মাণ হলে বিষয়টি পুরসভা কর্তৃপক্ষের নজরে আনুন, পুরসভা দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তবে প্রশ্ন উঠছে, শহরজুড়ে বেআইনি নির্মাণ সাধারণ মানুষ এবং সংবাদমাধ্যমের নজরে এলেও পুরসভার কাউন্সিলার এবং পুরসভা কর্তৃপক্ষের নজরে কেন আসছে না?

বিজেপি কোচবিহার জেলা সহ সভাপতি মনোজ ঘোষ অবশ্য দাবি করেছেন, শাসকদলের মদতেই সরকারি জমিতে বেআইনি নির্মাণ হচ্ছে। প্রশাসনও কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছে না। প্রতিক্ষেত্রেই সংবাদমাধ্যম এবং বিরোধীরা বিষয়টি নিয়ে সোচ্চার হওয়ায় বাধ্য হয়ে অভিযান চালাতে হচ্ছে পুরসভাকে।

নালার উপর এই নির্মাণ ঘিরে প্রশ্ন উঠেছে।

নালার ওপর অবৈধ দখল

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ৩১ জানুয়ারি : একদিকে অবৈধ দখলদারি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী উষ্মা প্রকাশ করছেন,

> ড্রেনের ওপর ব্যবসায়ীদের সুবিধার জন্য স্ল্যাব বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওখানে কারা ঘর করছে, সেটা খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে। এ ধরনের অবৈধ দখলদারি কখনোই মেনে নেওয়া যায় না।
>
> **-রবীন্দ্রনাথ ঘোষ**

অন্যদিকে চোখের সামনেই দখল হয়ে যাচ্ছে একের পর এক সরকারি জায়গা। কোচবিহার নতুন বাজারের (কালিকা বাজার) দক্ষিণ দিকে এত বছর রাস্তাজুড়ে সবজি নিয়ে বসতেন প্রচুর ব্যবসায়ী। এর ফলে ওই এলাকায় রোজ যানজট সৃষ্টি হত। সম্প্রতি পুরসভার তরফ থেকে নালার ওপর স্ল্যাব বসিয়ে ব্যবসায়ীদের জন্য বসার জায়গা করে দেওয়া হয়েছে। যাতে সেখানে মানুষ স্বাভাবিকভাবে রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করতে পারেন।

কিন্তু দেখা গেল ব্যবসায়ীরা সেখানে বসার আগেই সেই স্ল্যাবের ওপর সবুজ রঙের টিন এবং গ্রিল দিয়ে অনেকটা জায়গাজুড়ে ঘর বানিয়ে ফেলা হয়েছে। ওই জায়গায় ঠিক কী তৈরি হচ্ছে তা নিয়ে মুখ খুলতে রাজি নন কেউই। ওই এলাকার কাউন্সিলার তথা তৃণমূল জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক (হিপ্পি)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি।

স্ল্যাব দখল করে ঘর বানানো হয়েছে এ ধরনের কোনও খবর জানা নেই বলে জানালেন পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। তিনি বলেন, 'ড্রেনের ওপর ব্যবসায়ীদের সুবিধার জন্য স্ল্যাব বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওখানে কারা ঘর করছে, সেটা খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে। এ ধরনের অবৈধ দখলদারি কখনোই মেনে নেওয়া যায় না।'

বিনা চিকিৎসায় অসহায় বৃদ্ধা

মেখলিগঞ্জ, ৩১ জানুয়ারি : মেখলিগঞ্জ পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের তিস্তা নদীর বাঁধ সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা নীলু রায় নামে এক বৃদ্ধার অর্ধাহারে দিন কাটছে। এতদিন তিনি রাজমিস্ত্রির সহযোগী হিসাবে কাজ করতেন। শারীরিক বিভিন্ন অসুস্থতার জন্য তিনি বর্তমানে কাজ করতে পারেন না। স্বামী মারা গেছেন। ছেলের সঙ্গে মায়ের কোনও সম্পর্ক নেই।

নীলু বলেন, 'র‍্যাশন থেকে কিছু সামগ্রী পাই। পাড়াপ্রতিবেশীর কাছে চেয়েচিন্তে কোনওরকমে দিন কাটছে।' মেখলিগঞ্জে ভাঙাচোরা ঘরে তিনি একাই থাকেন। অর্থাভাবে বাড়িটি সংস্কার করতে পারছেন না। বর্ষাকাল ও শীতকালে খুব সমস্যা হয়। এদিকে তিন মাস ধরে বুকে ব্যথা, জন্ডিস সহ বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার দেখা দিয়েছে। সেকারণে এখন কাজে যেতে পারেন না তিনি। সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসক দেখিয়েও সমস্যা মেটেনি। অর্থের অভাবে ভালো জায়গায় চিকিৎসা করাতে পারছেন না।

এনিয়ে এলাকার বাসিন্দা রঞ্জিতকুমার রায় সহ অনেকেই সরব হয়েছেন। ওই বৃদ্ধার বিষয়ে খোঁজ নিয়ে সহযোগিতার চেষ্টা করা হবে বলে মেখলিগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান প্রভাত পাটনি আশ্বাস দিয়েছেন।

রংদার

মানুষের স্বর চোমং লামা

উত্তরবঙ্গের সর্বকালের অন্যতম জনপ্রিয় লেখক চোমং লামার শতবর্ষ এবারই। মানুষটার আসল নাম ছিল বিমল ঘোষ। তাঁর ছোটগল্প ও উপন্যাসে বারেবারে ফিরে এসেছে উত্তরের পাহাড়, অরণ্য, নদী, সীমান্ত ও চা বাগানের ইতিবৃত্ত। এবার প্রচ্ছদ কাহিনী তাঁকে নিয়ে।

প্রচ্ছদ কাহিনী : রণজিৎ দেব, বিপুল দাস ও কুন্তল ঘোষ
ছোটগল্প : অম্লান চক্রবর্তী ও অজিত ঘোষ
কবিতা : প্রশান্ত দেবনাথ, হাসি বসু, সুকুমার সরকার, কাকলি মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত মণ্ডল, উত্তম চৌধুরী, অসীমকুমার দাস ও রবীন্দ্রনাথ রায়

ধারাবাহিক দেবাঙ্গনে দেবার্চনা : পূর্বা সেনগুপ্ত

আজ শহরে

- কোচবিহার রবীন্দ্র ভবনে কম্পাস জাতীয় নাট্যোৎসবের উদ্বোধন হবে সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে। এরপর খড়দহের থিয়েটার প্ল্যাটফর্ম প্রয়োজিত 'কল্পনার অতীত' নাটক মঞ্চস্থ হবে।

ভবানীগঞ্জ বাজারে প্রতিমা বাছাই।

মেখলিগঞ্জে আটক ১৫ টোটো

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ, ৩১ জানুয়ারি : মেখলিগঞ্জ পুরসভার একটি বড় সমস্যা যানজট। ইদানীং একাধিকবার বাজার এলাকার যানজটে অ্যাম্বুল্যান্সের মতো জরুরি পরিষেবার গাড়ি আটকে থাকতে দেখা গিয়েছে। গত সপ্তাহে যানজট সমস্যা সমাধানে বৈঠক করে টোটো, ছোট গাড়ি, বাস নিয়ে নতুন সিদ্ধান্ত নেয় মেখলিগঞ্জ পুরসভা। এরপরেই এই নিয়ম কার্যকর করতে কয়েকদিন ধরে নিয়মিত মাইকিং করা হয়। শুক্রবার যানজট সমস্যার সমাধানে শেষবারের মতো শহরবাসীকে সচেতন করতে যৌথ অভিযানে নামে পুরসভা ও পুলিশ।

এদিন মেখলিগঞ্জ বাজারে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তির সামনে থেকে শুরু করে পূর্বপাড়া ব্রিজ পর্যন্ত অভিযান চালানো হয়। দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসায়ীদের একাংশের বিরুদ্ধে রাস্তা দখল করে ব্যবসার অভিযোগ উঠে আসছিল। এদিন সেসব ব্যবসায়ীর তরফে সচেতন করে তৎক্ষণাৎ রাস্তা পরিষ্কার করতে বলা হয়।

অন্যদিকে বাজারে রাস্তার ওপর তিন থেকে চার সারি করে টোটো দাঁড়িয়ে থাকায় সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছিল। এদিন টোটোচালকদের বাজার এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকতে মানা করা হয়। যেসব টোটোচালক বাজারে রাস্তার ওপর টোটো দাঁড় করিয়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন এমন ১৫টি টোটো এদিন আটক করা হয়। যদিও পরে সেগুলো ছেড়ে দেওয়া হয়। পাশাপাশি বাজারে রাস্তার ওপর দাঁড় করিয়ে রাখা কিছু ছোট গাড়ি ও বাইকের হাওয়া ছেড়ে দেওয়া হয়।

এদিনের অভিযানে ছিলেন চেয়ারম্যান প্রভাত পাটনী, ওসি মণিভূষণ সরকার, পুরসভার আধিকারিক অমিতাভ বর্ধন চৌধুরী। চেয়ারম্যান জানান, আমরা বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, শিশু উদ্যান মোড় থেকে পূর্বপাড়া ব্রিজ পর্যন্ত এলাকায় টোটো তিন থেকে চার সারি করে দাঁড়িয়ে থাকত যা যানজট সৃষ্টির একটি অন্যতম কারণ, তা এই এলাকায় দাঁড়াতে পারবে না। টোটো রানিং অবস্থায় থাকতে হবে। বাজারে গ্রামীণ ব্যাংকের সামনে এক সময়ে একটিই বাস নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দাঁড়াবে। ম্যাজিক গাড়ির ক্ষেত্রেও সেই নিয়ম মানতে হবে। পাশাপাশি প্রতিটা বাসকে নতুন টার্মিনাসে প্রবেশ করতে হবে। বিগত কয়েকদিন ধরে মাইকিং করা হয়েছে। আজ পথে নেমে সচেতন করা হল। এরপরেও কেউ নিয়ম না মানলে তার বিরুদ্ধে পুলিশ আইনত ব্যবস্থা নেবে। পুরসভা পুলিশকে সহযোগিতা করবে।'

সতর্কিত ব্যবসায়ী

- মেখলিগঞ্জ বাজারে পুরসভা ও পুলিশের যৌথ অভিযান
- ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে রাস্তায় ব্যবসার অভিযোগ ছিল
- অভিযানে ব্যবসায়ীদের সতর্ক করে রাস্তা পরিষ্কার করতে বলা হয়
- বাজারে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা টোটোচালকদেরও সতর্ক করা হয়
- নিয়ম ভাঙায় এদিন ১৫টি টোটো আটক করা হয়

সরস্বতীপুজোয় পুরোহিত যখন আপনি

বিদ্যার দেবী। সংগীতের দেবী। শিক্ষার্থীদের উপাসনার দেবী। ঘরে ঘরে পূজিত হওয়ার নির্দিষ্ট দিন মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথি। শ্রীপঞ্চমী, বসন্তপঞ্চমী নামেও পরিচিত। শিক্ষার্থীরা উপোস থেকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞানের প্রার্থনা করে বাগদেবীর কাছে। এই দিনে পুরোহিত নিয়ে বড্ড টানাটানি। পুরোহিত ছাড়াই পুজো করতে চান? জেনে নিন রীতিনীতি।

ভোগের খিচুড়ি

যা যা লাগবে

গোবিন্দভোগ চাল বা আতপ চাল ২ কাপ, সোনামুগের ডাল দেড় কাপের চয়ে একটু বেশি, ফুলকপি ১টি, আলু ৩টি, মটরশুঁটি ১ কাপ, পটল ৫টি, কুমড়ো খানিকটা, রান্নার জন্য ঘি, পাঁচফোড়ন ১ চা চামচ, তেজপাতা ৩টি, গোটা শুকনো লংকা ৩-৪টি, হিং ১ চা চামচ, আদাবাটা ১ টেবিল চামচ, হলুদগুঁড়ো আধ টেবিল চামচ, জিরেগুঁড়ো ১ টেবিল চামচ, লংকাগুঁড়ো আধ টেবিল চামচ, গরমমশলা গুঁড়ো আধ টেবিল চামচ, নুন স্বাদমতো, চিনি স্বাদমতো।

যেভাবে তৈরি করবেন

প্রথমে চাল ভালো করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিন। শুকনো খোলায় সোনা মুগের ডাল ভেজে নিন। আলু, ফুলকপি, পটল, কুমড়ো ডুমো করে কেটে নুন-হলুদ মাখিয়ে ছাঁকা তেলে ভেজে তুলুন। কড়াইয়ে ঘি গরম করুন। ঘিয়ে পাঁচফোড়ন, তেজপাতা এবং শুকনো লঙ্কা ফোঁড়ন দিন।

সুগন্ধ উঠলে তাতে আদা বাটা দিয়ে ভেজে নিন। আদার কাঁচাগন্ধ চলে গেলে তাতে হিং ফোড়ন দিন। এবার এতে চাল-ডাল দিয়ে কষাতে থাকুন। এরপর এতে হলুদ, জিরে, লংকাগুঁড়ো এবং মটরশুঁটি দিয়ে ফের একবার কষাতে থাকুন। কাঁচা গন্ধ চলে গেলে তাতে স্বাদমতো নুন ও চিনি দিয়ে মেশান। সামান্য গরমমশলা দিয়ে দিন। কিছুক্ষণ কষানোর পর এতে ভেজে রাখা আলু, ফুলকপি, পটল, কুমড়ো মিশিয়ে দিন এবং গরম জল দিয়ে হাঁড়ির মুখ ঢেকে দিন।

চাল-ডাল সিদ্ধ হয়ে এলে এবং জল শুকিয়ে এলে নামিয়ে নিন। তবে নামানোর আগে ঘি, গরমমশলা দিয়ে দিতে ভুলবেন না। অনেকেই হয়তো জেনে কিংবা না জেনে, কিংবা কিছুটা অভ্যাসবশত খিচুড়ির পাশেই ঠাকুরের ধূপ জ্বালিয়ে দেন। এই ধূপের গন্ধেই নাকি খিচুড়ির স্বাদ বদলে যায়।

২ না ৩ ফেব্রুয়ারি, পুজো কবে?

এবছর বসন্ত পঞ্চমী তিথি ২ ফেব্রুয়ারি সকাল ১১.৪৫ মিনিটে শুরু। পরের দিন ৩ ফেব্রুয়ারি সকাল ৯.৩৬ মিনিটে তিথি শেষ হবে। উদয়া তিথি হিসাবে বসন্তপঞ্চমী উৎসব এবার ২ ফেব্রুয়ারি।

পুজোয় যা যা লাগবে

দেবী সরস্বতীর মূর্তি অথবা ছবি, পরিষ্কার সাদা কাপড়, আম পাতা ও বেলপাতা, বিভিন্ন ধরনের ফুল যেমন পদ্মফুল, জুঁই ফুল, গাঁদা ফুল ইত্যাদি, হলুদ, আতপ চাল, সিঁদুর, পাঁচ রকমের ফলের মধ্যে নারকেল, কলা অবশ্যই থাকতে হবে, কলস অথবা ঘট, পান পাতা, সুপারি, পলাশ ফুল, কাঁচা হলুদ, ধান, দুর্বা ঘাস, দুধ, খাগের কলম ও দোয়াত,

হারমোনিয়াম বা অন্য বাদ্যযন্ত্র যদি বাড়িতে থাকে দিতে পারেন, হাতে খড়ি দিতে হলে শ্লেট-খড়ি ও খাতা পেন্সিল অথবা মাটির সরা, ধূপকাঠি, প্রদীপ, কালি, দোয়াত, বই ইত্যাদি।

যেভাবে পুজো করবেন

১. যিনি সরস্বতীপুজো করবেন তাঁকে সকালে উঠে স্নান করতে হবে। থাকতে হবে উপবাসে। স্নানের জলে নিম পাতা, তুলসী পাতা, দুর্বা ঘাস দিয়ে স্নান সারতে পারেন। কেন এই নিয়ম? এর ফলে জল শুদ্ধ হয়। স্নানের পর সাদা অথবা হলুদ কাপড় পরে পূজায় বসুন।

২. পারলে স্নানের আগে নিম ও হলুদবাটা মেখে নিন। বিশ্বাস, পুজোর আগে নিম ও হলুদ বাটা মেখে স্নান করলে শরীর ও মন শুদ্ধ হয়।

৩. যেখানে সরস্বতীর মূর্তি বসাবেন সেই জায়গাটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে গঙ্গাজল ছিটিয়ে পবিত্র করে নিন। এবার পিড়ির উপরে সাদা কাপড় পাতুন।

৪. দেবী সরস্বতীর মূর্তি নির্দিষ্ট জায়গায় বসান। তার সামনে ঘট বসান।

৫. ঘটে জল ভরে তার উপরে আমের পাতা রাখুন। এর উপরে একটি পানপাতা রাখুন।

৬. কালির দোয়াতে দুধ ধরে তাতে খাগের কলম রাখুন। দেবী মূর্তির সামনে দোয়াত ও কলম রাখুন।

৭. পুজোর জায়গায় হলুদ, কুমকুম/ সিঁদুর, আতপচাল ও ফুলমালা দিয়ে সাজিয়ে ফেলুন। দেবী সরস্বতীর গলায় ফুলের মালা দিন। অবশ্যই সেটি হলুদ অথবা সাদা রঙের ফুল দিয়ে তৈরি করুন।

৮. সরস্বতীর একপাশে বই রাখুন। দোয়াত ও কলম রাখুন।

৯. যদি আপনি সংগীত অথবা নৃত্য-কলার সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকেন, তাহলে পুজোতে বাদ্যযন্ত্র রাখতে পারেন।

১০. যাঁরা শিল্পী বা আঁকিয়ে, তাঁদের আঁকার তুলি দেবী সরস্বতীর একপাশে রাখতে পারেন। পাশাপাশি শুকনো রংও রাখা যেতে পারে।

১১. দেবী সরস্বতীর পাশে রাখুন সিদ্ধিদাতা গণেশের মূর্তি। এরপর সরস্বতী পুজোর মন্ত্র পাঠ করুন।

১২. প্রদীপ জ্বালিয়ে দেবী সরস্বতীকে ভোগ নিবেদন করুন দেবী সরস্বতীকে।

১৩. নৈবেদ্য হিসেবে কুল-ফল অবশ্যই রাখুন।

১৪. ভোগ হিসেবে খিচুড়ি রাঁধতে পারেন। দিতে পারেন লুচি-পায়েস-মিষ্টিও।

১৫. ফল, মিষ্টি ও নৈবেদ্য অর্পণ করুন। কুলসহ নানান রকমের ফল রাখুন। কুল সরস্বতী পূজার প্রধান ফল।

১৬. এবার দেবী সরস্বতীর মূর্তির সামনে নিঃশব্দে বসে ধ্যান করুন। মনের ইচ্ছা দেবীকে জানান। পুজোশেষে পুজোর প্রসাদ মুখে দিয়ে উপবাস ভঙ্গ করুন।

এবং আরও

দেবীর মূর্তিতে ফুলের মালা দিন।

চাইলে, পুজোর জায়গায় ভালো করে হলুদ, সিঁদুর এবং চাল দিয়ে আলপনা দিতে পারেন। জায়গাটি ফুল দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে দিন। দেবী মূর্তির পাশে গণেশের মূর্তি রাখুন।

যেভাবে পুজো করবেন

প্রথমে ফুল ও বেলপাতা নিয়ে গণেশ ঠাকুরের পায়ে দিন। এইভাবে পুজো শুরু করুন। তারপর একই ভাবে ফুল ও বেলপাতা একে একে মা সরস্বতীর পায়ে দিন। একইসঙ্গে দেবী আরাধনার মন্ত্র উচ্চারণ করুন। এই মন্ত্রগুলির জন্য নির্দিষ্ট বই পাওয়া যায় বাজারে, যেখানে পুজোর সমস্ত নিয়ম জানতে পারবেন। এরপর ধূপ ও দীপ জেলে ফল, মিষ্টি ও নৈবেদ্য অর্পণ করুন। সবশেষে পুষ্পাঞ্জলি দিন।

শ্রীপঞ্চমী পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র

ওঁ জয় জয় দেবী চরাচরসারে, কুচযুগশোভিত মুক্তাহারে।

বীণারঞ্জিত পুস্তক হস্তে, ভগবতী ভারতী দেবী নমোহস্তুতে।।

ওঁ সরস্বত্যৈ নমা নিত্যং ভদ্রকাল্যৈ নমা নমঃ বেদবেদান্তবেদাঙ্গ বিদ্যাস্থানেভ্য এব চ।

এষ সচন্দন পুষ্পবিল্বপত্রাঞ্জলি সরস্বত্যৈ নমঃ॥ (এই মন্ত্রে তিনবার অঞ্জলি দিতে হবে।)

পুজো শেষ করে তবেই কিন্তু জল এবং খাদ্য গ্রহণ করবেন। প্রসাদ হিসেবে ওই দিনের খাবার কিন্তু ফল, খই, মুড়কি, মিষ্টি, খিচুড়ি, লাবড়া ইত্যাদি। পুজোর বাকি মন্ত্রের জন্য কিন্তু প্রয়োজন হবে পুজোর পাঁচালি, যা বাজারে সহজেই পেয়ে যাবেন।

দ্বিতীয় দিনের দধিকর্মা

পুজোর পরের দিন সকালবেলাতেও কিছু কাজ রয়েছে। ঘুম থেকে উঠে পুজোয় ব্যবহার করা বেলপাতায় খাগের কলমগুলি দুধে চুবিয়ে নিন। 'ওঁ সরস্বত্যই নমঃ' লিখুন তিনবার। তারপর ফুল ও বেলপাতা সমেত পুষ্পাঞ্জলি দিন। এরপর ঠাকুরের নৈবেদ্যের খই, দই এবং মিষ্টি দিয়ে গোল মন্ডের মতো আকারের তৈরি করুন প্রসাদ।

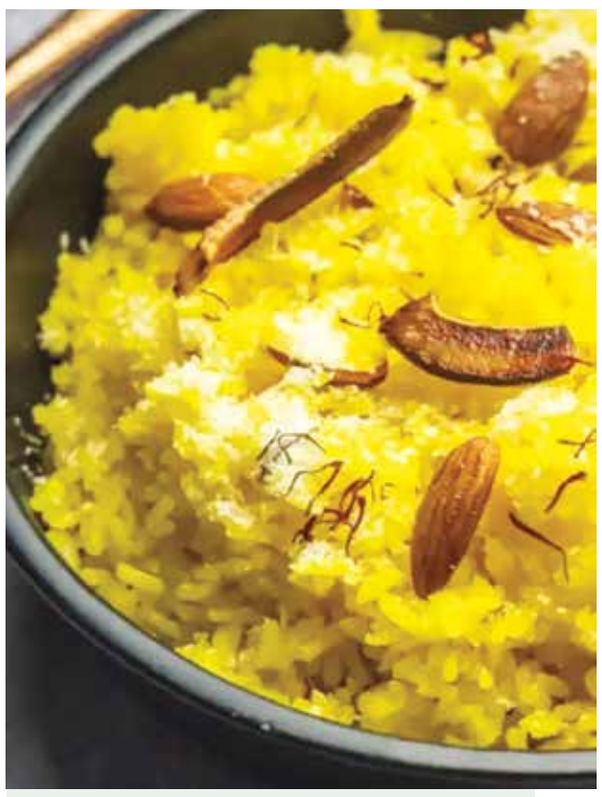

ভোগ সামগ্রী

সরস্বতীপুজোয় বাধ্যতামূলক উপস্থিতি খিচুড়ি ও বাঁধাকপির ঘন্টের। এর বাইরে আর কী ভোগ দেওয়া যেতে পারে? তারই খোঁজ।

কুলের চাটনি

যা যা লাগবে

২০০ গ্রাম কুল, ১০০ গ্রাম গুড়,৫০ গ্রাম চিনি।

ফোড়নের জন্য লাগবে

১/২ চা চামচ পাঁচফোড়ন, ১টা শুকনো লংকা।

ভাজা মশলার জন্য লাগবে

১ চা চামচ পাঁচফোড়ন, ১ চা চামচ সর্ষে, স্বাদমতো নুন, পরিমাণমতো তেল।

যেভাবে তৈরি করবেন

কুল, বোঁটা ছাড়িয়ে ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিন। একটি পাত্রে পাঁচফোড়ন ও সর্ষে দিয়ে শুকনো খোলায় ভেজে গুঁড়ো করে নিন। ওই প্যানে তেল গরম করে তাতে গোটা শুকনো লংকা ও পাঁচফোড়ন দিন, সুন্দর গন্ধ বেরোনো পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। এবারে কুল দিয়ে দিন এবং ভালো করে নেড়ে নিন নুন হলুদ দিয়ে। পরিমাণমতো জল দিয়ে ফুটতে দিন। সেদ্ধ করুন। সেদ্ধ হয়ে গেলে হাতা দিয়ে ফেটিয়ে গুড় ও চিনি দিয়ে মিশিয়ে নিন। অর্ধেক মশলা গুঁড়ো মিশিয়ে নিন। ঘন হলে নামিয়ে নিন এবং ওপরে বাকি ভাজা মশলা গুঁড়ো ছড়িয়ে দিন। পরিবেশন করুন শেষ পাতে।

নিরামিষ পনির পোলাও

যা যা লাগবে

বাসমতী চাল, ১ টেবিল চামচ বেরেস্তা (ভাজা পেঁয়াজ), ১০০ গ্রাম পনির, কাজুবাদাম কয়েকটা, কিশমিশ গুটিকয়, আমন্ড কয়েকটা, আখরোট গুটিকয়, ১ টেবিল চামচ গোটা গরমমশলা, নুন ও চিনি স্বাদমতো, ২ টেবিল চামচ দুধে ভেজানো কেশর ঘি পরিমাণমতো।

যেভাবে তৈরি করবেন

চাল ভালো করে ধুয়ে উনুনে বসান। ভাত রান্না করার সময় জলে গোটা গরমমশলা ও অল্প ড্রাই ফ্রুটস দিয়ে দেবেন। ভাত বেশি ফুটিয়ে ফেলবেন না। একটু শক্ত থাকতে থাকতেই নামিয়ে নিন। পনির ছোট ছোট করে কেটে হালকা ভেজে নেবেন। ২-৩টে মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ কুচি করে একেবারে মুচমুচে করে ভেজে নিন। এরপর কড়াইতে ঘি গরম করে বাকি ড্রাই ফ্রুটস হালকা ভেজে নিন। এবার কড়াইতে সব ভাত দিয়ে দিন। ভাতে একে একে পনির, কেশর ভেজানো দুধ, বেরেস্তা, নুন ও চিনি দিয়ে সামান্য নেড়ে ঢাকা দিয়ে দিন। কিছুক্ষণ পর উনুন বন্ধ করে দিন। গরম গরম পরিবেশন করুন পনির পোলাও।

গাজরের হালুয়া

যা যা লাগবে

৫০০ গ্রাম গাজর, ১/২ লিটার দুধ, ৬০ গ্রাম ঘি, ১/২ চা চামচ দারুচিনির গুঁড়ো, ২টো ছোট এলাচ, ১০০ গ্রাম গুড়, ১৫০ গ্রাম খোয়া, একমুঠো কাজু ও কিশমিশ।

যেভাবে তৈরি করবেন

গাজরগুলো ধুয়ে খোসা ছাড়িয়ে নিন। এবার কুচি কুচি করে কাটতে পারেন। তবে গ্রেট করলে গাজরের হালুয়া সবচেয়ে ভালো হয়। গাজর কুচিয়ে ফেলার পর জল ঝরিয়ে নিন। এবার একটি সসপ্যানে দুধ গরম বসান। দুধে এলাচ থেতো করে ফেলে দিন। দুধ জ্বাল দেওয়া হলে এতে কুচিয়ে রাখা গাজর দিয়ে দিন। খেয়াল রাখুন, যাতে দুধ অতিরিক্ত ঘন না হয়ে যায়। এবার এতে গুড় মিশিয়ে দিন। ছোট একটি কড়াইতে ঘি গরম করুন। এতে দারচিনি গুঁড়ো দিন। খোয়া কুচিয়ে দিন। এবার এটা দুধ ও গাজরের মিশ্রণে দিয়ে দিন। ঘন না হওয়া অবধি ক্রমাগত নাড়তে থাকুন। ঘন হয়ে এলে নামিয়ে নিন। উপর দিয়ে কাজু, কিশমিশ, আমন্ড ছড়িয়ে দিন।

ক্ষীরের নাড়ু

যা যা লাগবে

নারকেল, দুধ ও চিনি।

যেভাবে তৈরি করবেন

প্রথমে ১ লিটার দুধ জ্বাল দিয়ে ক্ষীর তৈরি করে নিতে হবে। তারপর অন্য একটা পাত্রে ৩ কাপ ব্লেন্ড করা নারকেল নিয়ে তাতে ১ কাপ চিনি দিয়ে নাড়তে হবে। নারকেল নাড়তে নাড়তে যখন একটু শুকিয়ে আসবে, তখন এতে আগে থেকে করে রাখা ক্ষীর ঢেলে দিতে হবে। পুরো মিশ্রণ ভালোভাবে মিশিয়ে নাড়তে হবে। এরপর নারকেলের পাক হয়ে গেলে চুলা বন্ধ করে গরম থাকা অবস্থায় হাতে গোল করে নাড়ুর আকার দিতে হবে।

জীবনকৃতি পাচ্ছেন শচীন

মুম্বই, ৩১ জানুয়ারি : ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের জীবনকৃতি পুরস্কার পেতে চলেছেন শচীন তেন্ডুলকার। ৩১তম প্রাপক হিসেবে এই পুরস্কার পাচ্ছেন মাস্টারব্লাস্টার। ভারতীয় ক্রিকেটে অবদানের সম্মানস্বরূপ ১৯৯৪ থেকে দেশের প্রথম টেস্ট অধিনায়ক কর্নেল সিকে নাইডু ট্রফি দেওয়া হয়। শচীন এবার সেই সম্মান পাচ্ছেন। শনিবার বোর্ডের বার্ষিক অনুষ্ঠানে 'আধুনিক ডনে'র হাতে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। খবরের সত্যতা স্বীকার করে নিয়ে বোর্ডের এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, 'হ্যাঁ, ২০২৪-এর জীবনকৃতি পুরস্কার পাচ্ছেন শচীন তেন্ডুলকার।'

ইউরোপার শেষ ষোলোয় লাল ম্যাঞ্চেস্টার

বুখারেস্ট, ৩১ জানুয়ারি : প্রিমিয়ার লিগে মাঝে একটা সময় অবনমনের আশঙ্কা ঘিরে ধরেছিল। পয়েন্ট তালিকায় এখনও প্রথম দশের বাইরে। কিন্তু উয়েফা ইউরোপা লিগে দাপট জারি রাখল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। বৃহস্পতিবার গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে রোমানিয়ার ক্লাব এফসিএসবিকে ২-০ গোলে হারিয়েছে তারা। একইসঙ্গে অপরাজিত থেকে শেষ ষোলোর ছাড়পত্র আদায় করে নিল রুবেন অ্যামোরিমের দল।

এদিন ম্যাচের শুরু থেকেই দাপট দেখায় লাল ম্যাঞ্চেস্টার। যদিও প্রথমার্ধে কোনও গোল হয়নি। ৬০ মিনিটের মাথায় ম্যান ইউকে এগিয়ে দেন দিয়োগো ডালোট। এর ঠিক আট মিনিট পর দ্বিতীয় গোলটি করে জয় নিশ্চিত করেন কোবি মাইনো। এই জয়ের সুবাদে ইউরোপা লিগ পয়েন্ট টেবিলে তৃতীয় স্থানে থেকে শেষ ষোলোয় খেলা নিশ্চিত করল রেড ডেভিলরা।

প্রি-কোয়ার্টারের টিকিট নিশ্চিত করেছে টটেনহ্যাম হটস্পারও। সুইডেনের ক্লাব আইএফ এলফসবার্গকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে স্পার্সরা। চার নম্বরে রয়েছে তারা।

প্রথম সোনা সৌব্রীতির

কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি : ৩৮তম জাতীয় গেমসে বাংলাকে প্রথম সোনা এনে দিলেন সাঁতারু সৌব্রীতি মণ্ডল। শুক্রবার ২০০ মিটার ব্রেস্টস্ট্রোকে তিনি চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। সময় নিয়েছেন ২ মিনিট ২৪ সেকেন্ড। হাওড়ার এই ২৩ বছরের সাঁতারুর পরবর্তী লক্ষ্য এশিয়ান গেমসে পদক জেতা।

এদিকে ৫৫ কেজি ভারোত্তোলনে রুপো জিতেছেন শ্রাবণী দাস। স্ন্যাচ এবং ক্লিন অ্যান্ড জার্ক মিলিয়ে ১৮৭ কেজি ওজন তুলেছেন হাওড়ার দেউলপুরের এই ভারোত্তোলক।

নিস্ফলা ম্যাচে এক ধাপ উঠল ইস্টবেঙ্গল

মুম্বই সিটি এফসি-০ ইস্টবেঙ্গল-০

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি : নিষ্ফলা ম্যাচ থেকে এক পয়েন্টের সঙ্গে আরও কিছু প্রাপ্তি ইস্টবেঙ্গলের। কেরালা ব্লাস্টার্সের বিপক্ষে জয়ের পর ফের এদিন গোলশূন্য ড্র মুম্বই সিটি এফসি-র সঙ্গে।

তবে নাওরেম মহেশ সিংয়ের মাঝমাঠে দায়িত্ব নিয়ে ম্যাচের সেরা হওয়া ছাড়াও ছোট ছোট ভালোলাগার রেশ থাকবে সমর্থকদের মধ্যে। একটু দেরিতে হলেও ইস্টবেঙ্গল বহুদিন পর একজন ভালো বিদেশিকে পরিবর্ত হিসাবে রিক্রুট করা হয়েছে। রিচার্ড সেলিসের গতি আছে, প্রতিপক্ষ বক্সে চাপ তৈরি করতে পারেন, প্রচুর খাটেন, উইং ভালো কাজে লাগানোর ফলে খেলাটা ছড়িয়ে যায়। তাঁর জন্যই তিরি-মেহতাব সিং জুটিকে রীতিমতো ব্যতিব্যস্ত থাকতে হল গোটা ম্যাচে। কিন্তু সমস্যা হল, তাঁকে সাহায্য করার জন্য দলে তেমন সঙ্গী কোথায়? দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস বড্ড সুখী ফুটবল খেলেন। ৪৪ মিনিটে পিভি বিষ্ণুর তোলা বল অবিশ্বাস্যভাবে হেড করতে দেরি তো করলেনই, বল বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে হাত লাগিয়ে হলুদ কার্ডও দেখলেন। ৫৮ মিনিটেও সেলিসের ক্রস ধরতে দেরিতে দৌড় শুরু করে বল নষ্ট করেন। তবে প্রথমার্ধেরই সংযুক্তি সময়ে তাঁর শট পোস্টের ভিতরের দিকে লেগে বেরিয়ে আসাটা দূর্ভাগ্যজনক। ৭৫ মিনিটে ফের তাঁর হেড পোস্টে লাগে। ঠিকঠাক চললে বিষ্ণু কিন্তু ভবিষ্যতে ভরসা দেবেন নিজের দলকে। তবে ডেভিড লালহালানসাঙ্গা বোধহয় পরিবর্ত হিসাবেই ভালো। অস্কার ব্রুজোঁর ভালো দিক হল, এত চোট-আঘাত-কার্ড সমস্যার মধ্যেও কান্নাকাটি না করে যা আছে তাই দিয়েই বিরিয়ানি না হোক অন্তত চচ্চড়ি রান্না করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। এই চেষ্টার ফলেই এদিন প্রথমার্ধের বেশিরভাগ সময়টা কর্তৃত্ব নিয়ে খেলল ইস্টবেঙ্গল। যদিও মুম্বইয়ের গরমে পরের দিকে খানিকটা বেদম লেগেছে সব খেলতে পারছিলেন না বিপিন সিং-ব্র্যান্ডন ফার্নান্ডেজরা। বহু ক্ষেত্রে চাপের মুখে প্রতিপক্ষের পায়ে বল হারিয়ে নিজেরাই নিজেদের বক্সে বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি করে ফেলে মুম্বই। প্রথমার্ধে সেই অর্থে মুম্বইয়ের সুযোগ নেই। কিন্তু বিরতির পর পরিস্থিতির বদল হয়। বছর তিনেক ভারতীয় ফুটবলের থেকে দূরে থাকার পর এদিন ৬৩ মিনিটে মাঠে নেমেই গোল করে ফেলতে পারতেন জোরগে ওর্তিজ। ফুটবলারকেই।

মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে একজন বিদেশি ফুটবলারের চোট পেয়ে বেরিয়ে যাওয়া সবসময়ই দূর্ভাগ্যজনক। একটা আক্রমণের সময়ে নিকোলাস কারেলিস চোট পেলেন। এমনিতেই দেস বাকিংহ্যামের মুম্বইয়ের সঙ্গে পিটার ক্রেটকির দলের আকাশপাতাল পার্থক্য। এরকম পরিস্থিতিতে প্রথমার্ধে বেশ দিশেহারা লেগেছে মুম্বই ডিফেন্সকে। সঙ্গে ওই সময়ে নিজেদের ঘরের মাঠে কিছু তিনি নামার পর আক্রমণের ধার ও বল পজেশন বাড়ে মুম্বইয়ের। বিক্রম প্রতাপ সিংও বেশ কয়েকবার গোল করার মতো পরিস্থিতি তৈরি করে ফেলেন। ৭২ মিনিটে ওর্তিজেরই শট নিজেদের বক্সের লাইনে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে থামানোর চেষ্টা করেন নন্দকুমার শেখর। তাঁর সৌভাগ্য বক্সের মাথায় ফ্রি-কিক পেলেও গোল করতে পারেনি মুম্বই। এই শেষদিকে আরও কিছু সুযোগ ছিল তাদের। যা থেকে গোল না হওয়ায় খুশি মনে বাড়ি ফিরলেন মুম্বই ফুটবল এরিনার লাল-হলুদ সমর্থকরা।

বার বার চেষ্টা করলেও মুম্বই সিটি এফসি-র রক্ষণ ভাঙতে পারলেন না দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসরা। মুম্বইয়ে শুক্রবার।

এদিনের পর ইস্টবেঙ্গল এক ধাপ উপরে ১০ নম্বরে উঠে এল ১৮ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে। ২৮ পয়েন্ট নিয়ে ছয়ে ঢুকল মুম্বইও।

ইস্টবেঙ্গল : প্রভসুখান, নীশু কুমার, হেক্টর, লালচুংনুঙ্গা, নন্দকুমার (প্রভাত), বিষ্ণু (সায়ন), শৌভিক, মহেশ, রিচার্ড, দিয়ামান্তাকোস ও ডেভিড (জোথাংপুইয়া)।

মোহনবাগানে আজ নেই আলবার্তো

মহমেডানে অভিষেক হতে পারে মার্কের

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি : প্রশ্নটা ফ্লোরেন্ট ওগিয়েরের দিকে ধেয়ে আসতেই মুখ চুন তাঁদের মিডিয়া ম্যানেজারের। পরিস্থিতি সামাল দিতে এগিয়ে আসতে হল কলকাতা ফুটবল গুলে খাওয়া স্বয়ং কোচকেই।

রাত পোহালেই মিনি ডার্বি। কিন্তু সাদা-কালো শিবিরকে ঘিরে নিরাপত্তাহীনতার কালো মেঘ। গত তিন মাস বেতন সমস্যায় ভুগছেন ফুটবলাররা। পরিস্থিতি এমনই ঘোরালো যে এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে এই প্রশ্ন উঠতে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের তরুণ মিডিয়া ম্যানেজার ফ্লোরেন্টকে এর উত্তর না দেওয়ার অনুরোধ করতেই তিনি গ্রাহ্য না করে বললেন, 'আমার অধিকার আছে এর উত্তর দেওয়ার।' এসব সমস্যার সঙ্গে ফুটবলার-জীবন থেকে পরিচিত বলেই হেড কোচের মতো দেশে ফিরে না গিয়ে হালকা মেজাজে পরিস্থিতি সামালানোর চেষ্টা করছেন মেহরাজউদ্দিন ওয়াডু। ১৭ ম্যাচে মাত্র ১১ পয়েন্ট পাওয়া তাঁর দলের আর হারানোর কিছু নেই। তাই জয়ের লক্ষ্যই থাকবে বলে মেহরাজের মন্তব্য, 'আমরা সবাই জানি যে সমস্যা রয়েছে। কিন্তু ভালো লাগছে যে ছেলেরা মাঠে এর প্রভাব পড়তে দিচ্ছে না। ওরা পেশাদার বলেই প্রচণ্ড পরিশ্রম করছে। আমাদের হারানোর কিছু নেই। মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের প্রতি শ্রদ্ধা রয়েছে। কিন্তু আমরা জেতার জন্যই ঝাঁপাব।' তিনি দলে যোগ দেওয়ার পর থেকে অবশ্য মহমেডানের পারফরমেন্সগ্রাফ বেশ ভালো। শেষ পাঁচ ম্যাচে মাত্র একটা হার। ইতিমধ্যেই দলে যোগ দিয়েছেন অস্ট্রিয়ান অ্যাটাকার মার্ক আন্দ্রে সমারবাখ। তিনি ফিট এবং স্কোয়াডে থাকবেন, জানান মেহরাজ। শনিবার উজ্জীবিত করার জন্য সমর্থকদের বেশি সংখ্যায় আসার আবেদন জানিয়ে রাখলেন তিনি।

তাঁর মতো সদর্থক ভাবনাচিন্তা অবশ্য কর্তাদের নেই। তাই যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের মতো বিশাল স্টেডিয়াম ভরানোর জন্য মহমেডান কর্তা থেকে বিনিয়োগকারীরা নিজেদের সমর্থকদের উপর আস্থা না রেখে সত্তর শতাংশ টিকিট দিয়ে দিয়েছেন মোহনবাগানকে। আগের পর্বে মহমেডানকে রীতিমতো নাস্তানাবুদ করে হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার দল ম্যাচটা জেতে ৩ গোলে। তারপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। মোহনবাগান দ্রুত উপরের দিকে উঠেছে। একইভাবে ক্রমশ নেমেছে মহমেডান। এরপরেও এই ম্যাচকে ডার্বি আদৌ বলা যায় কি না বা বলা গেলেও প্রতিপক্ষকে সত্যিই কতটা গুরুত্ব দেওয়া উচিত, এই সব প্রশ্ন উঠবেই। মোলিনা অবশ্য দক্ষ ব্যাটারের মতো এসব বাউন্সার উড়িয়ে দিচ্ছেন ফোকাস ঠিক রাখতে। বরং চ্যাম্পিয়ন হতে গেলে সব প্রতিপক্ষকেই যে গুরুত্ব দিতে হবে, একথাই বারবার পাখি পড়ার মতো রোজ বলেন। এদিনও বলে গেলেন, 'প্রথম দফার আগে কিন্তু সকলেই এই ম্যাচটাকে ডার্বিই বলেছিল। সেই পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন আমার কাছে হয়নি, যতই পয়েন্ট তালিকায় ওরা নীচের দিকে থাকুক। মহমেডান এবারও আমাদের ঝামেলায় ফেলতে চেষ্টা করবে। কিন্তু ম্যাচটা আমাদের জিততে হবে।' এই ম্যাচের আগে মোহনবাগানে একটাই খারাপ খবর, আগের ম্যাচে চোট পাওয়া আলবার্তো রডরিগেজ এদিনও অনুপস্থিত অনুশীলনে। অনিরুদ্ধ থাপা ছাড়া তিনিও নেই এই ম্যাচে। ফলে দীপেন্দু বিশ্বাস খেলবেন স্টপারে। আর ফিরছেন আশিস রাই। বাকি আর পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম।

আলবার্তো থাকুন বা নাই থাকুন, লড়াইটা শেষপর্যন্ত ডেভিড বনাম গোলিয়াথের। যেখানে পাশা উলটে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

আইএসএলে আজ

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব বনাম মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন, কলকাতা
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিও সিনেমায়

সাংবাদিক সম্মেলনে স্টপগ্যাপ কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুর সঙ্গে ফ্লোরেন্ট ওগিয়ের।

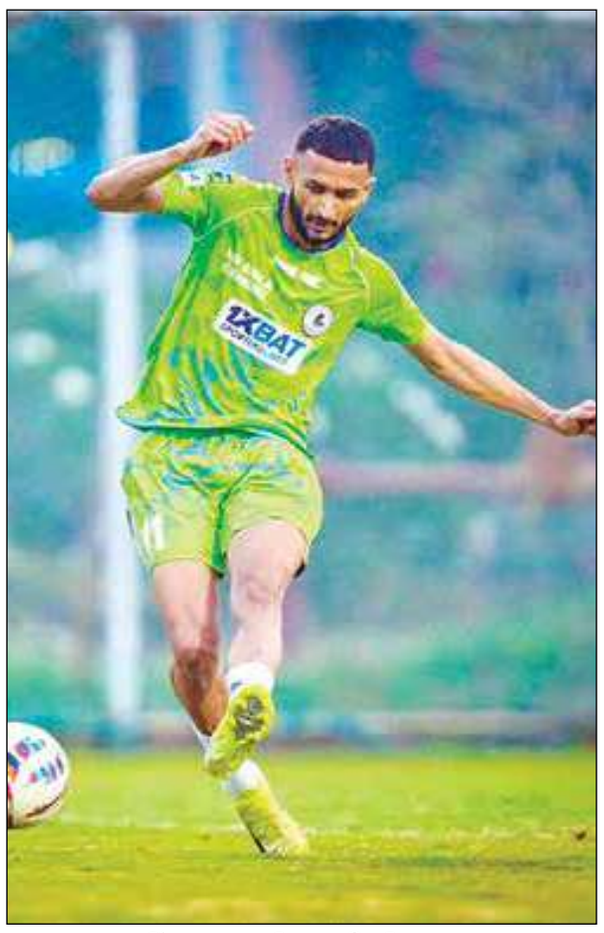

মহমেডান স্পোর্টিং ম্যাচের প্রস্তুতিতে মনবীর সিং। শুক্রবার কলকাতায়।

কৌশল গোপন রাখলেন মোলিনা

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি : ডার্বির আগের বিকেল। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ও মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন সংলগ্ন পাশাপাশি দুটি মাঠে অনুশীলনে ব্যস্ত। কৌশল গোপন রাখতেই বোধহয় চূড়ান্ত মহড়ায় ম্যাচ সিচুয়েশনে সেভাবে জোরই দিলেন না সবুজ-মেরুন কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা।

শুক্রবারের পড়ন্ত বিকেলে প্রস্তুতির শুরুতেই একে অপরের সঙ্গে খুনশুটিতে মাতলেন মনবীর সিং, জেসন কামিংস, লিস্টন কোলাসোরা। দেখেই বোঝা যাচ্ছে বড় ম্যাচের আগে এমনিতে বেশ ফুরফুরে মেজাজ বাগান শিবিরে। তবে মহমেডান ম্যাচের আগে হালকা হলেও চাপের আবহ তৈরি হয়েছে। প্রথমত, পয়েন্ট টেবিলে দুই দলের অবস্থান যাই হোক না কেন, ম্যাচটা ডার্বি। তারওপর সবুজ-মেরুন রক্ষণের স্তম্ভ আলবার্তো রডরিগেজকে পাওয়া যাবে না। এদিনও মাঠে নামেননি তিনি। বাগান দুর্গের শেষ প্রহরী বিশাল কাইথও এক কথায় মেনে নেন, 'টম অ্যালড্রেড ও আলবার্তো সামনে থাকলে বাড়তি আত্মবিশ্বাস পাই। এই মুহূর্তে আইএসএলের সেরা দুই ডিফেন্ডার ওরা।' সাদা-কালোর বিরুদ্ধে টমের সঙ্গে রক্ষণে হয়তো জুটি বাঁধবেন তরুণ দীপেন্দু বিশ্বাস।

এদিকে লিগ শীর্ষে থাকলেও স্ট্রাইকারদের গোল না পাওয়া একাধিক ম্যাচে সমস্যায় ফেলেছে মোহনবাগানকে। তবে সবুজ-মেরুন সমর্থকদের একটা ব্যাপার স্বস্তি দিতে পারে। ইস্টবেঙ্গল হোক বা মহমেডান এই মরশুমে প্রতিটা বড় ম্যাচেই গোল করেছেন জেমি ম্যাকলারেন। শনিবারও সবুজ-মেরুনের পালে হাওয়া লাগাতে মরিয়া অজি বিশ্বকাপার। মাঠ ছাড়ার সময় সমর্থকদের আশ্বস্ত করে জেমি বললেন, 'আশা করছি গোল করে সমর্থকদের খুশি করতে পারব।' এরপর দিমিত্রিস পেত্রাতোস, কামিংস, গ্রেগ স্টুয়ার্টরা হাসিমুখে সমর্থকদের সেলফির আবদার মেটালেন। ফুটবলারদের শরীরী ভাষা বলে দিচ্ছে শিবিরে আত্মবিশ্বাসের অভাব নেই।

তা হবে নাই বা কেন! ১৮ ম্যাচে ৪০ পয়েন্ট নিয়ে মোহনবাগান যে জায়গায় রয়েছে তাতে শিল্ড জিততে না পারলে তা বড় অঘটনই হবে। মোলিনা যদিও এখন সেই সব নিয়ে ভাবছেন না। বললেন, 'এই মুহূর্তে আমার মাথায় শুধুই মহমেডান। বাকিরা এখন থেকে খেতাবের গন্ধ পেলেও আমি পাচ্ছি না। ছয়টা ম্যাচ বাকি। আরও দুটো ম্যাচ পর হয়তো বলতে পারব লিগ শিল্ড থেকে কত দূরে আছি।' এদিকে প্রতিপক্ষের থেকে কৌশল গোপন রাখতেই সম্ভবত চূড়ান্ত প্রস্তুতিতে ম্যাচ সিচুয়েশনে জোর দেননি মোলিনা। ছোট ছোট ভাগে খেলান দলকে। এরপর দুই প্রান্ত থেকে বল বাড়ালেন মনবীর, লিস্টন, আশিস রাইরা। দীর্ঘক্ষণ তা থেকে লক্ষ্যভেদের মহড়া সারলেন ম্যাকলারেন, দিমিরা।

চাপ ভুলে ম্যাচেই মন সাদা-কালো শিবিরের

অনুশীলনে ফুরফুরে মেজাজে মিরজালোল কাশিমভ।

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি : শুক্রবারের সন্ধ্যা। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের অনুশীলন শেষ হয়ে গিয়েছে। একে একে ফুটবলাররা টিমবাসে উঠছেন। সাদা-কালো শিবিরের দুই বিদেশি ফ্লোরেন্ট ওগিয়ের ও অ্যালেক্সিস গোমেজকে ঘিরে ধরলেন সমর্থকরা। তাঁদের একটাই আবদার, ডার্বি জিততে হবে।

চলতি মরশুমে মহমেডানের আর কিছু পাওয়ার নেই। তাই ডার্বি জিততে পারলে সেটাই বড় প্রাপ্তি হবে বলে মনে করছেন সমর্থকরা। কেউ কেউ কার্লোস ফ্রাঙ্কার কাছে দ্রুত গোলের আবদার করেছেন। প্রতি উত্তরে ইশারায় তাদের আশ্বস্ত করেছেন এই ব্রাজিলিয়ান।

তবে ডার্বিতে নামার আগে মাঠের বেতন সমস্যায় জর্জরিত সাদা-কালো শিবির। তবে এই পরিস্থিতিতেও ম্যাচ জেতাই লক্ষ্য মহমেডানের। দলের ফরাসি ডিফেন্ডার ফ্লোরেন্ট বলেছেন, 'এর আগেও বেতন না পাওয়া সত্ত্বেও ম্যাচ জিতেছি। শনিবার সেটাই করব।' তিনি আরও যোগ করেন, 'মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট শক্তিশালী দল। ডার্বির মতো ম্যাচে কে কত পয়েন্ট পেয়েছি, এইসব ভুলে মাঠে নামতে হবে। আমরা নিজেদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব।'

ফরাসি ডিফেন্ডারের সুরে সুর মেলালেন কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুও। তিনিও বলে গেলেন, 'আমি কলকাতায় খেলার সময় এইসব সমস্যার মুখোমুখি হয়েছি। তবে ছেলেরা সবকিছুকে মাথায় রেখে নিজেদের সেরাটা প্রতি ম্যাচেই দিচ্ছে।' ডার্বি ম্যাচ সবসময় ফিফটি-ফিফটি বলে মনে করেন মেহরাজ। তিনি বলেছেন, 'আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, ডার্বি ম্যাচ সবসময় ফিফটি-ফিফটি। এই ম্যাচ সমর্থকদের আবেগের ম্যাচ। সেই কথা মাথায় রেখে ছেলেরা মাঠে নামবে। আমরা এই ম্যাচে নিজেদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব।'

শুধু মুখে নয়, শুক্রবার শেষ দফার অনুশীলনে সেটাই অ্যালেক্সিসদের বোঝালেন মেহরাজ। অনুশীলনে বেশ চনমনে লেগেছে মহমেডান ফুটবলারদের। মোহনবাগানের নির্ভরযোগ্য ডিফেন্ডার আলবার্তো রডরিগেজ ডার্বিতে নেই। তাতে মহমেডানের বাড়তি সুবিধা হবে বলে মনে করছেন দলের নয়া বিদেশি মার্ক আন্দ্রে সমারবাখ। পাশাপাশি ডার্বিতে গোল করতে চান তিনি। মার্ক বলেছেন, 'আলবার্তো ওদের অন্যতম সেরা ডিফেন্ডার। ও এই ম্যাচে না খেললে আমরা বাড়তি সুবিধা পাব। আমি এই ম্যাচে গোল করতে চাই।'

আকাশের ছন্দপতনে দায়ী কোহলি : অশ্বীন

চেন্নাই, ৩১ জানুয়ারি : ব্রিসবেনের গাব্বা টেস্টে প্রথম একাদশে সুযোগ পেয়েছিলেন বাংলার আকাশ দীপ। বল হাতে শুরুটা খারাপ করেননি তিনি। মার্নাস লাবুশেন, স্টিভেন স্মিথদের অস্বস্তিতে ফেললেও বেশি উইকেট পাননি। আর তার মধ্যেই বিরাট কোহলির পরামর্শে বলের লাইনে বদল করেন আকাশ। অফস্টাম্প লাইন বদলে লেগ স্লিপ রেখে ব্যাটারের শরীরের দিকে বোলিংয়ের পরামর্শ আকাশকে দিয়েছিলেন বিরাট। আর সেই পরামর্শ মানতে গিয়েই ছন্দপতন ঘটে আকাশের, চমকপ্রদভাবে আজ এমন মন্তব্য করেছেন টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন তারকা রবিচন্দ্রন অশ্বীন।

বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির তিন নম্বর টেস্ট ছিল গাব্বায়। সেই টেস্টের পরই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন অশ্বীন। ব্রিসবেন টেস্ট শেষে দেশে ফিরে আসেন তিনি। আজ নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বীন আকাশকে দেওয়া কোহলির পরামর্শের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, 'ব্রিসবেনে আকাশ নতুন বলে দারুণ শুরু করেছিল। লাবুশেন, স্মিথদের বারবার সমস্যায় ফেলছিল। আচমকা বিরাট ওকে দৌড়ে গিয়ে কিছু পরামর্শ দেয়। বলে, অফস্টাম্প লাইনের বদলে শরীরের দিকে বল করতে। আর সেটা করতে গিয়েই আকাশের ছন্দপতন হয়।' গাব্বা টেস্টের প্রথম একাদশে ছিলেন না অশ্বীন। ভারতীয় দলের সাজঘরে বসে পুরো বিষয়টি দেখেছিলেন তিনি। সেই অভিজ্ঞতা থেকে অশ্বীন আজ বলেছেন, 'বিরাট আকাশকে কেন এমন পরামর্শ দিয়েছিল, জানা নেই আমার। কিন্তু ওর পরামর্শের পরই লাইন বদলে বল করতে গিয়ে ছন্দ হারায় আকাশ। হয়তো বিরাট ভেবেছিল, শরীরের দিকে আসা ডেলিভারিতে ওর সমস্যা হয় বলে বাকিদেরও হবে। স্মিথরা ওকে ভুল প্রমাণ করেছিল।'

> বিরাট আকাশকে কেন এমন পরামর্শ দিয়েছিল, জানা নেই আমার। কিন্তু ওর পরামর্শের পরই লাইন বদলে বল করতে গিয়ে ছন্দ হারায় আকাশ। হয়তো বিরাট ভেবেছিল, শরীরের দিকে আসা ডেলিভারিতে ওর সমস্যা হয় বলে বাকিদেরও হবে। স্মিথরা ওকে ভুল প্রমাণ করেছিল।
>
> **রবিচন্দ্রন অশ্বীন**

ব্রিসবেন টেস্টে ২৯.৫ ওভার বল করে ৯৫ রান দিয়ে এক উইকেট পেয়েছিলেন আকাশ। পরে মেলবোর্ন টেস্টে খেললেও আপাতত চোটের কারণে ক্রিকেটের বাইরে আকাশ। বোলারদের কি এমন পরামর্শ দেওয়া উচিত? এই প্রশ্নেরও জবাব দিয়েছেন অশ্বীন। বলেছেন, 'আমি বরাবর বিশ্বাস করে এসেছি, একজন বোলার যখন বল হাতে রানআপে দাঁড়ায়, তখন বিপক্ষ ব্যাটারের জন্য নিশ্চিতভাবেই তার কিছু পরিকল্পনা থাকে। আচমকা সেই পরিকল্পনা বদলে দিলে বোলারের ছন্দে ব্যাঘাত ঘটতে বাধ্য। আকাশের সঙ্গেও তাই ঘটেছিল।'

ব্যর্থতা জারি বিরাটের, ছিটকে গেল অফস্টাম্প

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি : নায়ক বরণের জন্য মঞ্চ প্রস্তুত।

প্রিয় তারকার ব্যাটিং উপভোগ করার তাগিদে এদিনও ভক্তদের ঢল নেমেছিল অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে। যদিও আশাই সার। বিরাট কোহলির ভক্তদের হৃদয় ভেঙে খানখান দিল্লিরই হিমাংশু সাঙ্গোয়ানের শক্তিশেলে।

বিরাটকে ঘিরে প্রত্যাশায় জল ঢাললেন বীরেন্দ্র শেহবাগের পাড়ার ছেলে নজফগড়ের বছর উনত্রিশের ডানহাতি পেসার। সোজা ব্যাটে খেলতে গিয়ে বলের লাইন মিস করে বসেন বিরাট। উড়ে যায় অফস্টাম্প।

১৫ বল ৬ রান- সাজঘরের পথে দিল্লি ক্রিকেট ইতিহাসের সবথেকে বড় মুখ। সাঙ্গোয়ানকে ঘিরে রেলওয়ে দলের ছোটখাটো উৎসব। বিরাটের চোখেমুখে একরাশ হতাশা। হতাশ সমর্থকরাও। প্রিয় নায়ক ফিরতেই বেশিরভাগ স্টেডিয়াম ছেড়ে হাঁটা লাগালেন।

গতকাল রেলওয়েজ প্রথমে ব্যাটিং করে ২৪১ রান তোলে।

বিরাট কোহলিকে ফিরিয়ে হুংকার হিমাংশু সাঙ্গোয়ানের। নয়াদিল্লিতে শুক্রবার।

জবাবে প্রথম দিনের শেষে দিল্লির স্কোর ছিল ৪১/১। শুক্রবার দিল্লি ইনিংসের ২৪তম ওভারে ক্রিজে প্রবেশ কোহলির। তরুণ তুর্কি যশ ধুলের (৩২) আউটের আক্ষেপ চাপা পড়ে যায় 'কোহলি কোহলি' আওয়াজে।

আওয়াজ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। লাল বলের ফরম্যাটে জাতীয় দলের হয়ে অজি সফর একদম ভালো কাটেনি। হারানো ছন্দ ফিরে পেতে রনজিতে ১৩ বছর পর প্রত্যাবর্তন। ক্রিজে লম্বা সময় কাটানোর একটা প্রচেষ্টাও দেখা যাচ্ছিল। আউটের আগের বলেই স্ট্রেট ড্রাইভে দর্শনীয় বাউন্ডারি। শটের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে গিয়ে আউট।

যদিও ২৮তম ওভারেই ইন্দ্রপতন। অজি সফরে প্যাট কামিন্স, মিচেল স্টার্ক, স্কট বোল্যান্ডকে সামলাতে হিমসিম খেয়েছেন। আজ বিরাট-শিকারের তালিকায় নাম লেখালেন রেলওয়ের টিকিট পরীক্ষক গ্লেন ম্যাকগ্রাথের একদা 'ছাত্র' হিমাংশু। উচ্ছ্বাসেই বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, উইকেটের মূল্য তাঁর কাছে কতটা।

দিনের শেষে নিজের শহর দিল্লির ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে 'ভিলেন' বনে যাওয়া হিমাংশু বলেও দিলেন, 'আমার কেরিয়ারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উইকেট। বিশেষ কোনও পরিকল্পনা ছিল না। বেসিকেই জোর দিয়েছি। লক্ষ্য ছিল একটা নির্দিষ্ট জায়গায় বলটা রেখে যাব। তাতেই সাফল্য।'

১ রানের জন্য শতরান হাতছাড়া পূজারার

বিরাট (৬) ব্যর্থ হলেও দিল্লি দিনের শেষে ভালো জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে। রেলওয়ের ২৪১-এর জবাবে ৩৩৪/৭। অধিনায়ক আয়ুষ বাদোনি (৯৯) মাত্র এক রানের জন্য শতরান মিস করেন। সুমিত মাথুর ৭৮ রানে অপরাজিত আছেন। ঘুরেফিরে বিরাটের জারি থাকা ব্যর্থতার সাতকাহন।

চলতি ম্যাচে আরও একটা ইনিংস পাবেন বিরাট। তবে এদিন অখ্যাত হিমাংশুর বলে যেভাবে আউট হয়েছেন আঙুল উঠছে। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় যদিও সেই পথে হাঁটতে নারাজ। এদিন দুপুরে ইডেন গার্ডেন্সে বিরাটকে নিয়ে করা প্রশ্নে বলেন, 'এত সমালোচনার কিছু নেই। ওকে খোলা মনে খেলতে দেওয়া উচিত।'

এদিকে, মেঘালয়ের বিরুদ্ধে রানের পাহাড়ে মুম্বই। দুর্বল প্রতিপক্ষের ৮৬ রানের জবাবে ৬৭১/৭ স্কোরে ইনিংসে ইতি টেনে দেন অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে। দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নেমে মেঘালয় (২৭/২) ফের খোঁড়াচ্ছে। অসমের বিরুদ্ধে ১ রানের জন্য শতরান মিস করেন চেতেশ্বর পূজারা (৯৯)। অসম করে ১৬৪। জবাবে সৌরাষ্ট্রের ৪৭৪।

ঋদ্ধিমান ০ সুরজ ১১১ বিদায় বাংলা

শেষ ম্যাচের প্রথম ইনিংসে আউট হয়ে ফেরার পর গার্ড অফ অনার ঋদ্ধিমান সাহাকে। শুক্রবার।

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি : দিনের খেলা তখন সবে শেষ হয়েছে। হন্তদন্ত হয়ে বাংলার সাজঘর থেকে বেরিয়ে এসে কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা সংবাদমাধ্যমের কাছে জানতে চাইলেন, বিহার বনাম কেরল ম্যাচের স্কোর।

ইনিংস ও ১৬৯ রানে কেরল ম্যাচ হেরে গিয়েছে শুনে একরাশ হতাশা ও যন্ত্রণা নিয়ে ফের সেঁধিয়ে গেলেন বাংলার সাজঘরের অন্দরে। কারণ, কেরলের জয়ের সঙ্গেই বাংলার রনজি ট্রফি বিসর্জন হয়ে গেল আজ। এমন একটা দিনে এবারের মতো রনজি থেকে বাংলার বিদায় হল, যেদিন ব্যাটে-বলে পারফর্ম করে পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে চালকের আসনে বাংলা। গতকালের ১১৯/৪ থেকে শুরু করে আজ সুরজ সিন্ধু জয়সওয়ালের (১১১) কেরিয়ারের প্রথম শতরানে ভর দিয়ে ৩৪৩ রানের বড় স্কোরে পৌঁছে যায় বাংলা। সুরয ছাড়াও রান পেয়েছেন সুমন্ত গুপ্ত (৫৫) ও অভিষেক পোড়েল (৫২)। ঋদ্ধিমান সাহা অবশ্য রান পাননি। সম্ভবত জীবনের শেষ ইনিংস আজ ইডেন গার্ডেন্সে খেলে ফেললেন তিনি। ৭ বল খেলে ০ রানে ফিরতে হয়েছে পাপালিকে। তবে পাপালি রান না পেলেও পাঞ্জাবের দখল নেওয়ার পথে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে বাংলা। প্রথম ইনিংসে ১৫২ রানে পিছিয়ে পড়ার পর দ্বিতীয় ইনিংসে পাঞ্জাবের সংগ্রহ ৬৪/৩। এখনও ৮৮ রানে পিছিয়ে থাকা পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে হয়তো শনিবারই ম্যাচ জিতে নেবেন অনুষ্টুপ মজুমদাররা।

ইডেনে আজ পাঞ্জাব বনাম বাংলা ম্যাচের দ্বিতীয় দিনের মূল আকর্ষণ ছিলেন ব্যাটার ঋদ্ধিমান। অভিষেক আউট হওয়ার পর পাপালি যখন বাংলা দলের ডাগআউট থেকে ব্যাট হাতে নামলেন, সতীর্থরা গার্ড অফ অনার দিলেন। বাইশ গজের সামনে হাজির হওয়ার আগে পুরো পাঞ্জাব দলও তাঁকে গার্ড অফ অনার দিল। পাপালির ইনিংস অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। মাত্র ১১ মিনিট উইকেটে ছিলেন তিনি। গুরনুর ব্রারের বলে উইকেটের পিছনে খোঁচা দিয়ে ঋদ্ধিমান যখন আউট হলেন, ফের তাঁকে তাঁর সতীর্থরা মাঠের ধারে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান জানালেন। শেষ ইনিংসে কি চোখের কোণে জল চলে এসেছিল? সন্ধ্যা ছয়টা নাগাদ ইডেন থেকে স্ত্রী রোমিকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় ঋদ্ধি উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলে দিলেন, 'আপনারা কি আমার চোখে জল দেখতে পেয়েছেন?' আসলে পাপালি বরাবরই এমন, আবেগহীন। আরও স্পষ্ট করে বললে, নিজের মনের অন্দরে চলা আবেগের স্রোতকে অদ্ভুতভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে জানেন তিনি।

ঋদ্ধিকে শতরান উৎসর্গ সুরজের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি : নৈশপ্রহরী হিসেবে গতকাল শেষ বিকেলে ব্যাটিং করতে নেমেছিলেন। আজ দিনের শুরু থেকেই অত্যন্ত সাবধানী ব্যাটিং করছিলেন। এভাবেই বাংলা ইনিংসের একটা দিক ধরে রেখেছিলেন সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল।

খেলা গড়ানোর সঙ্গে ক্রমশ স্কোরবোর্ডে তাঁর রানও বাড়তে থাকল। ব্যক্তিগত ৮৯ রানে পৌঁছে যাওয়ার পর আচমকা ব্যাটিং গিয়ার বদল করলেন সুরজ। পরের চারটি ডেলিভারির মধ্যে তিনটি ছক্কা হাঁকিয়ে জীবনের প্রথম শতরান করলেন। দিনের খেলার শেষে বাংলাকে পাঞ্জাব দখলের পথে এগিয়ে দেওয়ার পর সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে সুরজ তাঁর সিনিয়ার সতীর্থ ঋদ্ধিমান সাহাকে শতরান উৎসর্গ করলেন। বলে দিলেন, 'বিশ্বের এক নম্বর উইকেটকিপারের সঙ্গে খেলার সুযোগ পাওয়া আমার কাছে বিরাট গর্বের। আজ প্রথম শতরান পেলাম ঋদ্ধিদার বিদায়ি ম্যাচেই। আমি এই শতরান ঋদ্ধিদাকেই উৎসর্গ করতে চাই।'

শেষ মরশুমে বাংলার হয়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছিল সুরজের। বল হাতে নজরও কেড়েছিলেন। কিন্তু তিনি যে ব্যাট হাতেও এমন সাবলীল, কে আর জানত। আজ ক্রিকেটের নন্দনকাননে নিজের ব্যাটিং স্কিলের পরিচয় দিয়ে শতরানের পর সুরজ বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লাকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন। বলে দিলেন, 'লক্ষ্মীদা আমায় সবসময় উৎসাহ দেয়। বল করার পাশে ব্যাটিং নিয়েও তাঁর থেকে বহু পরামর্শ পেয়েছি। নেটে আমায় নিয়মিত ব্যাট করার সুযোগও দেয় লক্ষ্মীদা। ব্যাটিংয়ের ভুল শুধরে দেয় নিয়মিত। তাঁর পরামর্শ না পেলে হয়তো আজ শতরান করা হত না।' শতরানের দোরগোড়ায় কেন হঠাৎ ব্যাটিং গিয়ার বদল? প্রশ্ন শুনে একগাল হাসি নিয়ে সুরজ বলে দিলেন, 'কোনও বিশেষ পরিকল্পনা করিনি। মারার বল পেয়েছিলাম, তাই চালাই। এর মধ্যে বিশেষ কিছু ব্যাপার নেই।' এদিকে, আজ দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে ঋদ্ধিমানকে সংবর্ধনা জানাল বাংলার আম্পায়ারদের সংগঠন।

শতরানের পর উচ্ছ্বসিত সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল। শুক্রবার ইডেনে।

> অনেকদিন এমন সাবলীল ব্যাটিং দেখিনি। দুর্দান্ত শতরান করল সুরজ। মনে থাকবে সেঞ্চুরিটা।
>
> **লক্ষ্মীরতন শুক্লা**

সুরজ অবশ্য আবেগকে সংযত করার পথে যাননি। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে নিজের প্রথম শতরান করলেন। নৈশপ্রহরী হিসেবে গতকাল ব্যাট করতে নামা সুরজ আজ প্রমাণ করেছেন, বাংলার বেশিরভাগ ব্যাটারই তাঁকে দেখে শিখতে পারেন। নিখুঁত ইনিংস। ব্যক্তিগত ১৬ রানের মাথায় একবার জীবন পেয়েছিলেন সুরজ। কিন্তু ক্রিকেটে এমন ঘটনা তো হয়েই থাকে। একবার জীবন পাওয়ার পর এমন সাবলীল ব্যাটিং বহুকাল দেখেনি ইডেন। ৮৯ রানে পৌঁছে যাওয়ার পর আচমকা ব্যাটিং গিয়ার বদল করলেন সুরজ। চার বলের মধ্যে তিনটি ছক্কা হাঁকিয়ে করলেন প্রথম সেঞ্চুরি। যা দেখার পর বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন বলছিলেন, 'অনেকদিন এমন সাবলীল ব্যাটিং দেখিনি। দুর্দান্ত শতরান করল সুরজ। মনে থাকবে সেঞ্চুরিটা।'

সুরজের প্রথম শতরান বাংলাকে পাঞ্জাব দখলের পথে এগিয়ে দিলেও রনজির ভাগ্য বদল করতে পারল না।

আশঙ্কা সরিয়ে সিরিজ সূর্যদের

ভারত- ১৮১/৯
ইংল্যান্ড- ১৬৬ (১৯.৪ ওভারে)

পুনে, ৩১ জানুয়ারি : ম্যাচ শুরু হতে তখনও কিছুটা সময় বাকি।

গা ঘামাতে ব্যস্ত ভারতীয় দল। বাড়তি ব্যস্ততা গৌতম গম্ভীর, সূর্যকুমার যাদবদের। রাজকোটের হার ঝেড়ে ঘুরে দাঁড়ানো, পুনে দ্বৈরথে আজই সিরিজ পকেটে পুরে ফেলার তাগিদ।

রিঙ্কু সিং, অর্শদীপ সিংদের তৎপরতায় পরিষ্কার দলে একাধিক পরিবর্তন হতে চলেছে। ঠিক তাই, তিনটি পরিবর্তন। মহম্মদ সামি, ওয়াশিংটন সুন্দর, ধ্রুব জুরেলের বদলে অর্শদীপ, শিবম দুবের সঙ্গে রিঙ্কু।

উত্তেজক দ্বৈরথে ভারতের জন্য মঞ্চ সাজালেন দলে ফেরা শিবম, রিঙ্কুরাই। দ্বিতীয় ওভারে সাকিব মাহমুদ-স্পেশাল তিন উইকেট খুইয়ে রীতিমতো ধুঁকছিল ভারতীয় ইনিংস। ১২/৩—সেখান থেকেই ১৮১ রানের চ্যালেঞ্জ ইংল্যান্ডের সামনে।

প্রথমে অভিষেক শর্মার (২৯) সঙ্গে রিঙ্কুর (৩০) দলকে লড়াইয়ে ফেরানো যুগলবন্দি। শেষে হার্দিক পান্ডিয়া-শিবম দুবের (দুইজনেই ৫৩) ঝড়ে সাকিব-রশিদদের তৈরি চক্রব্যূহ গুড়িয়ে যায়। নিটফল, ভারতের বিরুদ্ধে নিজেদের সবাধিক রান তাড়া করে জেতার পরীক্ষা বাটলারদের সামনে।

নয়া ইতিহাস তৈরির কঠিন লক্ষ্যে ইংল্যান্ডের ধামাকাদার শুরু। পাওয়ার প্লে-তে সূর্যের স্পিন-পেস সমস্ত অস্ত্র ঘায়েল বেন ডাকেট (১৯ বলে ৩৯), ফিল সল্টের (২৩) বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ের সামনে। প্রথম ৬ ওভারে পাঁচ-পাঁচজন বোলার ব্যবহার করেন সূর্য।

৫.৫ ওভারে ইংল্যান্ড ৬২/০। কিন্তু রবি বিষ্ণোই

লড়াইয়ের রসদ হার্দিক-শিবমের

পাওয়ার প্লে-র শেষ বলে ডাকেটকে ফেরাতেই ম্যাচের মোড় বদল। পরের ওভারে সল্ট-শিকার অক্ষর প্যাটেলের (২৬/১)। জস বাটলারের (২) ইনিংসে দ্রুত ইতি টেনে দেন বিষ্ণোই। ৬২/০ থেকে ৮ ওভার শেষে ৬৭/৩ ইংল্যান্ড, ম্যাচে ফেরা ভারতের। এরপর হ্যারি ব্রুক (২৬ বলে ৫১) ছাড়া আর কেউ ভারতীয় স্পিনারদের সামনে প্রতিরোধ গড়তে পারেননি। গত ম্যাচে লিয়াম লিভিংস্টোনের কাছে এক ওভারে তিন ছক্কা খাওয়া বিষ্ণোই (২৮/৩) এদিন রীতিমতো ছড়ি ঘোরালেন ইংরেজ ব্যাটারদের ওপর। সঙ্গে বরুণ চক্রবর্তীর (২৮/২) রহস্য স্পিনও মাঝের ওভারে ইংল্যান্ডের যন্ত্রণার কারণ হয়ে উঠেছিল। শিবমের কনকাশন সাব হিসেবে মাঠে নামা হর্ষিত রানাও তিন শিকার করে ইংল্যান্ডকে ১৬৬ রানে থামিয়ে দিলেন। ১৫ রানে চতুর্থ টি২০ ম্যাচে জয়ের সঙ্গে সূর্য ব্রিগেড সিরিজেও কবজা জমিয়ে ফেলল।

এর আগে বাটলার টসে জিতে ফিল্ডিং নেন। দ্বিতীয় ওভারেই লাল-কালো মাটির মিশেলে বাইশ গজে সাকিব মাহমুদ স্পেশাল। ৩ উইকেট ও মেডেন! ঝোলায় সঞ্জু স্যামসন (২), তিলক ভার্মা (০) ও সূর্য (০)! সাকিবের বোলিং, বাটলারের ফিল্ডিং সাজানোকে কৃতিত্ব দিলেও সূর্যদের ব্যর্থতা আড়াল করা যাচ্ছে না। শুরুটা স্যামসনের (১) ব্যর্থতা দিয়ে। ব্যাকফুটে খেলার জায়গা না করেই ফের শট খেলার খেসারত (চলতি সিরিজে ২৬, ৫, ৩, ১ রান)। তিলক ক্রিজে নেমেই হাওয়ায় শটের দুঃসাহস দেখাতে গিয়ে ফিরলেন জোফ্রা আর্চারের প্রশংসনীয় ক্যাচে। হ্যাটট্রিক আটকান সূর্য, তবে দলের টপ অর্ডারের ধস নয়। সাকিবের ওভারের শেষ বলে ক্যাচ প্র্যাকটিস করালেন শর্ট মিড অনে। সূর্য ক্রিজে আসতেই অনসাইডে দুই ফিল্ডারকে কাছে নিয়ে আসেন বাটলার। সেই চক্রব্যূহতেই ফের সূর্য (০) গ্রহণ। ২ ওভারে ১২/৩। ভারতের টি২০ ইতিহাসে আগে যা কখনও ঘটেনি। এখান থেকেই 'হেডস্যারে'র গম্ভীর মুখে হাসি ফেরানোর দায়িত্বে অভিষেক ও রিঙ্কু। ৩২ বলে ৪৩, যুগলবন্দির হাত ধরে ঝিমিয়ে থাকা এমসিএ স্টেডিয়ামে ফের উৎসবের মেজাজ। শটের ফুলঝুরিতে আশার কিরণ।

আদিল রশিদ আসতেই ফের নয়া টুইস্ট। বাউন্ডারি হাঁকিয়ে স্বাগত জানান অভিষেক। পরের বলে রশিদের জবাব। অভিষেকের (১৯ বলে ২৯) স্লগ সুইপ বাউন্ডারি পেরোনোর আগে জমা পড়ে যায়। রিঙ্কু সিং থামেন ৩০ রানে। সময় নিয়ে নিজের এবং দলের ইনিংস সাজানোর সুযোগ ছিল। বাড়তি ঝুঁকিতে সুযোগ হাতছাড়া।

শিবমের সৌভাগ্য প্রথম বলেই ক্যাচ দিয়ে বেঁচে যান। রশিদের বলে প্রথম স্লিপে বাটলার ঝাঁপিয়ে পড়েও ধরে রাখতে পারেননি। যা পুরোদস্তুর কাজে লাগান মহেন্দ্র সিং ধোনির আইপিএল-অস্ত্র।

সিরিজে প্রথমবার খেলতে নামা শিবমের টার্গেট ছিলেন রশিদই। লেগস্পিন ভালো খেলেন। স্ট্রাইক রেট

বিধ্বংসী অর্ধশতরানে ভারতকে টানলেন হার্দিক পান্ডিয়া।

১৮০ প্লাস। এদিন যে ঝড়ের সামনে পড়ে শেষদিকে খেই হারালেন এক নম্বর টি২০ বোলার রশিদ (৩৫/১)। শেষ পাঁচ ওভারে হ্যাঁচকা টানে যে স্কোরটাকে ১৮১/৯-এ পৌঁছে দেন শিবম-হার্দিকের (৪৮ বলে ৮৭) যুগলবন্দি। সাকিব, আর্চারদের গতি ব্যবহার করলেন হার্দিক। রং ছড়ালেন নো লুক ছক্কায়। স্পিনে হাত জমিয়ে নেওয়ার পর আর্চারদেরও রেহাই দিলেন না শিবম।

২৭ নম্বর বলে জেমি ওভারটনকে ছক্কা হাঁকিয়ে পঞ্চাশে পা হার্দিকের। রাজকোটে একঝাঁক ডট বল খেলার জন্য সমালোচিত হয়েছিলেন। আজ নিয়ন্ত্রিত পাওয়ার হিটিংয়ে সমালোচনার কোনও জায়গা রাখেননি। ৭৯/৫ স্কোরে নেমেছিলেন হার্দিক (৩০ বলে ৫৩)। যখন ফিরলেন ভারত ১৬৬/৬। শিবমের (৫৩) ৫০ এল ৩১ বলে। টি২০ বিশ্বকাপ ফাইনালের অন্যতম নায়কের ব্যাট থেকে এল ৭টি চার ও ২টি ছক্কা। শেষ পাঁচ ওভারে ৬৮। যার হাত ধরে ১৫ ওভারে ১১৩-তে থমকে থাকা স্কোর পৌঁছে যায় ১৮১/৯-এ। সাকিব ৩টি ও ওভারটন ২টি উইকেট নিলেও কাজে আসেনি।

দেবীপ্রসাদের ৮৩ রান

আলিপুরদুয়ার, ৩১ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে শুক্রবার রেইনবো ক্রিকেট ক্লাব ৬ উইকেটে হারিয়েছে যুব সংঘকে। প্রথমে যুব ২৮.৩ ওভারে ১৬৮ রানে অল আউট হয়। সম্ভু সরকারের অবদান ৫৬ রান। দেবীপ্রসাদ রায় ৩১ রানে ৫ উইকেট নেন। জবাবে রেইনবো ১৮.৪ ওভারে ৪ উইকেটে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। দেবীপ্রসাদ রায় ৮৩ রান করেন। সম্ভু সরকার ১৩ রানে পেয়েছেন ১ উইকেট।

রেইনবোর জয়ের নায়ক দেবীপ্রসাদ রায়। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

সংশোধনী

শুক্রবার উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এ বারোর পাতায় প্রকাশিত সুমিত মোহান্তের ছবিটি সুরজ সিন্ধু জয়সওয়ালের। অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। সুমিত এদিনও একটি উইকেট নিয়েছেন। সহজ ধাওয়ানকে আউট করার পর তাঁকে সতীর্থদের অভিনন্দন জানানোর ছবিটি তুলেছেন ডি মণ্ডল।

জিতল কনট্রাক্টর

চালসা, ৩১ জানুয়ারি : বিধান নগর প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে শুক্রবার বিধাননগর কনট্রাক্টর সোসাইটি ৭১ রানে হারিয়েছে পিএনএস রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্সকে। কনট্রাক্টর প্রথমে ১১.৫ ওভারে ১৩৮ রানে অল আউট হয়। জবাবে পিএনএস ১১.৪ ওভারে ৬৭ রানে গুটিয়ে যায়। ম্যাচের সেরা তাপস পাল।

প্লে-অফে দ্বৈরথ রিয়াল-ম্যান সিটির

নিয়ন, ৩১ জানুয়ারি : চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নতুন ফরম্যাট আমদানির পেছনে উয়েফার দাবি ছিল- ম্যাচের সংখ্যা বাড়িয়ে লড়াই আরও তীব্র করা। যার নিটফল বাড়াবে ফুটবলপ্রেমীদের বিনোদন। প্লে-অফ পর্বের ড্রয়ের পর হলও ঠিক তাই। প্লে-অফে প্রথমেই মুখোমুখি রিয়াল মাদ্রিদ ও ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। তুলনামূলক সহজ ড্র পেয়েছে প্যারিস সাঁ জাঁ, বায়ার্ন মিউনিখ, এসি মিলান।

লিগ পর্বের মরণবাঁচন শেষ ম্যাচে ক্লাব ব্রাগাকে ৩-১ গোলে হারিয়ে প্লে-অফ নিশ্চিত করেছিল পেপ গুয়ার্দিওলার দল। সেই প্লে-অফেই তাদের প্রতিপক্ষ কিলিয়ান এমবাপেদের রিয়াল। শেষ ৩ মরশুমে রিয়াল-সিটি ম্যাচের বিজয়ীরাই শেষ পর্যন্ত খেতাব জিতেছে। সিটি-রিয়াল ম্যাচের জয়ী দল শেষ ষোলোয় অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ অথবা বেয়ার লেভারকুসেনের সামনে পড়বে। অন্যদিকে, পিএসজি যদি প্লে-অফে ব্রেস্টকে হারায়, তারপর শেষ ষোলোয় তাদের প্রতিপক্ষ হবে লিভারপুল অথবা বার্সেলোনা।

প্লে-অফ পর্ব
(প্রথম লেগ ১১-১৩ ফেব্রুয়ারি)
ব্রেস্ট বনাম প্যারিস সাঁ জাঁ
ক্লাব ব্রাগা বনাম আটালান্টা
ম্যাঞ্চেস্টার সিটি বনাম রিয়াল মাদ্রিদ
জুভেন্তাস বনাম পিএসভি আইন্দহোভেন
মোনাকো বনাম বেনফিকা
স্পোর্টিং লিসবন বনাম বরুসিয়া ডর্টমুন্ড
সেল্টিক বনাম বায়ার্ন মিউনিখ
ফেনুর্দ বনাম এসি মিলান

তিন উইকেট নিয়ে স্বস্তি রবি বিষ্ণোইয়ের। পুনেতে শুক্রবার।

অনূর্ধ্ব-১৯ টি২০ বিশ্বকাপ ফাইনালে ভারতের মেয়েরা

কুয়ালা লামপুর, ৩১ জানুয়ারি : মহিলাদের অনূর্ধ্ব-১৯ টি২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠল ভারত। তারা সেমিফাইনালে ৯ উইকেটে হারাল ইংল্যান্ডকে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১১৩ রান তোলে ইংল্যান্ড। দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৪৫ রান করেন ডেভিনা পেরিন। ভারতের হয়ে পারুনিকা সিসোদিয়া ও বৈষ্ণবী শর্মা ৩টি করে উইকেট নেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ১৫ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় ভারত। দলের অধিনায়ক কমলিনী ৫৬ রান করে অপরাজিত থাকেন। রবিবার ফাইনালে ভারত খেলবে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে।

এজাজের ৫ উইকেট

সামসী, ৩১ জানুয়ারি : বাহারাবাদ যুব বৃন্দের ১২ দলীয় টি২০ প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে শুক্রবার চেকপোস্ট ৭৯ রানে হারিয়েছে রামকৃষ্ণপুরকে। বাহারাবাদ মহানন্দা নদীর পাড় সংলগ্ন মাঠে প্রথমে ১৯ ওভারে ১৪৫ রানে অল আউট হয়। তাদের সবাধিক ৬০ রান রুবেলের। জবাবে রামকৃষ্ণপুর ১২ ওভারে ৬৬ রানে গুটিয়ে যায়। চেকপোস্টের এজাজ আহমেদ ৫ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হয়েছেন।

ফাইনালে পাহাড়পুর

সামসী, ৩১ জানুয়ারি : চাঁচল ইউআর শান্তি ক্লাবের ৮ দলীয় নেতাজি কাপ ফুটবলে শুক্রবার ফাইনালে উঠল পাহাড়পুর একাদশ। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে তারা ৫-০ গোলে হারিয়েছে দক্ষিণশহর আদিবাসী মারাঙ্গ ক্লাবকে। অজয় হ্যাটট্রিক করে ম্যাচের সেরা হয়েছে। রবিবার ফাইনালে ধনিয়াপট্টি আদর্শ ক্লাবের মুখোমুখি হবে পাহাড়পুর।

জীবনকৃতি পাচ্ছেন শচীন
-খবর তেরোর পাতায়

জিতল টাউন অ্যাকাডেমি

বালুরঘাট, ৩১ জানুয়ারি : বালুরঘাট টাউন ক্লাবের ক্রিকেটে শুক্রবার টাউনের ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৭৮ রানে গঙ্গারামপুর মিউনিসিপ্যাল ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পকে হারিয়েছে। ঘরের মাঠে প্রথমে টাউন ৪০ ওভারে ৫ উইকেটে ২০৩ রান তোলে। প্রিয়শীষ রজক ৫১ রান করেন। চার্বাক বর্মনের অবদান ৪২। ঐশানীর রায় ৩৭ রানে ২ উইকেট নেন। জবাবে গঙ্গারামপুর ২৮.৫ ওভারে ১২৫ রানে অল আউট হয়েছে। কৌশিক রায় ৩৩ রান করেন। ম্যাচের সেরা দৈবিক তোকদার ৩২ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেন রাহুল দাস (১৬/২)।

ম্যাচের সেরা দৈবিক তোকদার। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

চ্যাম্পিয়ন শুভ ইলেভেন

তুফানগঞ্জ, ৩১ জানুয়ারি : সূর্য সংঘ ক্লাবের ৮ দলীয় ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে শুভ ইলেভেন। ফাইনালে তারা ৭৬ রানে হারিয়েছে রামজি ক্যাপিটালকে। প্রথমে ব্যাট করে শুভ ইলেভেন ১০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৫৩ রান তোলে। গৌতম দে সর্বোচ্চ ৫৫ রান করেন। জবাবে রানতাড়ায় নেমে রামজি ৫ ওভারে ৭৭ রানে গুটিয়ে যায়। ৩ উইকেট নিয়ে ফাইনালের সেরা নির্বাচিত হয়েছেন গৌতম।

চ্যাম্পিয়ন হয়ে ট্রফি নিচ্ছে শুভ ইলেভেন। শুক্রবার বাবাই দাসের তোলা ছবি।

উত্তরের খেলা

দেবব্রতর ৬ শিকার

কোচবিহার, ৩১ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার আন্তঃক্লাব প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে শুক্রবার শান্তিকুটির ক্লাব ও ব্যায়ামাগার ১২১ রানে বুড়িরপাট ক্লাবকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে টসে জিতে প্রথমে শান্তিকুটির ২৭ ওভারে ৮ উইকেটে ১৬০ রান তোলে। ইনজামুল হক ৩৮ রান করেন। জয়জিৎ দে ১৮ রানে ৫ উইকেট পেয়েছেন। জবাবে বুড়িরপাট ৭.৫ ওভারে ৩৯ রানে গুটিয়ে যায়। সঞ্জয় সরকার ১২ রান করেন। ম্যাচের সেরা দেবব্রত নাথ ১৭ রানে ৬ উইকেট পেয়েছেন। শনিবার খেলবে দেওয়ানহাট কালিবাড়ি ইউনিট ও ইউনাইটেড ক্লাব।

বার্ষিক ক্রীড়া

বুনিয়াদপুর, ৩১ জানুয়ারি : গঙ্গারামপুর মহকুমার ৪০তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল বংশীহারী হাইস্কুল মাঠে। প্রাথমিক, নিম্ন বুনিয়াদি ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের ৭২৩টি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। ২৩৮ জন ছাত্রছাত্রী ৩৪ টি ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেছে।